ডাক্তার শশীভূষণ দে কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

প্রথম সংস্করণ।

ব্যবসা শিক্ষা।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে

বি, ব্রাউন এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

ব্যবসা-শিক্ষা।

ডাক্তার শশী ভূষণ দে কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

৩৪৪ নং আপার চিৎপুর রোড হইতে
বি, ব্রাউন কোম্পানি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

Calcutta:

Printed by S. C. Sen, at the
GREAT TOWN PRESS,
163, MUSJEEDBARI STREET.
1893.

ভূমিকা।

বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত দেশের অবস্থা দিন দিন যেরূপ হীন হইয়া উঠিতেছে; দুর্ভিক্ষ জল প্লাবন, প্রভৃতিতে খাদ্য সামগ্রী যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সামান্য বেতন ভোগীর অন্নসংস্থানে আর উপায় নাই। বলিতে কি, দিন দিন এদেশে যেরূপ শিক্ষার বিস্তৃতি হইতেছে, তাহাতে অল্প শিক্ষার্থীরত কথাই নাই, অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী পর্য্যন্ত সামান্য ১৫৲ ২০৲ টাকা বেতনের জন্য লালায়িত হইতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। এমত অবস্থায় আমাদের উপায় কি? উচ্চ শিক্ষা যে দূষনীয় বিদ্যাচর্চ্চা যে অনর্থকর একথা আমরা বলিতেছিনা। আমরা উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহি, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় উহার সহিত অর্থোপার্জ্জনের সম্বন্ধ আছে বলিয়াত বোধ হয় না।

সুখের বিষয় পাশ করিতে পারিলে অন্নবস্ত্রের ক্লেশ ঘুচিবে, এ বিশ্বাসও ক্রমে শিথিল হইয়া উঠিতেছে। দেখা যাইতেছে আজকাল অনেকে চাকরী আশয়ে হতাশ হইয়া ব্যবসা বানিজ্যের দিকে ঝুঁকিতেছেন। কিন্তু কি হইবে? মূলধন ব্যতিরেকে ব্যবসা হয় না এই বিশ্বাসেই অনেকে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া পড়েন।

পন্থা থাকিলে যে বিনা মূল ধনে ব্যবসা চলিতে পারে, তাহার উপায় প্রদর্শনই বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য। নাটক, নভেল, উপন্যাস, কবিতা মুখ রোচক বটে, সুখের সময়ে মনতৃপ্তির অনেক উপায় বটে ইহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু জঠর জ্বালার ন্যায় জ্বালা এসংসারে আর নাই। অন্নকষ্টে যিনি ক্লিষ্ট, উদরান্নের জন্য যিনি পরমুখাপেক্ষী যিনি উপার্জ্জন অভাবে পুত্রকন্যার ভরণ পোষণে অক্ষম, অন্নাভাবে যাঁহার ঘরে সদাই হাহাকার চলিতেছে, তাঁহার পক্ষে নভেল, নাটক উপযোগী নহে। সকলেই ঘুমের সময় তৃপ্তি লাভের জন্য বই লিখিয়া থাকেন এ শ্রেনীর পুস্তকের যে আবশ্যক নাই, একথা আমরা বলিনা, কিন্তু যে গ্রন্থপাঠে দেশের পনর আনা লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে পারে, এরূপ ধরনের পুস্তকের প্রয়োজনীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তাহা কোন সহৃদয় ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন।

ব্যবসায়ী শিক্ষা আমার সমস্তজীবনের উদ্যম ও চেষ্টার ফল। ধনধান্য

পরিপূর্ণা সুবর্ণ প্রসবিনী ভারত ভূমে সহস্রাধিক রূপ ভেদজ ও খনিজ দ্রব্য থাকিতে লোকে কেন ২০৲ ২৫৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য। কিরূপে বিনা পুঁজীতে ব্যবসা করিয়া মাসে ৩০৲ ৪০৲ টাকা উপার্জ্জন হইতে পারে কিরূপে ঘরে বসিয়া অপরের সাহায্যে বিনা সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ চলিতে পারে তাহার ও উপায় চক্ষে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি এই পুস্তকের সাহার্য্যে একজন লোক ও প্রদর্শিত পথাবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ হন, তাহা হইলে সকল পরিশ্রম সফল মনে করি।

ডাক্তার শশী ভূষণ দে।

সূচীপত্র।

বিবিধ দ্রব্যাদি তৈয়ারি প্রণালি।

ব্যবসা-শিক্ষা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

ভীরুতা ও উদ্যমহীনতা ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গবাসীর জাতীয় লক্ষণ। যে কারণে বর্ত্তমানকালের বাঙ্গালীর হৃদয়, কখনও সমরোৎসাহে মাতিয়া উঠে না; সেই কারণেই বাঙ্গালী অর্থকর বিষয়েও এত অধঃপতিত রহিয়াছে। আমরা ঘরের টাকা বিদেশীয় বণিকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, তাহাদের দাসত্ব করিতে প্রস্তুত আছি, অথচ এ সাহসটুকু রাখিনা যে, সেই টাকায় আপনারা স্বাধীনভাবে একটা কারবার চালাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। যাহাতে উদ্যম ও সাহসের প্রয়োজন যত স্বল্প,—তাহাতে আমাদের প্রার্থনীয়। আর যদি খুব টাকা সংগ্রহ হয়, বড় জোর আমরা জমিদারী ক্রয় করিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া মুদিত নেত্রে শট্‌কাসুন্দরীর মুখ-চুম্বন করিতে পারি।

এই সকল কারণ বশতঃ আমাদের জাতীয় ধনের অবস্থা দিন দিন অধঃপতিত হইতেছে;—আর আমরাও দিন দিন দরিদ্রের তামসী-গুহায় নিপতিত হইতেছি। দিন দিন সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, রত্ন-গর্ভা ভারত ভিখারিণী, এবং ভারতীয় নর নারীগণ দিন দিন অন্নাভাবে জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কালাবশিষ্ট হইতেছে।

ভারতের এই দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচাইতে হইলে, এখনও দেশে যাহাতে সম্যক্ প্রকারে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বহুল বিস্তার হয়, তৎপক্ষে সকলেরই বিশেষ চেষ্টা ও যত্নবান হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের আর্য্যগণও পুনঃপুন বলিয়া গিয়াছেন, "বাণিজ্যে লক্ষীর বসতি, তাহার অর্দ্ধেক কৃষিকর্ম্মে, রাজ-সেবায় তাহার অর্দ্ধেক।" কিন্তু রাজ-সেবা, অর্থাৎ চাকুরীকেই এখানকার বঙ্গবাসীগণ জীবনের সার লক্ষ্য ও মনুষ্যের উন্নতির শেষ সীমা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শত শত পূর্ণাবয়ব বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ যুবককে দশ টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য উমেদারী করিয়া, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া,—বাবুর তোষামোদ করিয়া, আজীবন কাটাইতে দেখিয়াছি, পনর টাকার বেতনের লোভে আজীবন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে আফিসের এপ্রেন্টিসী করিয়া সাহেবের রাঙ্গা পায়ের বুটের গুতা খাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু ভ্রমেও তাহাদিগকে স্বাধীন ব্যবসার দিকে যাইতে দেখি নাই। কেন দেখি নাই,—সে কথারও অনেক-দিন আলোচনা করিয়াছি, এবং অনেকের নিকট জিজ্ঞাসাও করিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলে—"মূলধন নাই,"—কিন্তু আসল কথা সেটা নহে। আসল কথা এই যে, ব্যবসার পথ আমাদের দেশের লোকে জানেনা। যদি জানিত, তবে অল্পাধিক পুঁজি লইয়া, সকলেই কোন না কোন ব্যবসা করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। এমন অনেক ব্যবসা আছে, যাহা সামান্য মাত্র মূলধন লইয়া বেশ দশ টাকা আয় করিতে পারা যায়। সেই সকল ব্যবসার কথা লীপিবদ্ধ করাই, এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে, বঙ্গবাসী যে কোন পুস্তক প্রকাশ হইলে, তাহার দুই এক খণ্ড ক্রয় করেন বটে,—কিন্তু উপন্যাসের ফুলের সুবাস, মৃদু মলয়ান্দোলিত নবীন শ্যামল পত্রের কচি মুখের মৃদুহাসি, আর বিরহী বির-হিনীর হা হুতাশ,—এবং নবযৌবনা সুন্দরীর মদনোন্মাদ হলাহল-কলসী-তুল্য, কম্লরক্ত-কুসুম-কান্তি অধর যুগলের বর্ণনা ভিন্ন, অন্য পুস্তক প্রায় পাঠ করেন না। অধিকন্তু গ্রন্থকারকে অর্ব্বাচিন ও মূর্খ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত ও প্রকাশককে ভণ্ড, জুয়াচোর প্রভৃতির সঙ্গে নানাবিধ কুটুম্ব সম্পর্কে সম্বোধনাদি করিয়া, পুস্তকখানি সযতনে, শয্যার এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখেন। শেষ তথা হইতে, সে গ্রন্থকার ও প্রকাশকের বহুযত্ন ও অর্থব্যয় প্রকাশিত পুস্তক

অভিমানে গড়াইতে গড়াইতে ভূমিতে পড়ে। তথা হইতে কীটদষ্ট হইয়া,—কিছুদিন পরে, হয় গৃহিনীর পদ্মহস্তে পড়িয়া কেরোসিণতৈলাক্ত হইয়া উনুন ধরাণ কার্য্যের সহায়তা করে, আর না হয়,—ছেলের হাতে পড়িয়া, দিন কতক তাহার দপ্তরে স্থান পাইয়া; শেষ, একটা লেজেঞ্জুসের বিনিময়ে মুদীর মসলার আবরণ হয়। এ পুস্তকখানিও যে, অন্যগতি প্রাপ্ত হইবে, সে আশা আমাদের নাই। কিন্তু অনুরোধ, পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, যদি ইহার কোন একটা ব্যবসায় একবার চোক কাণ বুজিয়া হাত দিতে পার,—আর বন্ধু বান্ধবগণকে উপদেশ দিতে পার, তবে আশা সফল জ্ঞান করিব। আর কাহাকেও দশ পনর টাকার চাকুরীর জন্য পরের মুখপানে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। শিল্প-বাণিজ্যাদি দ্বারা যেরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, চাকুরীদ্বারা তাহার সহস্রাংশের একাংশও হইতেও পারে না। আর দেশের উন্নতি ব্যবসা ভিন্ন কখনই সম্ভবে—না।

আজি যে ইংরেজ আমাদের রাজা, যাঁহাদের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়া আজি সমস্ত জগৎ বিকম্পিত করিতেছে,—তাঁহারা কি ছিলেন, ইতিহাসে পাঠ কর নাই কি? কেবল এক বাণিজ্য, শিল্প ও ব্যবসা লইয়াই আজি তাঁহাদের দেশ পৃথিবীর সর্ব্বস্থানাপেক্ষা সমৃদ্ধি শালিনী।

এখন ভারতবাসীগণ যদি একটুও কাজের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন, নিশ্চয়ই সুখী হইতে পারেন, এবং ক্রমে দেশের ও দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারেন। আমরা এই পুস্তকে সকল রকম ব্যবসার কথাই বলিব, যাঁহার যেমন পুঁজি, যেমন সুবিধা, তিনি সেইটিই অবলম্বন করেন, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অর্থ।

অর্থভিন্ন সংসার চলেনা। এসংসারে যে অর্থশালী নহে, তাহার জীবনে কোন সুখনাই। অর্থ থাকিলে, এসংসারে সমস্ত সুখই লাভ করা যাইতে পারে। এমন কোন কাজ নাই, যাহা অর্থের দ্বারা সুসম্পাদিত না হইতে পারে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—ইহার প্রথমোক্ত তিনটি সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে অর্থের দ্বারা লাভ হইতে পারে। আর মোক্ষটিই যে, লাভ হয় না—তাহারও কারণ নাই। যাগ, যজ্ঞ, হোম, জপ, তপ, দীনের পালন, আর্ত্তের রক্ষা প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা মোক্ষের কারণ বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও অর্থের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। ফলতঃ অর্থই এসংসারের সুখ-শান্তির প্রধান কারণ। দুরাচারী ব্যক্তিও বিপুল অর্থের অধিকারী হইলে, সমাজে মাননীয় হয়,—কিন্তু নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিরাও অর্থহীন হইলে, আদরনীয় হয় না। বাস্তব পক্ষে অর্থের ন্যায় সুখ-শান্তি প্রদাতা এজগতে আর কিছুই নাই।

সেই অর্থ অর্জ্জনের সহজ উপায় কি, জানিবার আগে, অর্থ কি, জানা একান্ত কর্ত্তব্য। অর্থ-নীতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে "অর্থ" শব্দের অর্থ করা আবশ্যক। অর্থ শব্দের এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে যে, যাহার কোন রূপ বিনিময় মূল্য আছে, তাহাই অর্থ। অর্থ বলিতে কেবল টাকা, পয়সাই নহে। বিনিময় মূল্য যাহাহইতে পাওয়াযায়, তাহাই অর্থ শব্দের অর্থ, দেশের লোকের ও রাজার সম্মতি ও পরামর্শ মতে যখন যে দেশে যাহা বিনিময়ের মূল্য জ্ঞাপক স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহাই অর্থ। পূর্ব্বকালে, চীনদেশে জমাট "চা" র একটি গোলা অর্থরূপে ব্যবহৃত হইত। আমাদের পর্য্যাপ্ত রূপে দেশে কড়ি ব্যবহার হইত, সামান্য পরিমাণে এখনও হয়। এক এক খণ্ড কাগজের নোটে অনেক অর্থ আছে।

টাকা, নোট প্রভৃতি যাহাই কিছু বল, বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তী এবং মূল্যের পরিমাণ নির্দ্দেশক বস্তুকেই অর্থ বলা যাইতে পারে। টাকা নোট প্রভৃতিকে

তখনই মূল্যের পরিমাণ নির্দ্দেশক বস্তু বলা যাইতে পারিবে, যখন দেশের সাধারণ সম্মতিক্রমে উহাতে এমন একটি পরিমাণ জ্ঞাপক শক্তি প্রদান করা যাইবে, যাহা দ্বারা অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তু মূল্যের পরিমাণ স্থির করা যাইতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অর্থ-নীতি।

অর্থ শব্দের তাৎপর্য্য কি? ইহা বুঝিলে, অর্থ-নীতি কি, সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ অর্থ-নীতিজ্ঞ ম্যাক্লোড্ সাহেব এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ বলেন যে,—"The word is one of the great fund a mental conceptions upon the true settlement of which, a permnant science of political Economy is built." অতএব আজি কালি অর্থশব্দের যেরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে যেরূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা হইতেই অর্থ-নীতি কি, এ বিষয়ের মিমাংসা সহজেই হইয়া আসিবে।

মোট কথা, অর্থ-নীতি তাহাই, যাহা দ্বারা, অর্থতত্ত্ব অনুসন্ধান, এবং অর্থের উৎপত্তি ও বিনিময় বিভাগের নিয়ম প্রণালী নিরাকরণ করা যাইতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অর্থাগমের মূল সূত্র।

অর্থ-নীতি শাস্ত্র অবগত হইলে, যখন অর্থ-তত্ত্ব অনুসন্ধান, এবং অর্থের উৎপত্তি, ও বিনিময় বিভাগের নিয়ম প্রণালী নিরাকরণ করা যাইতে পারে। —তখন সেই শাস্ত্র কোন্ কোন্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দ্বারায় কিরূপ ভাবে

ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এস্থলে তাহাও আমাদের প্রকটিত করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা অবগত হইলে, অর্থ উপায়ের পথ বুঝিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই।

ইয়োরোপের মধ্যে গ্রীস্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেশ। গ্রীসের প্রধান দার্শনিক সক্রেটিসের নিজের অর্থ-নীতি সংক্রান্ত কোন বিশেষ গ্রন্থ আছে, কি না, জানিনা। কিন্তু সক্রেটিসের ছাত্র Aschines'socretocias কৃত The Eryxias নামক অর্থ-নীতি শাস্ত্র সম্বন্ধীয় এক খানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ আছে। Eryxias এর প্রকৃত গ্রন্থকর্ত্তা socraticus কিনা, এবিষয়ে, যদিও ইয়োরোপীয় বর্ত্তমান পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মত ভেদ আছে, Eryxias যে, অর্থ-নীতি সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ, এ বিষয়ে অনেকেরই ভিন্ন মত নাই। ইংরেজী অর্থ-নীতি বিষয়ক নানাগ্রন্থে ঐ পুস্তকের আংশিক অনুবাদ ভিন্ন মূলগ্রন্থ আমি দেখি নাই। এইরূপ অনুবাদ দেখিয়া, যতদূর জানা যাইতে পারে, তাহাতে Eryxias এর সহিত বর্ত্তমান অর্থ-নীতি শাস্ত্রের আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই পুস্তক খানিকে পরিশুদ্ধ রূপে বলিতে হইলে, অর্থনৈতিক অপেক্ষা সমাজনৈতিক গ্রন্থ বলিলেই ভাল হয়। প্রকৃত পক্ষে অর্থ-নীতি শাস্ত্রের জন্মদাতার নাম করিতে হইলে, এরিষ্টটলের (Aristolo) নাম করাই যুক্তি সঙ্গত। কারণ তাঁহার কৃত গ্রন্থেই বিষদরূপে এবং যথারীতিতে অর্থ-নীতি শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই গ্রন্থে মানুষের সহিত মানবের সহিত অর্থের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাই গ্রন্থকর্ত্তা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কাজে কাজেই বলিতে হয়, অর্থ-নীতি শাস্ত্রের মূল ভিত্তি এই খান হইতে আরম্ভ।

কিন্তু কি এরিষ্টটল্, কি তৎসাময়িক অন্যান্য পণ্ডিত, অর্থ-নীতিকে সমাজ-নীতির সহিত এত মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সাময়িক অর্থ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ সকল মিশ্রিত অর্থনীতিকে অর্থ-নীতির গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকার করেন না। আজও প্রাচীন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী-পণ্ডিতগণ, অর্থ-নীতিকে সমাজ-নীতির অন্তর্ভূত করিয়া রাখিতেই ইচ্ছা করেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, বর্ত্তমান সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ফরাসি দার্শনিক অর্থ-নীতির যেরূপ সূত্র অবধারণ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে, আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি বলেন—

"অর্থ-নীতিই সমাজ-নীতি এবং ইহা মানব-সমাজের প্রকৃতি, ক্রিয়া প্রণালীর গবেষণা ও পর্য্যালোচনার ফল স্বরূপ একটী বিজ্ঞান বিশেষ।"*

এইরূপ মুথ সিস্মন্দির মতও অপূর্ব্ব। তিনি বলেন,—"গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোন জাতির বাহ্যিক সুখ বৃদ্ধির জন্য, যে কোন প্রণালীতে চেষ্টা করা যাইতে পারে, তাহার নামই অর্থ-নীতি। এইরূপ বোথারো, য়্যানটোনিডি, মঞ্চাবেলা, য়্যানটোনিসেরা, তেয়োনদাও ভার্বুলো, গমেজ এবং জনৃডি কৃষ্ণকায় প্রভৃতি ইয়োরোপীয় প্রধান প্রধান প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতগণ অর্থ-নীতির আলোচনায় এক এক জন এক এক মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে এই সকল মতের বিস্তার আলোচনা না করিয়া, ইংলণ্ডের পণ্ডিত মণ্ডলী অর্থ-নীতি সম্বন্ধে কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

হবস্, লক্, ডেবিড্ হিউম, সার জেমস্ ষ্টাট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অর্থ-নীতি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের মতের পরস্পর আংশিক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকিলেও, মূল বিষয়ে ইঁহাদের সকলের সিদ্ধান্তই প্রায় এক শ্রেণীর।

পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের মত সকল খণ্ডন করিয়া, ১৭৭৬ খৃষ্টিয়াব্দে, প্রসিদ্ধ অর্থ-নীতিজ্ঞ এডাম স্মিথ অর্থ-নীতি বিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, অর্থ নৈতিক জগতে একটু যুগান্তর উপস্থিত করেন। এক্ষণে ইয়োরোপে অর্থ-নীতি যে ভাব ও গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার মূলই এই মহাত্মা এডাম স্মিথ। পণ্ডিতাগ্রগণ্য এডামস্মিথ অর্থ-নীতি বিষয়ে যে সকল মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সাময়িক সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পণ্ডিত জনষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি সেই সকল মতেরই বিকাশ সাধন ও পরিবর্দ্ধন ভিন্ন, কিছুরই খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

---

* See Economies Book II, Chep. 3.

* Political Economy is the Economy of society ; a science combining the results of our observations on the nature and fauctims of the different Parts of the social Body."Traite a Economie poleteque by-M. I. B. Say.

* An enquiry in to the nature and causes of the wealth ot nations."

এডাম স্মিথই প্রথমে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেন যে, অর্থের অর্থ কেবল টাকা, পয়সা, মোহর নহে। অর্থ বলিতে মানবের আবশ্যক এবং সুখ-সম্ভোগের যত প্রকার বস্তু আছে, তৎসমস্তই বুঝিতে হইবে। তিনিই ইহা প্রমাণ করিয়া দেন যে, অর্থের মূলস্থান টাকশাল কিম্বা রূপার অথবা সোণার খনি নহে। অর্থের প্রকৃত মূলস্থান শ্রম, শ্রম ভিন্ন অর্থ জন্মিতে পারে না।

কেবল শ্রমের নামই কিন্তু অর্থ নহে। এক জন লোক দিবা রাত্রি সমুদ্রের জল সেচিয়া ফেলিতে বিব্রত থাকিলে, এবং কেবল এই কার্য্যে তাহার সমস্ত জীবন কাটাইলেও সে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে না। অনর্থক শ্রমের মূল্য নাই। ফলোৎপাদক শ্রমেরই মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এডাম স্মিথ বলেন, —তিন শ্রেণীর শ্রমের দ্বারা, অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে। কৃষিকার্য্যে, শিল্প-কার্য্য, এবং ব্যবসায়ে মানুষ দৈহিক শ্রম নিযোগ করিয়া তদ্দারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি ফরাসি পণ্ডিতগণ আবার এডাম স্মিথের মত ও অযৌক্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেবল শ্রমই অর্থের জন্মদাতা নহে। প্রতিভা (Lalent) ভিন্ন কেবল শ্রমের কোন মূল্যই নাই। তাঁহাদের মতে প্রতিভাই অর্থ উৎপাদনের আদি কারণ ;—শ্রম কিছুই নহে।

এমতেও কিছু অনেক দোষ আছে। একজনের প্রতিভা (Talent) খুব আছে। বিছানায় শুইয়া শুইয়া খুব মতলব আঁটে, কিন্তু একান্ত পরিশ্রম পরাঙ্মুখ বলিয়া, কোন কার্য্যই করিয়া উঠিতে পারে না—কাজেই তাহার অর্থ উপার্জ্জনের পথও রুদ্ধ। অতএব এক্ষণে ইহাই স্থির হইতেছে যে, অর্থের জনক স্থানীয় যেমন শ্রম—জননী স্থানীয় তেমনি প্রতিভা। কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসায় রূপ ক্ষেত্রে, শ্রম ও প্রতিভা এই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মিলনেই অর্থের জন্ম,—এবং উভয়ের বিচ্ছেদেই অর্থের ধ্বংস।

আমরা এই গ্রন্থে ব্যবসা, শিল্প এবং কৃষিকার্য্য—যেরূপে ঐ উভয়ের সংযোগ করিয়া, কার্য্য করিতে হয়, তাহাই দেখাইব। আশা করি—সকলেই এই অর্থাগমের মূল সূত্রটি মনে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কৃষি।

কৃষি অর্থাগমের একটী প্রধান উপায়। ভূমণ্ডলে যত প্রকার ব্যবসায় আছে তন্মধ্যে কৃষিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। বিশেষতঃ ভারতের কৃসি-লব্ধ ধনই চিরপ্রসিদ্ধ—আজিও ভারতের যাহা কিছু বল, সমস্তই কৃষি হইতে সুসম্পাদিত হইতেছে। ভারতের যে দিকে চাহিবে, যে দিকে দেখিবে, সেইদিকেই কৃষিকার্য্যের আয় হতে ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন কিন্তু আর সে দিন নাই। একসময় এই ভারতে টাকায় আটমণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইত, এক সময় ভারতে মাসিক পাঁচ টাকা হইলে, একটা গৃহস্থের সুন্দর রূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তখন ধান, চাউল, কলাই, মসুরি, মুগ প্রভৃতি অত্যন্ত সুলভ ছিল। এখন সেই ভারতে মাসের মধ্যে পাঁচবার দুর্ভিক্ষ। তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ বিদেশ রপ্তানি—দ্বিতীয় কারণ কৃষিকার্য্য অবহেলা, তৃতীয় কারণ চাকুরী।

এখন সকলেই এই সোণার কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, চাকুরী চাকুরী করিয়া লালায়িত। কিন্তু পোড়া চাকুরীর ও এমনি দুর্দ্দশা যে, তাহাও জুটিয়া উঠেনা।

হে ভারতীয় যুবক বৃন্দ! চাকুরীর মস্তকে বামপদ প্রদান পূর্ব্বক—একবার কৃষিকার্য্যে মন দাও দেখি, তুমি উন্নতি করিতে পার কিনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষি-সমিতি।

উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিবার একটা উপায় আছে। ইহাতে লাভ ও যে, প্রচুর হয় তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। অথচ লোকসানের কোন-রূপ সম্ভব নাই।

দশ বার জন যুবকে একটা সমিতি করিয়া কিছু কিছু অন্ততঃ ২০০ দুইশত টাকা করিয়া প্রতি জনে দাও। বার জনে অংশীদার হইলে, ২৪০০, দুই হাজার চারিশত টাকা হয়।

এখন গ্রামের মধ্যে একটা ঘর ও গোটা কয়েক গোলা, (ধান রাখিবার যায়গা) এবং দুই খানি গোয়ালঘর ও একটা লম্বা লম্বিমত, গরুর খোরাকী রাখিবার জন্য ঘর—এই গুলি প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এই গুলি সম্পন্ন করিতে ৩।৪ শত টাকা ব্যয় পড়ে।

তদনন্তর প্রতিটা ২০।২৫ টাকা দামের মত ৫০টা বলদ ক্রয় করিতে হয়। তার পর ১৫ জন মজবুত কৃষক চাষ করিবার জন্য রাখিতে হয়। আর তাহাদের সহকারী ৫ জন লোক, এবং গরু চরাইবার ও উহাদিগকে জাব দেওয়া প্রভৃতির জন্য দুই জন লোক রাখিতে হয়। আর নিজেরা সর্ব্বদার জন্য দেখা শুনা—ও আমাদের এই পুস্তক লিখিত মতে লাভকর আবাদ গুলি করিয়া দেখুন, নিশ্চয়ই আপনারা বড় লোক হইতে পারিবেন। ১৫ জন কৃষকের দ্বারা, পনর খানা লাঙ্গল চালাইতে হয়। ঐ পনর খানা লাঙ্গলের প্রতি খানার জন্য ১০।১২ বিঘা করিয়া জমি রাখিলেই যথেষ্ট।

এই সঙ্গে ৪।৫ বিঘা কলা বাগান, ও ৩।৪ বিঘা শাক শব্জীর আবাদ রাখিলে, কার্য্যালয়ের যত বাজে খরচ তাহা হইতেই নিষ্পন্ন হইতে পারিবে। অধিকন্তু আপনাদের সংসারের নিত্য খরচ গুলা ও চলিয়া যাইবে।

তাহার পর বৎসরে বৎসরে যাহা লাভ হইবে, তাহা হইতে একটা পড়তা

মত মাসে মাসে নিজেরা লইয়া বাকী লাভ ফারমেই থাকিলে, ক্রমে কারবার বাড়িয়া যাইবে।

অনেকে ভাবিতে পারেন,—এই টাকা আবদ্ধ রাখিয়া, নিজেরা পরিশ্রম করিয়া, এক বৎসর পরে খরচ পাইলে, সংসার চলিবে, কি প্রকারে? সেটা ভুল। কৃষি কার্য্যের ফসল—প্রায় তিন মাস অন্তর উঠে, আবার এমন কৃষিও আছে, যাহা এক বৎসরে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ৩।৪ মাসে যাহা হয়, তাহা হইতেই আপনাদের খরচ চলিয়া যাইতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষি-বৈঠক।

আর এক প্রকার কৃষিসম্বন্ধীয় লাভকর ব্যবসা আছে। ইহাতে নিজের অবস্থার উন্নতিও যথেষ্টই করিতে পারা যায়, অধিকন্তু দেশেরও অনেক উপকার করিতে পারা যায়।

২০।২৫ জনে মিলিয়া,—প্রতি অংশে ২।৩ শত করিয়া টাকা দিতে হয়। মোট ৪ কি ৫ হাজার টাকা হইলে, এ কার্য্য প্রথমে আরম্ভ করা যাইতে পারে।

ঐ মূল ধন লইয়া, একটা অফিস ঘর মত ঘর এবং ধান্য রাখিবার জন্য কয়েকটা স্থান প্রস্তুত কর। এবং হিসাব পত্র রাখিবার জন্য কাযেকখানি খাতা করিতে হয়।

গ্রামের মধ্যে যত কৃষক আছে, তন্মধ্যে আপনাদের মূল ধনে কুলায়, এরূপ কতক গুলিকে আনিয়া, তাহাদের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয় যে, তোমাদের সম্বৎসর সংসার খরচে যে, ধান, কাপড়, লবণ, তৈল প্রভৃতি লাগিবে, এবং খাজনা যাহা লাগিবে—সমস্তই আমরা নিজ হাতে করিয়া, যত্ন পূর্ব্বক প্রদান করিব। তোমাদের জমিদারী সরকারি বা

গভর্ণমেণ্টের আদালতে যে কোন মামলা মোকর্দ্দমা হইবে, নূতন কোন কর বা চাঁদা বসিলে, আমরা নিজে তাহা দিব। তোমাদের লাঙ্গলের গরু আমরা কিনিয়া দিব—কিন্তু আমরা যে জমিতে, যে অবস্থায়, যে দ্রব্য বুনিতে বলিব, তাহাই বুনিবে—এবং যখন যে রূপে চাষ আবাদ করিতে বলিব, তাহাই করিবে। আমাদের নিকট হইতে, তোমরা যে ধান লইবে, মহাজনকে যেমন আসল ধানের দেড়া দাও—তেমনি দিবে, আর টাকার স্থদ মহাজনকে যেমন দিয়া থাক, তেমনি দিবে। তবে মহাজন যেমন আজীবন ধানের দেড়া ও টাকার স্থদ এবং বাড়ির বাড়ি ও স্থদের স্থদ চালান, আমাদের এখানে তেমন দিতে হইবে না। প্রথম বারে আমাকে ধানের দেড়া দিয়া যদি আসল ধান বাকি থাকে, তবে দ্বিতীয় বৎসরে ঐ আসলের সহায়—তৃতীয় বৎসরে বাড়ি বন্ধ। টাকার আসল বাকি থাকিলে যে হারে স্থদ থাকিবে, দ্বিতীয় বৎসরে তাহার অর্দ্ধেক—তৃতীয় বৎসরে স্থদ বন্ধ।

কৃষকগণের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করিলে, কৃষকেরা সহজেই তাহাতে স্বীকৃত হইবে, তাহারা যাহা করে, তৎসমস্তই জমিদার মহাজন, এবং জমিদার ও মহাজনের—কর্ম্মচারীদিগকে দিতেই উড়িয়া যায়। অধিকন্তু সময়ে সময়ে তাহাদিগকে জমিদারের বাড়ির কাজ কর্ম্ম উপলক্ষে চাঁদা দিতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

এইরূপে তাহারা স্বীকৃত হইলে, তাহাদিগের দ্বারা এই মর্ম্মে এক এক খান একরার নামা লেখাইয়া রেজেষ্টরী করিয়া লইতে হয়। যথা,—

"আমি আপনাদের নিকট আমার সম্বৎসরের সংসার খরচা ও গরু ক্রয় এবং সংসারের যতকিছু খরচ লাগিবে, তৎসমস্তই লইব। কিন্তু আমি, এই একরার নামার দ্বারায় একরার করিতেছি যে, আমি আপনাদের বিনানুমতিতে এবং বিনা অভিপ্রায়ে আমার আবাদ সম্বন্ধে কোন প্রকার আবাদ কিছু করিব না। গরু বাছুর বা জমাজমি কিম্বা স্থাবর অস্থাবর কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিব না। আমার আবাদের উৎপত্তি সমস্ত দ্রব্যই আপনাদের এখানে আনিয়া দিব। আপনাদের সমস্ত পাওনা বুঝিয়া লইয়া, যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা আমাকে আপনারা দিবেন। যদি আমার আবাদের উৎপন্ন দ্রব্যে আপনাদের দেনা পরিশোধ না হয়, তবে অন্য প্রকারে দিতে বাধ্য হইব। আপনারা আমাকে যাহা কর্জ্জ দিবেন, তাহা আপনাদের

প্রদত্ত সহী মোহর যুক্ত আমার হাত চিঠায় তুলিয়া লইব। হাত চিঠার লিখিত টাকা বা ধান্য ফসল আমার কর্জ্জ বলিয়া গন্য হইবে। হাত চিঠার টাকা বা ধানের কমিবেশী বলিয়া আপত্য করিলে, তাহা না মঞ্জুর হইবে। ঈশ্বর না করুণ যদি আমার দেনার বাবদ আপনাদের নালিশ করিতে হয়, তবে অদ্য হইতে আমি আমার কর্জ্জ বাবদ যে টাকা ও ধান্য লইতে থাকিলাম, তাহার জন্য আপনারা যে আপনার ফারমের মোহর ও ম্যানেজারের দত্ত হাত চিঠা দিলেন, তাহা আদালতে দাখিল করিব। হাত চিঠার ওয়াশীল বাকি ভিন্ন অন্য ওয়াশীল বা বাকি অসত্য করিব না,—করিলেও গ্রাহ্য হইবে না।

অতঃপর ঐ দলিল রেজেষ্টরী করিয়া লইবে। পরে তাহাদিগের সংসারে যথার্থ যে ধান লাগে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া প্রতি সপ্তাহে দিবে। আর তৈল, লবণ, কাপড়, প্রভৃতি যাহা লাগে সপ্তাহ অন্তর তাহা জানিয়া ক্রয় করিয়া দিবে। যখন খাজনার কিস্তী পড়িবে,—ফারমের কৃষক সকলের খাজনার হিসাব করিয়া নিজে জমিদারি কাছারিতে গমন করিয়া গিয়া দাখিলা লইয়া অসিবে। এই দোকানের দ্রব্য খরিদ ও জমিদারের খাজনা কৃষকদিগের যাহা যথার্থ লাগে উহারা প্রায় তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দিয়া থাকে। শিক্ষিত লোকের হাত হইলে উহারা তাহা অবশ্য বাঁচিয়া যাইবে। আর সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলে, নিশ্চয়ই তাহারা দেনার দায় হইতে রক্ষা পাইবে। এতদ্দেশীয় কৃষকেরা যে পরিমাণে উপার্জ্জন করে, যদি সকলে মিলিয়া তাহাদের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া, না খাইত—নিশ্চয়ই তাহাদের এত দুঃখ-দুর্দ্দশা থাকিত না।

তাহার পরে, যেরূপে আবাদ করিতে হইবে, ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য যে জমিতে যেরূপে সার প্রভৃতি দিতে হয়,—তাহা দেখাইয়া দিবে। সুপক্ক বিজাদি ভাল দেখিয়া সংগ্রহ করিয়া দিবে,—আর যে গুলি লাভকর ব্যবসা, তাহা আবাদ করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দিবে।

তাহাদিগের শস্যাদি হইলে, ধান ধানের বাবদে লইবে আর অন্যান্য শস্যাদি তৎপ্রদেশ চলিত দরে ক্রয় করিবে। সকলের শস্য একত্রে মজুদ হইলে, তোমরা কলিকাতায় চালান দিয়া, তাহা হইতেও দশ টাকা লাভ পাইতে পার। কৃষকদিগের সহিত প্রতি তিন মাসে হিসাব পরিস্কার করিবে।

এবং প্রতি খন্দের সময়, তাহাদের দেনা দিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে—তবে তাহাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দিবে, এবং স্থায়ী জিনিষ কিছু করিতে বলিয়া দিবে, যাহাতে তাহারা এক বৎসর অজন্মা হইলেও, দাঁড়াইতে পারে। অথবা তাহাদের ঐ টাকা শতকরা ।✓০ পাঁচ আনা সুদে, তোমাদের ফারমেই তাহার নামে জমা করিয়া রাখিবে।

এরূপ করিলে, নিশ্চয়ই কৃষকের দুঃখময় জীবনে সুখের নিহার আপতিত হইবে, আর তোমাদেরও ব্যবসার নিশ্চয়ই উন্নতি হইবে। প্রথমে দু চা'র কৃষক ইহাতে সম্মত হইতে অসুবিধা বুঝিতে পারে, কিন্তু যখন দশ পাঁচ জনের ইহাতে অবস্থার উন্নতি হইতেছে, দেখিতে পাইবে;—তখন দলে দলে আসিয়া তোমাদের ফারমের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

কৃষকদিগকে যে হাত চিঠা দিতে হইবে, তাহার নমুনা এইরূপ ;—

ফারমের মোহরের আদর্শ।

S.Bhattacharya and Co.
Anantapur
KrishiBaithaka Thana Jiban nagar
Ditstrict, Nadia.

হিসাব শ্রীআহাদমণ্ডল
পিতার নাম মৃত গোপাল মণ্ডল
সাকিন গোপালপুর
থানা জীবন নগর, জেলা নদিয়া।

ওয়াশীল————	বাকী————
	৩রা বৈশাখ——
৩১শে আষাঢ়——	শুঃ——খোদ——
বোরো ধান্য——	ভোজ ধান্য——
১/০	।✓০ সাত পালি

লবণ তৈল প্রভৃতির
জন্য দোকান দেনা বাবদ

৵০

সাদা থানের কাপড়
১ এক জোড়া——

১।৵০

রাখালের চৈত্রমাসের
বেতন বাবদ
নগদ

।৵০

মোট ২।/০

ইহার নিচে প্রতি তিন মাসে দেনা পাওনার হিসাব করিয়া জমা খরচ করিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। তদ্ভিন্ন এই ব্যবসার জন্য আর তিনটী হিসাবের খাতা প্রস্তুত করিতে হয়। একটা খতিয়ান, একটা রোকড় ও একটা জার্দা জমা খরচ। তদ্ভিন্ন কৃষকের হাত চিঠার এক খানা নকল বহি। আর আয় ব্যয়ের একটা মোট জুমলা বহি। এ সকলের আদর্শ অন্যান্য ব্যবসার মধ্যে দেখিতে পাইবে।

এই ব্যবসার লাভালাভের মোটামুটি একটা হিসাব।

মূলধন পাঁচ হাজার টাকা।

ব্যবসায়ের ব্যয়—

ধান্য খরিদ

৩০০০৲

নগদ দাদন

১৫০০৲

ব্যবসায়ের
গৃহাদি নির্ম্মাণজন্য

ব্যয়——

২০০৲
এক বৎসরে একজন
কয়ালদার
অর্থাৎ চাকরের বেতন
মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা
হিসাব

৬০৲
তৈল তামাক প্রভৃতি
কার্য্যালয়ের বার্ষিক ব্যয়

২৫৲
একজন মুহুরীর
বার্ষিক বেতন
মাসিক ৮৲ আট
টাকার হিসাবে

৯৬৲
বার্ষিক আয়——
ধানের দেড়া ; এই হিসাব——

৪৫০০৲

শতকরা কৃষকেরা ৷১০ আধ আনা সুদ দিয়া, টাকা কর্জ্জ করিয়া থাকে। আড়াই টাকা শতকরা হিসাব ধরিলেও বার্ষিক সুদ সমেৎ।

১৯৫০৲

মোট—৬৪৫০৲
সাবেক তহবিলে
উদ্বৃত্ত ছিল——
১১৯

মোট—৬৫৬৯
মূলধন বাদে লাভ————
১৫৬৯

আড়াই শত করিয়া টাকা দিয়া, মূলধন মজুত রাখিয়া, কোন পরিশ্রম না করিয়া, প্রথম বৎসরে লাভ অন্ততঃ প্রতি অংশে পচাত্তর টাকা করিয়া হইতে পারে, দ্বিতীয় বৎসরে ইহা হইতে অনেক বেশী হয়, কারণ, গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য যে, দুই শত টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহা এবার আর পড়িবে না। সেটাত লাভের উপর থাকিবে অধিকন্তু সেই টাকা দিয়া ধান কিনিয়া দাদন করিলে, আর লাভ হয়। ফলতঃ একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া, এ কার্য্য চালাইতে পারিলে, নিজেরও লাভ আছে, আর দেশেরও অনেক উপকার করা যায় এববং ভারতের দুর্ভিক্ষ ঘুচাইবার উপায় হয়।

এ ব্যবসা চাকুরে, জমিদার, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেই করিতে পারেন। একটু বড় গোছের করিয়া করিলে, ইহাতে কিছু সুফল বেশি হইবার সম্ভাবনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৃষি কথা।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা বলা হইল, তাহা যৌথ কারবারের মত উন্নত প্রণালীর। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক যুবক নিজে লাঙ্গল করিয়া কৃষিকার্য্য করিলে, যাহা লাভ করিতে পারেন, তাহাতে তাহাদিগকে আর দশ পনর টাকার চাকুরীর জন্য আজীবন তোষামোদ করিয়া কাটাইতে হয় না।

গল্প নহে—সত্য ঘটনা। ছয় কি সাত বৎসর গত হইল, আমাদের ছাপাখানায় একটি যুবক চাকুরীর প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। অন্য কোন কাজ নাই শুনিয়া, সে কম্পোজ শিখিতে আরম্ভ করে, পনর রোজ করিয়া; কিন্তু তৎপরে আর আসিল না। সেই পর্য্যন্ত আর তাহার কোন খোঁজ খবর জানি না।

বিগত বৎসর শ্রাবণ মাসে বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে কোন গ্রাম হইতে আসিতেছি। পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইয়া গেল, আকাশ গাঢ়মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া

উঠিল,—এ সময় পথ চলা কর্ত্তব্য নহে, স্থির করিয়া নিকটস্থ গৃহে উপস্থিত হইলাম। একটা দোকানে উঠিয়া থাকিবার স্থান প্রার্থনা করায়, দোকানী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

সেখানে কয়েকটি যুবক বসিয়াছিল. তন্মধ্য হইতে একটি যুবক আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—আপনার নাম অমুক বাবু নহে? আমি তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম—হাঁ,—তোমার যেন আমি কোথায় দেখিযাছি বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু ভাল চিনিতে পারিতেছি না।

সে তাহার পরিচয় দিল। বলিল, ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে আমি আপনার ছাপাখানায় কাজ শিখিতে গিয়াছিলাম। সে আমাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতে লাগিল,—এবং দোকানে থাকিলে বিশেষ কষ্ট হইবে. এবং আপনার স্থান হইলেও লোকজন কোথায় থাকিবে, বিশেসতঃ জল আসিতেছে, জল হইলে, ঘোড়াটি ভিজিয়া যথেষ্ট কষ্ট পাইবে,—আমার বাড়ী নিকটেই, দয়া করিয়া সেখানে চলুন।

প্রথম যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, যে প্রেসে কম্পোজিটারী করিতে গিয়াছিল, এত লোকজন লইয়া এ রাত্রে তাহার বাড়ী উপস্থিত হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু অভাবে লোকের কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না, তাহার বাড়ি গমন করিলাম।

বাড়ী গিয়া দেখি—কতকগুলি বড় বড় ঘর—গোয়াল চারি পাঁচখানা—গোয়ালের মধ্যে গরু পূর্ণ। একটা ঘরে একটা বড় ঘোড়া বাঁধা আছে। একখানা দৌড় লম্বা খোলা ঘরে—দশ বার জন কৃষক বসিয়া ধূমপান করিতেছে, নানাবিধ গল্প গুজব করিতেছে। বাড়ীর সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ প্রায় পঁচিশটি ধান্য রাখিবার গোলা।

আহারাদির পর—সে আমার নিকট জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাহার অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ পরিচয় দিয়াছিল, তাহা এইরূপ,—

"আপনাদের প্রেসে যখন গিয়াছিলাম, তখন আমার মাতা ভিন্ন আর কেহই ছিলনা। কিন্তু এমন সংস্থান ছিলনা যে, কোন রকমে মা ও আমার ভরণ পোষণ চলে। তাই চাকুরী করিতে গিয়াছিলাম। অন্যান্য অনেকস্থানে নিরাশ হইয়া, শেষ আপনাদের ওখানে যাই—কিন্তু সে কার্য্যে আমার নিতান্ত অসুখ বোধ হওয়ায় আপনাদিগকে না বলিয়াই চলিয়া আসিলাম।

অন্যান্য অসুখের মধ্যে প্রধান অসুখ আহারের। বাড়ী আসিলাম বটে, কিন্তু দিন আর চলে না। শেষ আমাদের যে পৈত্রিক চারি বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, তাহাই ৫০৲ পঞ্চাশটি টাকায় বিক্রয় করিয়া ৩০৲ ত্রিশ টাকা দিয়া দুইটা গরু কিনিলাম—আর একজন লোক রাখিলাম। তার বেতন মাসিক ৩৲ তিন টাকা। খেতে দিতে হয় না—বন্দোবস্ত ধানের সময় আড়ি (আন্দাজ দুই মন) ধান দিতে হইবে।

তখন চৈত্রমাস ভিক্ষা করিয়া লোকের আবাদ হইতে এক আধ বিঘা করিয়া, লাল জমি চাহিয়া লইয়া, ধানের বীজ কর্জ্জ করিয়া বৈশাখমাসে আশু-ধান বুনাইলাম আসাঢ়মাসে রোয়াধানের ও আবাদ করিলাম, নিজে যতদূর পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা করিতে লাগিলাম। গাছে পাতে ধানও বেশ হ'ল—কিন্তু "লাভের তরে রবি চাষ, ভাদ্রমাসে নৈরাশ" ধান যখন বাইল ছাড়িল—রোয়াধান কষাড়ের মত হইয়া উঠিল—সেই সময় বন্যা আসিয়া একেবারে ছয়লাপ করিয়া দিয়া গেল।—কিছু নাই। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম। ধানের বীজে, জমির খাজানায়, কৃষকের বেতনে আমার প্রায় পঞ্চাশটি টাকা ঋণ হইয়া পড়িয়াছিল।—পূর্ব্বে আমাকে কেহ ঋণ দিত না বটে, কিন্তু আমাদের দেশে যাহার লাঙ্গল গরু আছে, তাহাকে ঋণ দিতে কেহ আপত্য করে না।

আমি নিরাশ্রয়ে পড়িয়া নিতান্ত কাতর হইলাম—চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলাম। উপায় কি? শেষ সাহসে ভর করিয়া,—হৃদয়ে বল সংগ্রহ করিয়া, আবার কর্জ্জ করিয়া, চাষ আরম্ভ করিলাম। খন্দে বেশ লাভ হইল,—বন্যা ডোবা জমিতে বেশ খন্দ হইল। সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া, প্রায় দুই শত টাকা লাভ পাইলাম। ঈশ্বর ইচ্ছায়, সেবারে ধানও যাহা হইল,—তাহাতে আমার সম্বৎসরের খরচ চলিয়া অনেকগুলি মজুদ হইল,—যাহা মজুদ হইল, তাহা ঘর কয়েক কৃষকদিগকে দাদন করিলাম—পর বার তাহার দেড়া আদায় হইল। লাঙ্গলও ক্রমে দুইখান হইতে এখন দশখানা করিয়াছি, আর ধান দাদনের আসামী এ গ্রামশুদ্ধ সমস্ত কৃষকই আমার। ধান যাহা মজুদ হইয়াছে, তাহার মূল্য প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। আর এযাবৎ ধান খন্দাদি বিক্রয় করিয়া নগদে প্রায় ৫।৬ হাজার করিয়াছিলাম,—কিন্তু বিবাহ করিতে ও বাড়ি করিব বলিয়া, কিছু ইট পুড়াইয়াছি, তাহাবাদে

প্রায় হাজার দুই টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তবে এবারে যেরূপ ধানের অবস্থা তাহাতে টাকাটা উঠিতে পারে।”

এই পাঁচ ছয় বৎসর যদি ঐ যুবক প্রেসে বা যে কোন স্থানেই হউক চাকুরী করিত, নিশ্চয়ই সে নিজের উদর পূরণোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতেও পারিত কি না—সন্দেহ। আর সামান্য পুঁজিতে, অতি অল্পদিনের মধ্যে সে যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই সুখের। আর তাহার জীবন স্বাধীন ও শান্তিময়। তাহার সুখ ও শান্তি দেখিয়া—আমারও ইচ্ছা করিতে লাগিল, প্রতপ্ত আলোকাধারের উপর উপুড় হইয়া, এই কাপী লিখিয়া জীবন না কাটাইয়া, ঐরূপ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা জমির কোলে কোলে বেড়াইয়া বেড়াই। আর বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাই। আশা করি, আমাদের সমস্ত যুবক ভ্রাতা ঐ যুবকের মত সুখে দিন কাটাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধানের চাষ।

বঙ্গদেশের প্রধান খাদ্যই চাউল। কাজেই ধানের চাষ একরূপ এতদ্দেশের প্রধান চাষ।

সমগ্র বঙ্গদেশে প্রধাণতঃ পাঁচ প্রকারের ধানের আবাদ হইয়া থাকে। আশু বা আউশ, হৈমন্তিক বা আমন, বোরো ও বিলজলি এবং রোয়া।

আউশ।

সাধারণতঃ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে যে জমিতে রবিখন্দের আবাদ থাকে, উহা মাঘ ফাল্গুনমাসে উঠাইয়া লইয়া, পুনরায় তাহা চাষ করিয়া তাহাতে বীজ ছড়াইয়া, এই ধান্য চৈত্রমাসের শেষে অথবা বৈশাখমাসে বপন করিতে হয়। প্রতি বিঘাতে বেশী ৮০ আশীর ওজনের ২৪৷২৫ সের বীজ বুনিতে হয়,—বীজ বুনিবার পূর্ব্বে ঐ সকল জমির উর্ব্বরতা সম্পাদন

জন্য অনেকে গোবরের সার দিয়া থাকে—কিন্তু তাহাতে প্রথম বৎসরে ধান আদৌ ভাল হয় না। কারণ গোবরের সার গোবর পচিয়া মাটির সহিত না মিশ্রিত হইলে হয় না। যে জমিতে গোবরের সার দেওয়া হয়, তাহা একটা বর্ষা না পাইলে, শস্য উৎপাদনের উপযুক্তই হয় না। এ দিকে ফাল্গুনমাসে সার দিয়া, চৈত্রমাসেই ধান বুনিতে হয়, বর্ষা না আসিতেই ধানের গাছ হয়। আউশ ধানের জমিতে হাড়ের গুড়ার সার খুব উৎকৃষ্ট। ইহার খরচাও খুব কম হয়। প্রতি বিঘাতে আধমোণ সারই যথেষ্ট বাজারে দর ৭৲ টাকা হিসাবে ৩॥০ টাকা। আর ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইলে, ১ কি ১॥০ টাকায় হইতে পারে।

হাড়ের সার প্রস্তুতের উপায়।

যে কোন মৃত জন্তুর হাড়ের সূক্ষ্মগুড়া ৩ ভাগ এবং কলিচূণ ১ ভাগ আর কলিচুণের অৰ্দ্ধেক ভাগ খইল।

এতদ্ভিন্ন নীলপাতার সার ও মন্দ নহে। তার পর নদীতে যে সকল শৈবাল জন্মে, তাহা তুলিয়া বাড়ীর তফাতে একটা খুব বড় গৰ্ত্ত কাটিয়া, তাহার উপরে বেশ করিয়া ঘরের মত চাল দিবে—সেই গর্ত্তের মধ্যে শৈবাল ফেলিয়া রাখিবে—মধ্যে মধ্যে তাহার উপর দুই এক বিন্দু খইল ও চুণ ফেলিয়া দিবে। এইরূপে এক বৎসর রাখিয়া, পরে জমিতে দিলেও জমির উৎপাদিকা শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। আউশ ধান্যের পক্ষে এই কয়টি সারই যথেষ্ট উপকারী। আউশধানের চারা বাহির হইলেই "সারিচিটে" দিতে হয়—তাহাতে উহার গোড়া শ্লথ এবং আবর্জ্জনা নষ্ট করে। তাহার পরে, নিড়নি দিয়া—ঘাসাদি মুক্ত করিয়া দিতে হয়। আউশের জন্য যথেষ্ট বর্ষার প্রয়োজন হয় না। আউশধানের গাছের গা ভিজা জল থাকিলেই ধান হয়। এই ধান শ্রাবণের শেষ হইতে ভাদ্রমাসের মধ্যেই পাকিয়া উঠে।

আউশধানের মোটামুটি লাভের হিসাব।

এক বিঘা জমির খাজনা

লাঙ্গল খরচ

সারিবিদ প্রভৃতি

নিড়ান খরচ প্রভৃতি	॥॰
কাটাই ও মাড়াই খরচাদি	॥॰
সার	২৲
বীজ	॥॰
মোট	৭৲

উপযুক্ত প্রকারে ধানের আবাদ করিলে কিছু না হইলে ও অন্ততঃ ১৯।২০ কুড়ি মনের ধ্বংশ নাই। তদ্ভিন্ন ঐ জমির বার্ষিকী খাজনা শোধ এবং সার দেওয়া থাকিল, সামান্য এক টাকার লাঙ্গল ও ॥॰ আনার বীজ খরচ করিলেই রবিশস্যে আবার কোন্ ২০।২৫ টাকার জিনিস না হয়। আমার মতে অন্যান্য ধান্যাপেক্ষা আউশের ধানের চাষই বেশ লাভ জনক, আর সামান্য বর্ষাতেই হয়। বর্ষা হইল না, বলিয়া একবারে লোকসান হয় না— কিছু না কিছু হয়ই আর খন্দও একটা পাওয়া যায়। তবে যে, লোক আমনের আবাদ অত যত্নের সহিত করে, তাহার প্রধান কারণ,—জলা ভূমিতে উহা হয়। আগে হইতে উহার খরচা কম। আর আমনের চাউল সুখাদ্য আশ চাউলের অন্ন কিছু শক্ত—দুষ্পাচ্য।

* * * * *

হৈমন্তিক বা আমন।

ইহাও ঐ আশ ধানের সঙ্গেই বুনিতে হয়। কিন্তু জলা ভূমি ভিন্ন আমন ধান হয় না। আমন জমির পাইকরা সম্বন্ধে বিশেষত্ব কিছুই নাই— দুই এক বৎসর অন্তর কোপাইয়া একটু চূণ ছড়াইয়া দিলেই হয়। আর গোবরের সার আমন ধানের পক্ষে বেশ উপকারী। জলার ভূমির মধ্যে পড়িয়া একটা বর্ষায় বেশ করিয়া পচিয়া ধানের উপকার করে যেবার বর্ষা ভাল হয়, সেবার আমন ধান বেশ হয়। মোটের উপর বঙ্গদেশে আউশাপেক্ষা আমনের আবাদ বেশি। আমনের জমি একবার নিড়াইলে ভাল হয়, স্থান বিশেষে দরকার ও হয় না।

তালিকা।

জমীর খাজনা	১৲
লাঙ্গল ইত্যাদি	॥॰

বীজ	॥০
সারত্ত কোপান বাৰ্ষিকী	॥০
গড়পড়তা	॥০
কাটাই ইত্যাদি	———
	৩৲

এক বিঘা জমীতে আমন ধান ২০।২৪ মোণ হয়—ইহা সাধারণ।

*　　*　　*　　*　　*

বোরোধান।

বোরো ধান পূর্ব্বাঞ্চলেই জন্মিয়া থাকে। এই ধানের চাউলের অন্ন খাইতে নিতান্ত স্বাদহীন। ইহার বপন প্রণালী আউস ধানের মতই প্রায়। তবে ইহা ফাগুন মাসের শেষে বুনিতে হয়। আষাঢ় মাসেই প্রায় বোরো পাকে।

*　　*　　*　　*　　*

বিলজলি।

এই ধানের দানা প্রায় গোলাকার। সুতরাং চাউলও গোলাকার। এই চাউলের অন্ন রন্ধন করিলে, গন্ধে চারিদিক মাতিয়া উঠে—কিন্তু আহারে স্বাদহীন। এই ধান জলাভূমিতে জন্মিয়া থাকে, ইহার বপন প্রণালী নিম্ন লিখিত রোয়া ধানের বপন প্রণালীর ন্যায় ফসলাদিও সেইরূপ।

*　　*　　*　　*　　*

রোয়া ধান।

রোয়া ধানের আবাদ করিতে হইলে, আউশ ও আমন ধান যে সময়ে মাঠের জমিতে বপন করিতে হয়, সেই সময় বাড়ির নিকট ভাল জমিতে হলকর্ষণ করিয়া, খুব ঘন করিয়া বীজ বুনিয়া রাখিতে হয়। ঐ বীজ হইতে ঠেশা ঠেশি মিশা মিশি রকমে ধানের গাছ জন্মিয়া থাকে।

যে জমীতে রোয়া রোপণ করিতে হইবে, অন্যান্য জমির ন্যায়, তাহাও হলদ্বারা কর্ষন করিয়া, ফেলিয়া রাখিতে হয়। পরে আষাঢ় মাসে সেই জমীতে জল বাধিলে, তাহা হলদ্বারা কর্ষণ করিয়া খুব পাঁক করিয়া ফেলিতে

হয়। তৎপরে সেই কাদার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ধানের চারা আনিয়া আধ হাত অন্তর এক একটি কাটি দ্বারা গর্ত্ত করিয়া তিন চারিটি করিয়া চারা পুঁতিতে হয়। এই জমির চারি দিকের আইল বেশ উচু করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। জলই এই ধানের প্রধান উপায়। যে বার বর্ষা ভাল না হয়, সেবার এধান হয় না। তবে যেখানে জোয়ার ভাঁটায় জলে প্লাবিত ও শুষ্ক হয়, সেখানে উপর বর্ষার বড় প্রয়োজন হয় না। নদীমাতৃক দেশেই কিছু রোয়া ধানের আবাদ অধিক।

আমনের আয়ের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, রোয়া তাহা হইতে আর অনেক অধিক। আর ইহার গাছে যে বিচালী হয়—তাহা গরুর উৎকৃষ্ট খাদ্য সেজন্য তাহারও মূল্য অধিক। প্রতি বিঘা রোয়ার জমীতে যে বিচালী হয়, গড় পড়তায় তাহার মূল্য ৭।৮ টাকার কম নহে।

ফলতঃ যত্ন করিয়া, ধানের আবাদ করিতে পারিলে, লাভ যথেষ্ট হয়। তবে পরিশ্রম ও প্রতিভা উভয়কেই সমান ভাবে খাটান চাই। নতুবা জমীকরা হইল,—আর সে দিকে চাহিলাম না—নেকনজরে একবার দেখিলাম না। ধান হবে কেন? অনেকদিন হইল,—পরম বিদুষী খনা বলিয়া গিয়াছেন,—

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি,
তার অর্দ্ধেক কাঁদে ছাতি।
ঘরে বোসে পুছে বাত,
তার ঘরে হা ভাত।"

এইগুলি স্মরণ করিয়া চাষ আরম্ভ কর। ধানের জন্মভূমি ভারতে ধান চালে এত অভাব। কেবল আমাদের পর পদ সেবাভিলাষের বিষময় ফল ভিন্নত আর কিছুই নহে। এখন একবার ঐ তুচ্ছ পরিত্যাগ করিয়া—নিজের ও দেশের দুর্দ্দশা বিদূরিত করিতে চেষ্টা কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রবিশস্য।

কতকগুলি শস্য বপন প্রণালী দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়। এক ছিটা,—অপর বুনানী। ছিটা বুনিবার প্রণালী এইরূপ,—আউশধান গাছ কাটিয়া লইলে, জমিতে যে ধান গাছের গোড়া থাকে, তাহা তুলিয়া ফেলিতে হয় না।

জমিতে যদি জল বাঁধিয়া থাকে, তবে যত দিন জল না শুকাইয়া যায়, তত দিন অপেক্ষা করিতে হয়। জল শুকাইয়া গেলে যখন ঐ জমি বেশ সেঁৎ-সেতে মত সিক্তথাকে, তখন উহাতে বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। যে—সকল ধান গাছের গোড়া জমিতে থাকে, তাহা তুলিয়া ফেলা অকর্ত্তব্য এই জন্য যে, ঐ গুলা থাকায় ছড়ান বীজ পক্ষী বা পতঙ্গ... ...ইয়া ফেলিতে পারে না,—অধিকন্তু ঐ সকল জমীতে পচিয়া সার হয়। এই প্রকারে শস্য বুনিয়া, আর কিছুই করিতে হয় না। তবে গাছ হইলে, যদি তাহা নিতান্ত ঘন হয়, তবে স্থান বিশেষে যদি ঘন হয়, তবে মধ্যে মধ্যে বাছিয়া কিছু কিছু তুলিয়া দেওয়া উচিৎ। কেন না, এরূপ হইলে, ফসলের হানি হয়।

আর যাহা বুনানী করিতে হয়, তাহার প্রণালী এইরূপ—পূর্ব্বোক্ত ছিটা বুনানির কথা যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল যে সকল জমিতে বন্যা বা বর্ষার জল বাধে তাহাতেই হয়;—আর যে সকল জমিতে জল বাধেনা, তাহাতে এই "বুনানি খাদ" হয়। ধান কাটিয়াই জমি চষিতে আরম্ভ করিতে হয়। জমি বেশ চাষ হইলে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রবিশস্য বিশেষে বুনিতে হয়। শস্যের জমিতে সার দিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না।

কলাই, মশুরী, খেসারী প্রভৃতি কাঁটুরা খন্দ "গুলিই ছিটাবুনা যায়—সরিষা তিসি প্রভৃতি কেবল বুনিতে হয়। রবিশস্য সমস্তেরই বপন প্রণালী বিশেষ রূপে লেখা যাইতেছে।

সরিষা।

সরিষার আবাদ বেশ লাভ জনক। কৃষকের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে "সরিষার কাঠায় মোহর"।

সরিষা সেই জমিতে বপন করিতে হয়, যে জমিতে কিছু দিনের জন্য জল না বাঁধিয়া ছিল। জল বাঁধা জমিতে সরিষা বপন করিলে, আদৌ সরিষা হয় না। গ্রামের মধ্যে বহুদিনের পতিত জমিতে এবং ভিটামাটিতে সরিষা কিছু ভাল হয়। সরিষা তিন প্রকারের আছে। তাহাদের নাম রাই, শ্বেতী ও মাঘী। এই তিন জাতির সরিষার আবার জমিগত অনেকটা পার্থক্য আছে, কিন্তু বপন প্রণালী একই প্রকারের।

রাই।

রাই সরিষার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক। এই রাই সরিষা দোয়াঁশালা মাটিতেই কিছু ভাল হয়, নদীর চরেও ইহা বেশ হয়। এই সরিষার জন্য জমির ভাল চাষের আবশ্যক হয় না;—যেমন তেমন করিয়া জমিটা একটু [illegible] তাহাতে ইহা বুনিলেই হয়। পূর্ব্বাঞ্চলের কৃষকগণ হৈমন্তিক ধান্য [illegible] সেই জমিতে এই রাইসরিষা বপন করিয়া থাকে। এই সরিষা ফাল্গুণ মাসে পাকে, ইহাতে আর কোন তদ্বির বা খরচাদি করিতে হয় না। ফল পাকিলে গাছ কাটিয়া আনিয়া, শুষ্ক করতঃ ঝাড়িয়া লইলেই হয়। প্রতি বিঘা জমিতে এই রাই সরিষা দুই সের বীজ বুনিতে হয়। এক বিঘা জমিতে ১১।১২ মণ শস্য ফলে।

ইহার লাভালাভ দেখানই নিষ্প্রোয়জন। খরচের মধ্যে দুইসের বীজ, আর আনা আষ্টেকের জোন। জমির খাজনাত তোমার, ধানের হিসাবেই ধরা হইয়াছে,—আর ১১।১২ মোণ রাই সরিষার দাম গড় পড়তার ন্যূন কল্পে ৪৲ চারিটাকা হিসাবেও মণ ধরিলে, কত হয়, দেখ।

মাঘী।

মাঘী সরিষার জমিই গ্রাম্য, অথবা দোঁয়াশ হওয়া চাই। এই জমিতে কিছু সার দেওয়ার প্রয়োজন। এতদর্থে গো বা মহিষের বিষ্ঠার সারই উপযুক্ত।

সার দিয়া জমি চষিয়া, যখন জমি উপযুক্ত এবং পরিষ্কার হইবে, তখন তাহাতে—আশ্বিনের শেষে, এই সরিসা প্রতি বিঘাতে তিনসের হিসাবে বীজ বপন করিবে। রাই যেমন পাতলা হইলেই ভাল হয়, ইহা তাহা নহে, এ সরিষা বেশ ঘন হওয়া চাই খনা বলিয়াছেন "ঘন সরিষা, পাতলা রাই" বাস্তবিকই তাহা ঠিক্, নতুবা ফসল ভাল হয় না। এই সরিষার মধ্যে মুগ বুনিতে পারিলে, আরও ভাল হয়। উভয় খন্দই বেশ হয়। এক সময়েই উভয় দ্রব্য বুনিতে হয়। তদর্থে ঐ সরিষার বীজের মধ্যে আধসের আন্দাজ মুগের বীজ মিশাইয়া বুনিলেই হয়। এই সরিষা মাঘ মাসে পাকে সরিষা তুলিয়া লইলে, মুগের গাছ গুলি থাকিয়া যায়। সরিষার গাছ তুলিতেও সুবিধা খুব। কারণ, মুগের গাছ লতান—আর সরিষার গাছ লম্বা লম্বা খাড়াই।

পরিপক্ক হইলে, তুলিয়া আনিয়া মর্দ্দন করিয়া লইতে হয়। ইহাও গড়ে প্রতি বিঘাতে ১১।১২ মণ ফলিয়া থাকে। দরও প্রতিমণ ৪।৫ টাকায় বিক্রয় হয়।

শ্বেত সরিষা।

শ্বেত সরিষার বপন প্রণালী ঠিক্ মাঘী সরিষার মত। তবে ইহা মাঘী হইতেও কিছু উচ্চ ভুমিতে আবাদ করিতে হয়। ফলন সকল সরিষারই এক প্রকার। তবে উত্তর দেশীয় কোন কোন কৃষকের মুখে শুনিয়াছি, ইহার ফলন অন্যান্য সরিষাপেক্ষা অনেক অধিক। দরেও ইহা কোন সরিষাপেক্ষা কম নহে।

তিল।

এতদ্দেশে তিল দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার কাল বা কৃষ্ণ-তিল, আর এক প্রকার সাদা বা কাট-তিল।

তিলের আবাদ এই প্রকারে করিতে হয়। প্রথমে দেখা কর্ত্তব্য, যে জমিতে তিল বপন করিতে হইবে, তাহা আঁটুলে, কি বালু-মাটি। কারণ, বালু-মাটিতে তিলের গাছ হয় না, হইলেও ফল ধরে না। আরও দেখিতে হইবে যে, তিল বপনের জমি কিছু উচ্চ ও তাহাতে বর্ষার সময় জল না বাঁধে।

এইরূপ জমি আষাঢ় মাসে ভাল করিয়া একবার চষিয়া তাহাতে সারদিয়া

রাখিবে। পরে শ্রাবণ মাস হইতে প্রতি মাসে একবার করিয়া, ঐ জমি কর্ষণ করিবে। তারপর মাঘ মাসের শেষে জমি উত্তমরূপে পাট করিয়া রাখিবে।

বুনিবার সময়,—খণা বলিয়াছেন,—"ফাল্গুনে আট, চৈতের আট, সেই দায়ে কাট।" কথাটা প্রকৃত। ফাল্গুন মাসের ৮।১০ দিন থাকিতে আর চৈত্র মাসের আট দশ দিনের মধ্যে তিল বপন করিলে, সে তিল খুব ভাল হয়। প্রতি বিঘা জমিতে /২ দুই সের পরিমাণ বীজ বপন করিতে হয়। বপনের পর, মইয়ের দ্বারা জমির ঢেলাদি ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। তিলের মধ্যে ঘাস বা অন্যান্য আগাছা জন্মিলে, তাহা তুলিয়া বা নিড়াইয়া দিবে। তিলের জমিতে যেন, কদাচ জল বাধিতে না পায়, জল বাধিলে গাছ মরিয়া যায়। আর তিলের একটা শত্রু আছে—শুঁয়ো পোকা। এই পোকাকে নানা দেশে নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহার আকার দুই তিন ইঞ্চি লম্বা, বেশ গোল গাল। ইহার গায়ে এক প্রকার লোম আছে, তাহাতে হাত বা মনুষ্যাঙ্গ স্পর্শিত হইলে, উহা তৎস্থানে বিঁধিয়া যায় আর অত্যন্ত চুলকায়। এই পোকা তিলের যেমন শত্রু, এমন আর কিছুই নাই। এই পোকা লাগিলে, সমস্ত জমিই নষ্ট করিয়াফেলে এই পোকা অল্প অল্প লাগিতেই যত্ন পূর্ব্বক গাছ হইতে সাবধানে ঝাড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দিবে। আর গাছে, গোবর পোড়া ছাই দিবে। গোবর পোড়া ছাই দেওয়ার গুণ দুইটি-এক শুঁয়ো পোকা নিবারণ করে, আর জমির উর্ব্বরা শক্তির যথেষ্ট বর্দ্ধন করিয়া থাকে তিল যেই পক্ক হয়, সেই কাটিয়া আনিয়া যে স্থলে মাড়িতে হইবে, সেইখানে বেশ করিয়া রাশ দিয়া তদুপরি ধানের পল প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে, দিন কয়েক পরে বাহির করিয়া ঝাড়িয়া লইবে। তিল প্রতি বিঘাতে উর্দ্ধসংখ্যা ১৫।১৬ মণ জন্মে দর কখন ৩॥/০। ৪৲ টাকার কমে প্রতি মণ বিক্রয় হইতে দেখা যায় নাই।

লাভের হিসাব।

খরচ———

একবিঘা জমির খাজনা——

লাঙ্গল ৮ মাসে
১৬ খানা এবং শেষ
মাসে ৮ খানা
মোট দাম——

৩৲

ষাঁড়ের খরচ——

১৲

বীজ /২ সের

।০

নিড়ান কাটাই
প্রভৃতি——

১৲

মোট——

৬।০

এরূপে আবাদ করিলে প্রতি বিঘাতে তিল ১৫।১৬ মণ নিশ্চয়ই জন্মিতে পারে। গড় পড়তায় দশ ধরিলেও এবং দর প্রতি মণের ন্যূন কল্পে ৩॥০ টাকা হিসাবে ধরিলেও ৩৫৲ পঁয়ত্রিশ টাকা হয়। কিন্তু প্রতিবির্ঘাতে আমরা ৪০।৫০৲ টাকা আয় হইতে সচারাচার দেখিয়া থাকি।

* * * * *

নদিয়া, যশোহর, চব্বিশপরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে এই তিল শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে বপন করিয়া থাকে। তাহার জমি ও বপন প্রণালী প্রভৃতি সমস্তই এক প্রকার। কেবল জমিটা চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রস্তুত করিতে ও সার দিতে হয়, আর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে তিল বপন করিতে হয়। এই তিল অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে পাকিয়া থাকে। আর সমস্তই পূর্ব্বোক্ত তিলের ন্যায়।

* * * * *

তিল তৈল স্নিগ্ধ এবং সমধিক গুণ বিশিষ্ট। বৈদ্যেরা এই তিল তৈল

বিবিধ প্রকারের পাক তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। স্নানের সময় এই তৈল মাখিয়া স্নান করিলে, দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। এই তিলের দ্বারা নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ছোলা।

ছোলাকে চনক ও স্থান বিশেষে বুট বলিয়া থাকে। ইহার বপন প্রণালী ও সাধারণ "খাট্‌রা খন্দের মত। জমিতে সার দিয়া উত্তম রূপে চাষ করিয়া, শরৎ কালেই ইহা বপন করিতে হয়। ছোলা বুনিবার আগে, ইহার বীজ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কেননা, ইহার বীজ প্রায়ই নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে ইহার বীজ অতি সাবধানে রক্ষা করিতে হয়। বীজ ভাল না হইলে, আবার গাছ ভাল হয় না, ফলও হয় না। অধিকন্তু বেশী খারাপ হইলে, আদৌ গাছ বাহিরই হয় না। এই বীজ পরীক্ষা করিবার প্রণালী এইরূপ—প্রথমতঃ একটা মানকচুর ডাঁটা লম্বা লম্বি চিরিয়া, ছুরিকা দ্বারা তাহার মধ্যে কিছু গর্ত্ত করিয়া—তাহার আশে পাশে লম্বা লম্বি ভাবে ঘন ঘন চিরিবে। শেষে ঐ গর্ত্তের মধ্যে ছোলার বীজ গোটা কয়েক দিয়া ঐ দুই অর্দ্ধ ডাটা সমান করিয়া পূর্ব্ব মতে চাপিয়া বাঁধিয়া, কোন ছায়া এবং নিভৃত স্থানে রাখিয়া দিবে। ৭।৮ দিন পরে যদি ভাল বীজ হয়, তবে দেখিতে পাইবে, উহার অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে; আর বীজ খারাপ হইলে ছোলা পচিয়া যায় অথচ গাছ বাহির হয় না। গমের বীজ ও এই প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া, জমিতে বপন করিতে হয়।

ছোলার গাছ বাহির হইলে, এবং ঐ গাছে পাতা হইলে, গাছের ডগা (মাথা) দুই তিন বার ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে এই গাছের খুব বড় বড় ঝাড় হয়। এই ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে, খরচ বা আয়াস কিছু মাত্র নাই বঙ্গদেশের অনেক স্থলের লোকই ছোলার এই কচিশাক উপাদেয় বলিয়াই বিবিধ ব্যঞ্জনের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। সাধারণকে তুলিতে দিলেই তাহারা তুলিয়া লইয়া যায়। তবে সাধারণ লোককে তুলিতে দিতে হইলে এই কয়েকটি বিষয়ের বিশেষ তদারক করিতে হয়। প্রথমত—দেখিতে হয়, গাছের ডগা নখ দ্বারা যত্ন পূর্ব্বক না কাটিয়া লইয়া, গাছসমেত উত্তোলন করে কি না। দ্বিতীয় বেশীলোক একবারে যাইয়া, চারা সমস্ত পদদলিত

করিয়া ফেলে কিনা। তৃতীয়—যাহারা শাক তুলিতে যায়, তাহাদের সঙ্গে ছেলে পিলে আছে কিনা ছেলে পিলে সঙ্গে থাকিলে, তাহারা চট্‌কাইয়া, গাছ উপ্‌ড়াইয়া বড় লোকসান করে। এই শাক যত দিন তুলিতে দিবে, তত দিন না ছোলার গাছ বা পাতা মুখে দিলে, লবণাক্ত না লাগে। লবণাক্ত লাগিলেই বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক শাক তোলা বন্ধ করিয়া দিবে।

ফাল্গুণ চৈত্র মাসে ছোলা পাকে। ছোলা পাকিলে, তাহা কাটিয়া রৌদ্রে-শুষ্ক করতঃ মাড়িয়া লইবে। এক বিঘা জমিতে ১০।১১ সের বীজ বপন করিতে হয়। প্রতি বিঘাতে ৩০ মণ পর্য্যন্ত ছোলা জন্মিতে দেখা যায়। প্রতিমণ ছোলা বৎসর বিশেষে গড়ে ২৲ দুই টাকা হিসাবে বিক্রয় হইয়া থাকে, ছোলার গাছ ও খোসা গরুর খাদ্য জন্য বিক্রয় হয়, তাহারও দাম কম নহে।

লাভালাভের হিসাব।

জমির খাজনা ধানে দশ আনা
বাদ প্রতিবিঘা——

।৶০

লাগিল খরচ প্রভৃতি

১॥০

তোলাই মাড়াই প্রভৃতি

১৲

বীজের দাম——

॥০

মোট——

৩।৶০

গড়ে উৎপন্ন ছোলা ২০ মণ ধরিলেও ৪০৲ চল্লিশ টাকা। মায় খোসা প্রভৃতি অন্ততঃ ২৲ দুই টাকা এই বিয়াল্লীশ টাকা। তার উপর লাভ, ঐ চষা জমিতে ধান বুনিবার সময় অধিক চাষ করিতে হয় না।

মুগ।

মুগের দাইল, বঙ্গদেশে সর্ব্বত্রই প্রচলিত ও সুখাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। মুগের দরও অন্যান্য রবিশস্য হইতে অধিক। মুগ বুনিবার প্রণালী ও ক্রম প্রায় কলাইয়ের মত। মুগ বিবিধ জাতিয় আছে—তন্মধ্যে সোণামুগই ভাল।

অড়হর।

অড়হরকে রবিশস্য অনেকে বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, উহা যখন প্রায় এক বৎসরে জন্মে—বর্ষাতেও উহার নিতান্ত প্রয়োজন, তখন উহাকে রবিশস্য না বলাই কর্ত্তব্য। যাহাই হউক, আমরা এই সমস্ত জাতিয় দ্রব্যকেই রবিশস্য এই অধ্যায়ের মধ্যে বিন্যস্ত করিলাম,—ইহাতে আমাদের সুবিধা আছে, কিন্তু পাঠকের সুবিধা অসুবিধা কিছুই নাই,—কারণ তাঁহারা ইহার বপন প্রণালীই শিক্ষা করিবেন মাত্র।

যখন চৈত্র বৈশাখ মাসে আশুধান্য বপন করে, তখন যে ভূমি বেলেমাটি বিশিষ্ট সেই জমিতে ধানের সঙ্গে মিশাইয়া প্রতি বিঘাতে /৫ সের অড়হরের বীজ ছড়াইয়া দিবে। আর সেই জমিতে অন্যান্য জমির অপেক্ষা ধানের বীজ ও খুব কম,—এমন কি অর্দ্ধেক পরিমাণে বুনিবে।

তদনন্তর ধানে যেমন নিড়ান ইত্যাদি দিতে হয়, তাহাই দিবে। ভাদ্র মাসে ঐ আশুধান্য পরিপক্ক হইলে, কাটিয়া লইবে,—অড়হরের গাছগুলি থাকিয়া যাইবে, আর তাহাতে কোন রূপ পরিশ্রম করিতে হইবে না। শেষ পৌষ মাঘ মাসে অড়হরের ফল পরিপক্ক হইলে, গাছ কাটিয়া শুষ্ক করতঃ ঝাড়িয়া লইবে। এই অড়হরের গাছ খুব লম্বা লম্বা হয়—ইহা আলানির জন্য বেশ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

তিসি বা মসিনা।

তিসির আবাদ অত্যন্ত লাভ জনক। তিসি অত্যন্ত আদরে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

তিসি বপনের জমি দোয়াঁস্‌লা হওয়া চাই। বর্ষাকালে ইহার জমি কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিতে হয়। আষাঢ় মাসে প্রথমে চাষ দিয়া, তাহাতে গোবরের কিম্বা হাড়ের সার দিবে। তদনন্তর প্রতি মাসে দুইবার করিয়া

সেই জমি কর্ষণ করিবে। এইরূপে এক বৎসর চাষ করিয়া রাখিবে, দ্বিতীয় বৎসরের আশ্বিন মাসে সেই জমি আবার উত্তম রূপে কর্ষন করিয়া, তাহাতে বীজ বপন করিয়া যখন গাছ বাহির হইবে—তখন তাহাতে যদি আগাছা ইত্যাদি জন্মে তবে তাহা উঠাইয়াদিবে। তিসি মাঘ ফাল্গুন মাসে পরিপক্ক হইয়া থাকে। তিসি পাকিলে কাটিয়া আনিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত মর্দ্দন করিয়া ঝাড়িয়া লইবে, প্রতি বিঘা জমিতে তিসি উর্দ্ধ সংখ্যা ৩০ মন ফলিতে দেখা-যায়। সচরাচর ২০।২২ মন ফলে। প্রতিমন অন্ততঃ চারিটাকা মূল্যের কম কখনই বিক্রয় হয়না।

লাভের হিসাব।

এক বিঘা জমির খাজনা— ২ বৎসরের হিঃ	২৲
বীজ—	৷৹
কর্ষণ খরচ—	৪৲
অন্যান্য খরচ এবং কাটাই মাড়াই—	২৲
মোট—	৮৷৹

আর অন্ততঃ চারি টাকা হিসাবে প্রতিমন বিক্রয় হইলেও এবং উর্দ্ধ সংখ্যার অর্দ্ধেক ফসল ১৪ মন জন্মিলেও ৬০৲ ষাইটটাকা ফসলের দাম। তাহার উপর ইহার গাছ অন্যান্য কার্য্যের জ্বালানি জন্য বিক্রয় হয়, এবং ইহার ফলের খোসা গরুর অত্যন্ত উপকারী এবং উপাদেয় খাদ্য। সুতরং উহাও অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। ফলতঃ গাছ ও ফলের খোষা প্রতি বিঘাতে ৮।১০ টাকার বিক্রয় হয়।

যব।

আশু ধান্য কর্ত্তিত হইলে, সেই জমি উত্তম রূপে কর্ষণ করিবে। হৈমন্তিক মধ্যে যে সকল ধান্য কার্ত্তিক মাসে পরিপক্ক হয়, তাহা কাটিয়া লইয়া সেই জমিতে যব বপন করা যাইতে পারে, সুতরাং তাহারও ধানের গাছ গুলি কাটীয়া লইয়া ঐ প্রকার, ধানের গাছের গোড়াগুলি তুলিয়া ফেলিয়া উত্তম রূপে কর্ষণ করিবে। তৎপরে (মই) দ্বারা ঐ জমীর ঢেলা ভাঙ্গিয়া দিবে আর এই বাঁশুই বা মই দিলে ঢেলাত ভাঙ্গিয়া যাইবে, অধিকন্তু জমিতে যে সকল ধান গাছের গোড়ার অবশিষ্ট বা অন্যান্য আগাছা প্রভৃতি থাকে, তাহা উঠিয়া যায়, আগাছা গুলি উঠিয়া একত্রিত হইলে, উহাকে ফেলিয়া দিবে। তদনন্তর যবের বীজ বপন করিবে বীজ বপনের ৪।৫ দিন মধ্যেই অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। চারা গুলি একটু বড় হইলে, ইহা নিড়াইয়া দিতে হয়। একত্র যদি তিন চারিটি চারা হয়, তবে একটি রাখিয়া বাকি কয়টি তুলিয়া দিতে হইবে—কারণ, এরূপ না করিলে, ফসল ভাল হয় না।

চৈত্র বৈশাখ মাসে যব পাকিয়া থাকে। পাকিলে কর্ত্তন করিয়া আনিয়া একটা পরিষ্কার সমতল ভূমিতে কিম্বা উঠানে এরূপ ভাবে রাখিবে যে বৃষ্টি হইলে, তাহা না ভিজিয়া যায়, কারণ যব ভিজিলে খারাপ হইয়া যায় কাল দাগ ধরে,—তখন আর দামে বিক্রয় হয় না। সচরাচর যব যে দরে বিক্রয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক ও হয় না।

গম।

পৃথিবীর মধ্যে গম যত লোকের উপাদেয় এবং নিত্য ভক্ষ্য বস্তু রূপে ব্যবহৃত হয়, এরূপ আর কোন দ্রব্যই নহে পুর্ব্বকালে ধান্যাপেক্ষা গমের আবাদই অত্যন্ত অধিক হইত। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্ত্তি স্থান সমূহে গমের আবাদ খুবই হইত। আর্য্যগণ যখন ভারতে আগমন করেন তখন হইতেই এতদ্দেশে গমের আবাদের প্রচলন আরম্ভ হয়। রোমের লোকেরা গমকে অতি যত্ন সহকারে বপনাদি করিয়া থাকে।

গম সাত প্রকারের, বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন আব্ হাওয়া ও জমির অবস্থা ভেদে এক এক জাতির গমের আবাদ হইয়া থাকে কিন্তু ঐ মূল সাত জাতি

গম হইতে এখন আবার অনেক প্রকারের গম হইয়াছে। তাহাদের আকৃতি গতে পার্থক্যও নিতান্ত অল্প নহে। কোন কোন প্রকারের গমের শিশ্ আছে, আবার কাহারও নাই, শ্বেত, লাল, হলুদে প্রভৃতি বর্ণও নানা প্রকারের। আজি কালি আমাদের দেশে, দেশী, গঙ্গাজলী, চাম্পাপুরী, জালালীয়া, দুধিয়া, রাঙ্গুলীয়া, কুষ্টিয়া পিসি প্রভৃতি প্রচলিত।

কিঞ্চিৎ রসযুক্ত দোঁয়াস উচ্চ ভূমি বাছিয়া লইবে। গমের জমির চায বার মেসে করিতে হয়। এবং জমিতে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমানে সার দিতে হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ঐ সার দেওয়া বারমেসে চাস জমি আবার উত্তম রূপে চায করিয়া মই বা বাঁশুই তাহার ঐ জমির মাটি সমান করিয়া, আবার লাঙ্গল দ্বারা খুঁড়িয়া তাহাতে বীজ বপন করিবে বীজ বপনের পূর্ব্বে বীজটা পরীক্ষা করিয়া লইবে———

(ছোলার আবাদে দেখ) বীজ বপন করিয়া আবার বাঁশুই দীয়া জমী সমান করিয়া দিবে। বীজ বপন হইলে, একটু সাবধানে থাকিবে, পক্ষিতে যেন জমীর বীজ গুলী খুঁটিয়া না খাইয়া যায়। বিশেষতঃ গমের জমিতে বীজ খাই-বার জন্য শত শত কাক অসিয়া দলে দলে উপস্থিত হয়। ইহাদের গ্রাস হইতে বীজ রক্ষা না করিতে পারিলে, সকল পরিশ্রমই পণ্ড হইবে!

গমের বীজ বপনের পর চারা বাহির হইলে, যদি জমিতে রস না থাকে, তাহা হইলেও আর জল দিবার আবশ্যক করেনা। অধিক জল হইলে গমের ক্ষতি হয়,—বৃষ্টি হইলে জমীতে যদি জল বাধিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে জমির চারিদিকে এরূপ ভাবে নালা করিয়া রাখিতে হয়, যেন জল হইবামাত্র উহা বাহির হইয়া যায়। কার্ত্তিকমাসেই লোকে গম বপন করিয়া থাকে, প্রতি বিঘা জমিতে চারিসের বীজ বপন করিতে হয়।

গমের গাছ যখন চারি পাঁচ অঙ্গুলী পরিমিত হয়, তখন উহা একবার ভেড়া দ্বারা খাওয়ান ভাল। তদর্থে এক বিঘা জমীতে ১৪।১৫ টি ভেড়া ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে সমান ভাবে সকল জমিতে পরিচালিত করিয়া, ২।৩ ঘণ্টাসময়ে খাওয়ান ভাল। এরূপ করিলে, গাছের যে গোড়া গুলি থাকে, তাহা হইতে পাতা গজাইয়া— এক একটা খুব ঝাড় হয়। ঐ গাছ গুলি কিঞ্চিৎ বড় হই-লেই একটা পরিমান কলা গাছ কাটিয়া, তাহার দুই পাশে দড়ি বাঁধিয়া,

গাছের উপর দিয়া টানিয়া লইবে এইরূপ করাকে ডলান বলে। এইরূপ ডলানের ৭।৮ দিবস পরে একবার নিড়াইয়া দিতে হয়।

চৈত্র বৈশাখ মাসে গম পাকিয়া থাকে। গম পাকিলে, কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ মর্দ্দন করিয়া লইতে হয়। গম জলে ভিজিলে খারাপ রংয়ে পরিনত হয়, কাজেই মূল্যও কমিয়া যায়—সুতরাং সে পক্ষে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। আর গমে বড় পোকা ধরে—তদর্থে মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রতিবিঘা জমিতে ৪০ মন গম ফলিতে দেখা গিয়াছে। ২৲ দুই টাকাদরে প্রতিমন প্রায়ই বিক্রয় হয়।

লাভের হিসাব।

এক বিঘা জমি কর্ষনাদি করিবার ব্যয়——	৫৲
খাজনা——	১৲
বীজ——	।০
কর্ত্তনাদি করিবার ও অন্যান্য ব্যয়——	২৲
সার——	১৲
মোট——	৯।০

আর অন্ততঃ ২৫ মণ গম জন্মিলেও ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা। আর গমের ভুষি গরুর খাবের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহার মূল্য ও প্রতি বিঘাতে অন্ততঃ ৪৲ চারি টাকা। খরচ খরচা বাদে প্রতি বিঘাতে গড় পড়তায় ৪০।৪৫ টাকা লাভ হয়। কিন্তু আবাদটা এইরূপ যত্ন পূর্ব্বক করা চাই।

পাট বা কোষ্টা।

পাট বা কোষ্টার আবাদ ভারতে আজি কালি কম নহে। এই পাট বা কোষ্টা এদেশের প্রাকৃতিক উদ্ভিদ। অনেক জঙ্গিলে এই পাট জাতিয় নানা-বিধ গাছের উৎপত্তি আপনিই হইয়া থাকে। তবে মানুষ, জমির পাট করিয়া সার দিয়া ইহার আবাদ করিলে, গাছ মোটা, বড়, ঘন ও সুশ্রী এবং অধিক পরিমাণে কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে। পাটের আবাদ আজি কালি বেশ লাভকর আবাদ হইয়াছে। কারণ, আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি প্রদেশে এতদ্দেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পাট রপ্তানি হইয়া থাকে। তাহারা এই পাটের দ্বারা বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। অনেকে এজন্য ধানের আবাদ করা ফেলিয়া রাখিয়াও পাটের আবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পাটের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা ইহার প্রকৃতির উপর অনেক নির্ভর করে, সেই অনুসারে ইহার গুণের ও তারতম্য হয়, কাজেই গুনানুসারে দরেরও ইতরবিশেষ হয়। সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে যে সকল পাট জন্মে তাহা উৎকৃষ্ট—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যেও বিক্রীত হইয়া থাকে। নারায়ণ গঞ্জ, বৈদ্যেরবাজার প্রভৃতি হইতে যে সকল পাট আমদানী হয়, তাহা সিরাজ-গঞ্জের মত না হউক—অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট—এবং কিছু কম মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

বাজারে পাটের অবস্থাভেদে এই কয়টি নামে বিক্রীত হইয়া থাকে—যথা ; ১ম, সিরাজ গঞ্জে, ২য়, দোরাশাল, ৩য়, দেশী, ৪র্থ, দেওরা, ৫ম, বাকরা-বাদী, ৬ষ্ঠ, ভাটীয়াল, ৭ম, করিমগঞ্জে, ৮ম মীরগঞ্জে, ৯ম, জঙ্গিপুরিয়া,—।

সিরাজগঞ্জে পাট সিরাজগঞ্জ ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে জন্মিয়া থাকে। দোয়াশাল উত্তর দেশের অনেক স্থানেই জন্মায়। দেশীপাট, হুগলী, চব্বিশপরগণা, নদিয়া, যশোহর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে জন্মে। দেওরাপাট ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে জন্মিয়া থাকে। বাকরাবাদী ও ভাটী-য়াল ঢাকা জেলার স্থল বিশেষে জন্মিয়া থাকে। করিমগঞ্জে—ইহা, ময়মন-সিংহ জেলায় জন্মায়। মীরগঞ্জে, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। আর জঙ্গিপুরিয়া পাটনা বাঁকিপুর ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ জন্মিয়া থাকে।

পাটের দোয়াঁস মাটিতে করিতে হয়, বালুজমিতে পাটের আবাদ ভাল হয় না। পাটের জমি সেঁতসেঁতে থাকা চাই—রীতি মত বৃষ্টি না হইলে পাট ভাল হয় না। নদীর চড়াতেও পাটের আবাদ দেখা যায়, কিন্তু সে সকল জমিতে পলিমাটি থাকে বলিয়া, পাটের আবাদ করিয়া থাকে। পাটের জমি এক বার কর্ষন করিয়া, তাহাতে গরু বা মহিষের বিষ্ঠার পচা সার দিতে হয়। পরে ঐ জমি আর ৪।৫ বার কর্ষণ করিয়া রাখিতে হয়।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে পাটের আবাদ করিতে হয়। তদর্থে জমি পুনরায় চষিয়া বাঁশুই দিয়া উত্তমরূপে সমান করিয়া প্রতি বিঘাতে যেন বীজ অতি সাবধানে সকল জমিতে সমান ভাবে পড়ে, এই প্রকারে ছড়াইয়া দিয়া পুনরায় বাঁশুই দিয়া ডলান দিবে।

পরে গাছ বাহির হইলে একবার নিড়াইয়া দিবে। যদি একত্রে—একস্থানে তিন চারিটি চারা বাহির হয়, তবে একটা রাখিয়া বাকিগুলা উঠাইয়া দিবে—ঘন ঘন চারা হইলে কতক গুলি তুলিয়া পাতলা করিয়া দিবে। আর খুব সতর্ক থাকিবে, পশ্বাদিতে যেন চারা না খাইতে পারে—একবার পাটের গাছ যদি খায়, তবে কখনই ভাল হইবে না।

ভাদ্র আশ্বিন—পাট বিশেষে কার্ত্তিক মাসে ইহার কর্ত্তন করিতে হয়। ফলতঃ পাট গাছের উপর হইতে ডাল বাহির হইয়া ফুল ধরিতেই গাছ কাটিয়া ফেলিবে। অনেকের ধারণা আছে, ফল না হওয়া পর্য্যন্ত পাট কাটিতে নাই সেটা সম্পূর্ণ ভুল। ইহাতে পাট ভাল হয় না।

উহা কাটিয়া স্রোতহীন জলাশয়ে ঐ পাটের গাছের খুব বড় বড় আঁটি বাঁধিয়া পচাইতে দিবে।

একটা গাছ বাহির করিয়া যখন দেখিবে, জলে ধৌত করিলেই উহার মধ্যস্থ কাটিটি বাহির হইয়া পড়ে, এবং পাটের সুতা সুন্দর হয়, তখনই কাটিয়া লইয়া রৌদ্রে শুষ্ককরতঃ ঝাড়িয়া পরিষ্কার করতঃ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করিবে।

ডাটার আবাদ।

আমি নিজে এই আবাদে একবিঘা জমীতে ৬০৲ টাকা লাভ পাইয়াছি বুনিতে ভাল লাগিবেনা, কিন্তু কার্য্যে বিলক্ষণ লাভ ফলিবে একবার আবাদ

করিয়া দেখুন কত লাভ। ডাটা সাধারণে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আবাদ করে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে অনেক প্রকার তরকারী জন্মায় এজন্য লাভ বোঝা যায়না আপনি মাঘমাসে জমি চাষ করিয়া ফাল্গুন মাসের প্রথমে আবাদ করুন। চৈত্রমাসে তরকারী বড় চড়া দরে বিক্রয় হয় দেখিবেন কত লাভ!

জমা——————————খরচ——————————

ডাটা অন্তত——
২০০০ হাজার গাছ—
(ঝাড়) হইলে প্রতিঝাড়
৻৫ হিসাব বিক্রয়
হইলেও——
৩১।০
লঙ্কা বিঘা প্রতি——
২০ হইতে ৬০ টাকা
পর্য্যন্ত হয় অতএব
সারের জমীতে অভাব
পক্ষে——
৪০৲
লঙ্কাগাছ বিক্রী——
জ্বালানী জন্য হয়——
২৲
৭৩।০
বাদ——
১৩॥/০

একবিঘা জমীর খাজনা——
২৲
জমী দুইবার কোপাইবে
ব্যয়——
২৲
জমীর মধ্যেস্থলে কূপকাটাতে খরচ
৪৲
মিঠা ডাঠার বিজ——
/০
বুননি খরচা——
।০
৩ দিনবাদে জল দেওয়া মজুর ২টা
॥০
৭ দিন বাদে জল দেওয়া মজুর ২টা
॥০
১৫ দিন বাদে জল দেওয়া মজুর ২টা
॥০
৯৸/০

ডাটা বৈশাখের ১৫ই মধ্যে উঠিবে পরে ঐ জমীতে ২টী বা ৩টী চাষ দিয়া লঙ্কাঝাল

৫৯।৶০	আবাদ করিলে আর লাভ হয় চাষ ৩ খানা ও সার খরচা——
	১৸০
	উত্তীর্ণ ২টা——
	২৲

এক বিঘা জমীতে যদি এইরূপ লাভ হয় তবে ১০ বিঘা আবাদ করিলে কতলাভ এক বার চিন্তা করিয়া দেখুন ১০ বিঘা জমী আবাদ করিতে বেশী মুল ধনের দরকার নাই ডাটার খরচা সংগ্রহ হইলে অনায়াসে চলিতে পারে এ আবাদে উড়ি পুড়ি নাই—

এক বিঘার জমীর হিসাব দেখুন।

এক বিঘা জমীর বাৎসরিকখাজানা ২৲ টাকা।
এক বিঘা জমীর বিজ /০ এক আনা।
চাষ ৪ চারি খানি হইলে লাঙ্গলের মজুরী ১৲টাকা।
নিড়ান ২ বার হইলে অবশ্য ১৲ এক টাকার বেশীনয়।
পাঠকাটাই খরচ ও আটী বান্দা সম্ভবত, ৪টা মজুর।
খরচা ১৲ টাকা পরে পাঠ ধৌত স্থলে লইয়া যাওয়া এবং
জলে ফেলিয়া উপরে মাটি দিয়া রাখা ইত্যাদি ব্যয়
১৲ টাকা। পরে ধৌত করা ও শুকান ও বান্দাই ইত্যাদি।
খরচ ২৲ টাকা মোট ব্যায় সর্ব্বসমেৎ ৮/০ আট টাকা এক আনা।

জমা	খরচ
পাঠ বিক্রী——	খাজানা——
৩৲ দরে মণ হইলেও	২৲
প্রতি বিঘায় সাদাপাঠ	বিছে——
সম্ভবত ১২ মোণ হয়——	/০
৩৬৲	লাঙ্গল——

পাঠের কাঠিবিক্রী—

৩৲

কলাই সম্ভবত ১০ মোন হওয়া উচিৎ তদস্থলে ৭ মোণ ২৷৷৹ দরে—

১৭৷৷৹

ভুষী বিক্রী—

৪৲

৬০৷৷৹

বাদ খরচ—

১০৷৷৴৹

৪৯৸৶৹

১৲

নিড়ান—

১৲

পাঠ কাটাই

১৲

পাঠ জলেফেলা—

১৲

পাঠ কাটাই ও শুকান ইত্যাদি—

২৲

ঐ জমীতে পাঠ উঠিলে কার্ত্তিক মাষে কলাই বুনিলে চাষ চাইনা

বিজ—

১৲

কলাই তোলা খরচ—

৷৷৹

মাড়াই ও ঝাড়াই—

১৲

১০৷৷৴৹

তামাক।

প্রায় সমস্ত সভ্যদেশ মাত্রেই কোন না কোন প্রকার তামাকের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই ইহার আবাদও যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে—ইহার আবাদে লাভ ও যথেষ্ট আছে।

তামাক দেশ ভেদে বিভিন্ন আকারের জন্মিয়া থাকে আকৃতি ভেদে গুণেরও প্রভেদ আছে। তবে একদেশের তামাক যে অন্তদেশে আবাদ

করিলে সেরূপ হয় না, তাহা নহে। সেই দেশবাসী গণের মত সেই প্রকারে আবাদ করিয়া, সেই তামাকের বীজ লাগাইলেই সেইরূপ হইয়া থাকে। মিসর দেশের কাইরো নামক স্থানে যেরূপ তামাক হয়, বোম্বাই প্রদেশের গুজরাটে সেই তামাকের প্রচুর পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। এই তামাককে এখন "গুজরাটী কেইরা" বলিয়া থাকে। গুজরাটী কেইরা অতি উৎকৃষ্ট তামাক। সিরিয়া দেশের ল্যাটাকিয়া ও সিরাজ নামক স্থানের এবং আমেরিকা মহাদেশের নিউরা, মেরিল্যাণ্ড, কেণ্টাকিভর্জিনিয়া অরিনিকো-প্রভৃতি স্থানের তামাক অতি উৎকৃষ্ট। আমাদের দেশে এসকল তামাকের আবাদ করিলেও উৎকৃষ্ট ফসল জন্মিতে পারে। আমাদের দেশে যে তামাক জন্মিয়া থাকে, তাহাদের আকৃতি গত ও গুণের পার্থক্য বশতঃ অনেক গুলি নামে বিভক্ত আছে। শিবজটা, জটাভাঙ্গি, ছোটনা, খুলী, পটুয়া, কপি, তামা শকুনকালী, তেলেঙ্গী, কৃষ্ণকলী, পানমুঠী, হাতীকানী, কমলবনী প্রভৃতি প্রায় ত্রিশ রকমের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

তামাক আবাদ করিবার জমি দোয়াঁস অথবা বেলে হওয়া চাই। চৈত্র মাসে তামাকের জমি পসন্দ করিয়া লইয়া, বিংশতি অঙ্গুলী পরিমাণ গভীর এবং এক হাত চওড়া গর্ত্ত সেই জমির মধ্যে মধ্যে করিয়া তন্মধ্যে গো কিম্বা মহিষের কাঁচা বিষ্ঠা তন্মধ্যে পুরিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। পরে শ্রাবণের শেষে ঐ জমিতে চাষ দিতে হয়। এমন করিয়া জমি চষিতে হইবে যেন, ঐ সকল সার উঠিয়া সকল মাটির সঙ্গে উত্তম রূপ মিশ্রিত হইয়া যায়। তৎপরে ভাদ্র মাসে মধ্যে মধ্যে ঐ জমি কর্ষণ করিয়া, বাগুঁই বা মই দ্বারা তলান দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবে।

এদিকে ভাদ্র মাসে অন্য কোন ভিজা মাটি, অভাবে সার দেওয়া পরিষ্কৃত দোয়াস জমি কোদ্‌লাইয়া ইট বা খাপরা প্রভৃতি বাছিয়া, মাটি খুব চূরত প্রায় ধূলার মত করিয়া তাহাতে তামাকের বীজ খুব ঘন করিয়া বুনিবে। বীজ বপন হইয়া যত দিন তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপাদন না হইবে, ততদিন বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, পিপীলিকা লাগিযাছে কিনা। পিপীলিকারা বীজের সার খাইয়া ফেলে, সুতরাং চারা বাহির হইতে পারে না। যদি জমিতে পিপীলিকা লাগে, তবে হুকার জল অল্প পরিমাণে ছড়াইয়া দিতে হয়। শেষ চারা বড় হইলে,

সেস্থান হইতে তুলিয়া যে জমি পাট করিয়া রাখা হইয়াছে, তথায় লাগাইতে হয়। বীজ বপনের ২০।২২ দিন পরেই চারা অন্য ক্ষেত্রে লাগাইবার উপযুক্ত হয়।

চারা গুলি বেশ তফাৎ তফাৎ করিয়া সারি করিয়া লাগাইতে হয়। সারি গুলি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা এবং একসারি হইতে অন্যসারি দুই হাত অন্তর হওয়া কর্ত্তব্য। এই সময় অর্থাৎ চারা লাগাইবার সময় যদি রৌদ্রের তেজ বেশী থাকে, তবে কলা কিম্বা মান কচু অথবা অন্য কোন পত্র দ্বারা চারা গুলি ঢাকিয়া রাখিবে। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার পত্র তুলিয়া লইবে,—পর দিন সকালে পুনরায় ঢাকিয়া দিবে। এই সময় সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটু একটু জল সিঞ্চন করারও প্রয়োজন। কিন্তু যেন চারার গোড়ায় জল বাধিয়া না থাকে, তাহা হইলে চারা পচিয়া যায়। ৪।৫ দিন এইরূপ করিলে, চারা লাগিয়া যায়, তখন আর এরূপ করিতে হয় না।

চারা লাগিয়া গেলে উভয় সারির মধ্যে মধ্যে যে স্থান থাকে ঐ স্থানে একটি লাঙ্গল হাত দিয়া টানিয়া মাটি আলগা করিয়া দিতে হয়। সাবধানে এই কার্য্য সমাধা করা কর্ত্তব্য কারণ চারার শিকড় যদি আলগা হইয়া যায়, তবে মরিয়া যাইবে। অনেক স্থানে এইরূপ চাষ দিবার জন্য বাঁশের ফালা করিয়া একরূপ হাত লাঙ্গল করিয়া থাকে, তাহাই কিন্তু ভাল। যত দিন গাছ গুলি বড় না হয়, ১০।১২ দিন অন্তর তত দিন এইরূপ করিয়া চষিতে হইবে। চারায় শুঁয়া পোকা নামক এক প্রকার পোকা লাগিয়া, নষ্ট করিয়া ফেলে, অতএব উহা নিবারণ করিবার জন্য ক্ষেত্রে গোটা কয়েক বোতল পুতিয়া রাখিবে। আর চারার গোড়ায় বা সারির মধ্যে ঘাস জন্মে, তবে নিড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে।

গাছ গুলি যখন এক কি দেড় হাত পরিমিত হইবে, তখন ৪।৫ অঙ্গুলি পরিমিত ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। নিম্নদিকে চারি পাঁচ অঙ্গুলীর মধ্যে যে পাতা বা পাশুড়ি থাকে, তাহাও ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। ফলতঃ কেবল গাছের মাথার উৎকৃষ্ট কয়েকটি পাতা রাখিয়া আর সমুদয় যত্নের সহিত ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। কিন্তু এই পাতা ভাঙ্গিয়া দিবার কিছু দিবস পূর্ব্ব হইতে চাষ দেওয়া বন্ধ করিবে; এই সময় গাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একরূপ

অন্যথা নিয়মে পুঁতিলে হলুদি,
পৃথিবী বলেন, তাতে কি ফল দি।

খনা।

বিদুষী খনার যে বচন উপরে উদ্ধৃত হইল, উহা হইতেই হলুদের চাষ সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান লাভ হইতে পারে। আমরাও এস্থলে কিঞ্চিত। বলিতেছি।

হলুদের জমি দোয়াঁস এবং কিছু দিনের পতিত হওয়া চাই। বন্যার জলের পোলি পড়া জমিতে হরিদ্রা বেস হয়। কিন্তু পুনরায় ভাদ্র আশ্বিন মাসে যদি-বন্যা আইসে, তবে নিশ্চয়ই হরিদ্রা নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য ইহা যেখানে বন্যা, আইসেনা, এমন জমিতে আবাদ করাই যুক্তি সঙ্গত।

কর্ত্তিক মাসে হরিদ্রার জমি অন্ততঃ এক হস্ত পরিমিত গভীর করিয়া কোপাইয়া রাখিতে হয়। ফাল্গুণ মাসে যখন বৃষ্টি হইয়া ঐ জমির কোপানে বড় বড় চাঁঙ্ সকল গলিয়া যায়, তখন পুনরায় খুব ছোট করিয়া ঢিল করিয়া কোপাইয়া দিতে হয় এই সময় ঐ জমিতে পচা গোবরের কিম্বা হাড়ের অথবা তিসির খইলের সার দিয়া রাখিতে হয়।

বৈশাখ মাসে ঐ জমি আবার কোপাইয়া মাটি ধুলার মত করিয়া পূর্ব্বা পশ্চিম লম্বা এবং দুই হস্ত ব্যবধান সারি দিতে হয়। সারি গুলি উচ্চে এক হস্ত পরিমিত হওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ সারি দিয়া তাহাতে হলুদের বীজ লাগাইয়া দিবে।

হলুদের বীজ হলুদের ফল হইতে হয় না। হলুদই লাগাইতে হয়। মোতা হলুদই রোপনের পক্ষে প্রশস্ত। মোথা গুলি দুই দিকে চোক রাখিয়া কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা লম্বা লম্বি চিরিয়া পুঁতিলে গাছও ভাল হয়, বীজেরও অনেক সুলভ হয়।

শেষ যেমন গাছ বাহির হইবে, অমনি নিড়াইতে আরম্ভ করিবে। হলুদের জমিতে কদাচ ঘাস জন্মিতে দিবে না। কিন্তু বৃষ্টি হইয়া জমি ভিজিয়া গেলে, কদাচ হলুদ নিড়াইতে যাইবেনা,—তাহা হইলে পায়ের চাপনে মাটি অাঁটিয়া যাইবে, মাটি অাঁটিয়া গেলে, হলুদ ভাল হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে, শেষ আর কিছুই করিতে হয় না। তবে দেখিতে হইবে যেন, গরুতে গাছ গুলা চাপিয়া না ভাঙ্গিয়া ফেলে।

মাঘ মাসে হলুদ হয়। যখন দেখিবে, হলুদের গাছ গুলি শুকাইয়া গিয়াছে, তখন তাহাতে আগুণ দিয়া গাছ গুলি পোড়াইয়া দিবে—এতে জমির খুব সার হয়। হলুদের গাছ পোড়াইয়া দিয়া হলুদ তুলিয়া লইয়া সে জমীতে ধান বুনিলে ধান অপেক্ষাকৃত প্রায় দ্বিগুণ জন্মে।

হলুদ তুলিয়া সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে দিয়া শুষ্ক করিতে হয়। শুষ্ক করিবার সময় প্রত্যহ মাটিতে ফেলিয়া ধীরে ধীরে ডলন দিতে হয়, ইহাতে হলুদ দেখিতে সুশ্রী ও দানাদার হয়। যখন শুষ্ক হইয়া খাঁটি হইবে, তখনই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইল। আমি নিজে আবাদ করিয়া বর্ত্তমান বৎসরে একবিঘা হলুদের জমিতে খরচাদি বাদে একশত সাতাইশ টাকা লাভ করিয়াছি।—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আর্দ্দক বা আদা।

যে জমিতে বর্ষা বা বন্যার জল বাধে তাহাতে আদা রোপন করিতে নাই, কারণ তাহাতে আদার গাছ পচিয়া যায়। উচ্চ এবং দোঁয়াস জমিতে আদা রোপন করিতে হয়। হরিদ্রার জমির মত আদার জমিও কোপাইয়া সার প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রতি বিঘায় আদার বীজ ৮ আটমন বপন করিতে হয়। হরিদ্রার মত আদার জমিতেও দুই হাত অন্তর লম্বা লম্বি দুই হাত অন্তর সারি দিয়া আধ হাত অন্তর ছোট বীজ আদা এক এক খানি করিয়া পুঁতিয়া মাটি চাপা দিবে। অঙ্কুর হইলে হলুদের মত পোড়ার মাটির পাট করিয়া দিবে, এবং ঘাস হইলে নিড়াইয়া দিবে।

আষাঢ় মাসে আদার গাছ গুলি যখন একটু শক্ত মত হইয়া উঠিবে, সেই সময় ঐ গাছের গোড়া হইতে বীজ আদা গুলি অতি সাবধানে কৌশল পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া লইবে এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলিয়া দিবে। পরে আশ্বিন মাসে আর এক বার গাছের গোড়ায় মাটি তুলিয়া দিতে হয়। মাটি তুলিয়া না দিলে আদা ভাসিয়া উঠে, আদা আদৌ বাড়েনা। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে যদি বৃষ্টি না হয়, তবে ঐ সময় গাছের গোড়ায় জল তুলিয়া দিতে হয়—জল দিলে গাছ সতেজ হয়, এবং আদাও মোটা হয়। মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্গুণ মাসে আদার গাছ মরিয়া গেলে, তবে আদা তুলিতে হয়।

সচরাচর কলিকাতায় ২৲ দুই টাকা দরে আদার মণ বিক্রয় হইয়া থাকে। আদা এক কালে কলিকাতায় চালান দিয়া আড়তে রাখিলে এককালীন বিক্রয় হইয়া যায়।

আদা রৌদ্রে রাখিলে শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে—অতএব যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায় তজ্জন্য উচ্চস্থানে অর্থাৎ যেখানে জল বাধেনা, এমন স্থানে আদা রাখিয়া, আদার উপর খড় বা বিচালী দিয়া ঐ বিচালীর উপর মাটির প্রলেপ দিলে, আদা ভাল থাকে। ইহাতে আদা পচেনা বা শুকাইয়া যায় না

প্রতি বিঘাতে আদা ১০০ মণ প্রায়ই হয়। আদার আবাদ কিন্তু একটু যত্ন লইয়া সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

আদার আয় ব্যয়।

প্রতিবিঘা———

বীজ খরিদ ৮ মণ ২৲ দুই টাকা দরে

১৬৲

জমির খাজনা———

১।০

জমির খোঁড়াই খরচ———

৫ বারে———

১০৲

মাটীতোলা ২ বারে——

২৲

আদা তোলাইবার খরচ——

২৲

জল দিবার খরচ এবং——

আদা ভাঙ্গিয়া লইবার খরচ প্রভৃতি——

৪৲

মোট—৩৭৲

আয় ১০০ মণে ২৲ হিঃ ২০০৲ টাকা।

খরচ ৩৭৲ টাকা বাদে লাভ ১৬৩৲ একশত তেষট্টি টাকা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পলাণ্ডু বা পেঁয়াজ।

পেঁয়াজ বৎসরে দুইবার হয়। সেই দুইবারের পেঁয়াজের নামও বিভিন্ন। ভাতি পেঁয়াজ ও কালী পেঁয়াজ। ভাতি পেঁয়াজ ভাদ্রমাসে হয়।

বৈশাখ মাসে জমি চষিয়া, সার দিয়া রাখিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাতি পেঁয়াজ বুনিতে হয়। এই পেঁয়াজ ভাদ্র মাসে পাকে, এবং তখনই তুলিয়া লইতে হয়।

কালী পেঁয়াজ ভাদ্র আশ্বিনমাসে উপযুক্ত উপায়ে লাগাইতে হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ইহার গাছ হইতে এক প্রকার শীশ বাহির হয় উহা পলাণ্ডু কালী, লোকেরা উপাদেয় বলিয়া ভোজন করিয়া থাকে।

বেশ লাভ হইয়া থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রস্থন।

রস্থনের আবাদ প্রায় পেঁয়াজের আবাদেরই মত, স্থতরাং তাহার বিশেষ বিবরণ আর এস্থলে লেখাই বাহুল্য। পেঁযাজ হইতে রস্থনের দাম কিছু অধিক। তবে ফলনে কম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তুঁত।

তুঁত এক প্রকার গাছ। রেসম পোকার খাদ্য জন্য যাহারা রেসম পোকার ব্যবসা করিয়া থাকে, তাহারা ক্রয়করে। ইহার মূল্য ও কম নহে। তবে যেখানে রেসমের কুঠি নাই, সেখানে ইহার আবাদ করা বৃথা। কারণ বিক্রয় হয় না। যে সকল স্থানে তুঁতের আবাদ করা হইয়া থাকে, সে স্থানে ভুস্ ভুসে, সার যুক্ত এবং উচ্চ স্থানের জমিরই আদর অধিক। এদেশের কৃষকেরা বলে, আঁঠালে এবং কঠিন মৃত্তিকায় তুঁতের আবাদ বড় ভাল হয় না, কারণ তুঁত গাছের মূলের নিকট জল আবদ্ধ হইয়া অধিকক্ষণ থাকিলে গাছ নষ্ট হইয়া যায়। বড় বড় পাতা হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিন চারি বৎসর পরেই পুরাতন গাছ তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে নূতন গাছ রোপণ করা আবশ্যক। বর্ষার শেষেই তুঁতের নূতন চারা রোপণ করিবার সময়। বর্ষার শেষে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেলে, ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া একহাত ব্যবধানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তুঁতের কলম রোপণ করিতে হয়।

একবার গাছ গুলি উত্তমরূপ লাগিয়া উঠিলে পরে আর অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। মধ্যে মধ্যে দুই একবার ঘাস, তৃণ নষ্ট করিয়া দিলে, এবং কখন বৃষ্টিতে মূল দেশের মৃত্তিকা ধৌত হইয়া গেলে, স্থানে স্থানে কিছু মৃত্তিকা দিলেই যথেষ্ট হয়। আর অন্য কোনরূপ যত্ন করিবার প্রয়োজন হয় না।

বঙ্গদেশের মৃত্তিকা সাধারণতঃই এমন সিক্ত যে, তুঁতের আবাদের ন্যায় জমিতে নিয়ম মত জল সিঞ্চন না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। এই কারণে তুঁতের আবাদ সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশের যেমন সুবিধা আছে, এমন আর অন্য কোনও দেশে নাই। আর এই জন্যই বাঙ্গলা দেশের সহিত রেসম ব্যবসার অন্য দেশের প্রতিযোগীতা করা বড় কঠিন, এমন কি অসম্ভব।

সাধারণতঃ বৎসরে চারিবার তুঁতগাছের ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ষা কালে কেবল উপরের দুই চারিটা ডাল এবং পাতা কাটিয়া দেওয়া হয়, কারণ সে সময় অপেক্ষাকৃত বড় ডাল গুলি কাটিলে সেই সকল স্থানে বৃষ্টি জল প্রবেশ করিয়া গাছের অনিষ্ট করিতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পিঁপুল।

পিঁপুলের আবাদ অত্যন্ত লাভ জনক পিঁপুলের আবাদ ও ব্যবসা করিয়া, অনেক লোক প্রচুর ধনশালী হইয়াছেন, ইহা আমরা চাক্ষুষে দেখিয়াছি।

পিঁপুলের আবাদ করিতে দোঁয়াস এবং উচ্চ ও সমতল জমির প্রয়োজন। এরূপ জমি লইয়া তাহাতে লাঙ্গল দিয়া বৈশাখ মাসে উত্তম রূপে কর্ষণ করিয়া দিবে, এবং উহার মধ্যে জয়ন্তী নামক এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার বীজ পাতলা রকমে ছড়াইয়া দিবে।

তাহার পর, আষাঢ় মাসে যখন বর্ষা চাপিবে,—তখন পিঁপুলের লতা তুলিয়া আনিয়া, এক একটি লতার ৪।৫ অঙ্গুলী লম্বা করিয়া ঘুঁটি বাঁধিয়া

দুই তিন হাত অন্তর ব্যবধানে পুঁতিয়া দিবে। আর জয়ন্তীর চারা এই সময় বাহির হইলে তাহা ৪।৫ হাত অন্তর এক একটি রাখিয়া, বাঁকি গুলি তুলিয়া দিবে।

তদনন্তর ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন ঐ লতার ঘুঁটি গুলি বেশ লাগিয়া গিয়াছে দেখিতে পাইবে, তখন সমস্ত জমিটা দুইবার কোপাইয়া মাটি বাছিয়া উত্তম রূপ পাট করিয়া দিবে।

অগ্রহায়ণ মাসে যখন সূর্য্য কিরণ প্রখর হইয়া উঠিবে, তখন ধান গাছের গোড়া, যাহা জমিতে পড়িয়া থাকে, তাহা তুলিয়া আনিয়া ঐ সকল লতার উপর বিছাইয়া দিবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ জমিতে ১০।১২ হাত অন্তর আম্র ও কাঁঠালের চারা পুঁতিয়া দিবে। পিঁপুলের মধ্যে আম্র কাঁঠালের চারা খুব শীঘ্র বড় হয়। জয়ন্তীর গাছ দেওয়া হয়, কেবল ছায়ার জন্য, ছায়া ভিন্ন কেবল রৌদ্রে *পিঁপুল ভাল হয় না। এইবারই বর্ষাকালে পিঁপুল ধরিতে আরম্ভ করে—কিন্তু* তত অধিক ফলেনা। দ্বিতীয় বৎসরে একবার কোপাইয়া ও একবার নিড়াইয়া দিতে হয়।

দ্বিতীয় বৎসরে পিঁপুল যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

তৃতীয় বৎসরে আর কোন রূপ পাটাদি করিতে হয় না। এবারেও পিঁপুল যথেষ্ট হয়।

চতুর্থ বৎসরে আবার পিঁপুল সে জমিতে অল্প হয়। পঞ্চম বৎসরে আর পিঁপুল সে জমিতে প্রায় হয় না। অন্য জমিতে লতা লইয়া ঐ প্রকারে লাগাইতে হয়,—স্মরণ থাকে যেন, পিপুলের জমির বেড়া খুব ভাল করিয়া দিতে হয়, এবং প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে ঐ বেড়ার মেরামত করিতে হয়।

পঞ্চম বৎসরে পিপুলের লতা তুলিয়া লইয়া কোপাইয়া উহার মূল তুলিবে, এবং ছোট ছোট করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চালিয়া পরিষ্কার করিয়া বিক্রয়ার্থ চালান দিবে, ইহারও দর খুব। পিঁপুল ও পিঁপুলের মন কলিকাতায় পাথুরিয়া ঘাটায় চালান দিলে, অনেক আড়ত আছে, তাহারা যত্ন পূর্ব্বক ক্রয় করিয়া লয়।

আমি ১০/ বিঘা পিঁপুল লাগাইয়া, তাহার গড়ে প্রতি বিঘায় যে লাভ পাইয়াছিলাম, তাহার তালিকা।

প্রথম বৎসরের জমা খরচ।

(প্রতি বিঘার হিসাব)

জমা——————————————খরচ——————————————

জমা

আধ মোণ——
পিঁপুল প্রতিমোণ——
৬০৲ হিসাবে——

৩০৲

খরচ

বেড়াদিতে খরচ——

৪৲

ঐ জমির চারি পাশে
গড় বা পরিখা দিতে
(পগার তুলিতে)

৮৲

জমির চাষ করিতে
লাঙ্গলের দাম——

২৲

লতা খরিদ——
লাগান ব্যয়——

৬৲

জমি কোপাইতে——

৩৲

নিড়াইতে——

১৲

ধানের গাছের গোড়া
কাটাইতে এবং জমি
ঢাকিতে জোন খরচ——

২৲

আম্র কাঁঠালের চারা
তুলিয়া লাগাইতে ব্যয়——

৪৲

	পিপুল তোলান জোন খরচ——
	১৲
	মোট ৩১৲

দ্বিতীয় বৎসরের হিসাব (প্রতি এক বিঘার হিসাবে

জমা	খরচ
	প্রথম বৎসরের জমা হইতে বেশী খরচের দরুণ——
	১৲
২/ মোণ ।৭ সতর সের পিঁপুল—— ৮২৲ টাকা প্রতিমণ হিসাবে——	নিড়ান খরচ——
	২৲
	কোপান খরচ——
১৯৮৸/১২॥	৩৲
	পিঁপুল তোলান জোন খরচ——
	২৲
	মোট ৮৲

তৃতীয় বৎসরের তালিকা (প্রতি বিঘার হিসাব)

জমা	খরচ
দ্বিতীয় বৎসরের লাভ——	পিঁপুল তুলিবার খরচ——
১৯০৸/১২॥	৩৲
২/ দুই মোণ ।৹ দশ সের, প্রতি মোণ	বেড়া মেরামত খরচ——

৭৫৲ টাকা হিসাবে—— ৩৲

১৩৮৸০ মোট ৬৲

৩৫৯॥/১২॥

চতুর্থ বৎসরের তালিকা (প্রতি বিঘার হিসাব)

জমা——খরচ——

তৃতীয় বৎসরের
লাভ——

৩৫৩॥/১২॥

১/০ একমণ /২॥ সের
পিঁপুল প্রতিমণ দর
৮০৲ টাকা হিঃ——

৮৫৲

মোট ৪৩৮॥/১২॥

পিঁপুল তোলান খরচ——

১॥০

পঞ্চম বৎসরের তালিকা (প্রতি বিঘার হিসাবে)

জমা——খরচ——

চতুর্থ বৎসরের
লাভের হিসাবে——

৪৩৮॥/১২॥

পিঁপুল ।০ দশসের
দর প্রতিমণ ৮০৲ হিঃ

২০৲

লতা বিক্রয়——

২৸০

জয়ন্তী গাছ বিক্রয়

পিঁপুল তোলান খরচ——

॥০

লতা তোলান খরচ——
জয়ন্তী গাছ কাটাই
খরচ——

॥০

মূল তুলিবার ও
পাট করিবার খরচ——

৫৲

(জ্বালানী কাঠের জন্য) ———

———

৭৷৷০

মূল বিক্রয় ৪ চারিমণ——

প্রতি মণ ২১৲ টাকার হিঃ——

———

৮৪৲

———

৫৫২ ৸)১২॥

একবিঘা জমিতে পাঁচবৎরে প্রায় পাঁচ শত টাকা লাভ পাওয়া গেল. আর এক বিঘা আম্র কাঁঠালের বাগান হইল। যে বৎসরে মূল তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহার পর বৎসর হইতেই আম্র কাঠালের গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এত সুখের ও লাভ জনক আবাদ আর কিছুই নাই, যাঁহাদের লাঙ্গল নাই, যাঁহারা কৃষী ব্যবসায়ী নহেন, তাঁহারাও ইচ্ছা ও যত্ন করিলে সিমুলের আবাদ ও সেই সুযোগে আম্র কাঁঠালের বাগীচা করিয়া লইতে পারিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাগীচা।

আমাদের দেশের লোকের চাকুরীর দিকে যেমন ঝোঁক, এমন ঝোঁক যদি বাগীচার দিকে হইত' তবে কে আর পথের ভিখারী থাকিত!—ভারত যে সুজলা সুফলা যে দেশের যেমন গাছই এ দেশে রোপন কর না কেন. তাহার ফলাদি অতি উৎকৃষ্ট হয়, এদেশে যে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ষড় ঋতুই বর্ত্তমান। বাগীচায় এদেশে বড়ই লাভ করা যায় আর বাগীচা ৩।৪ চারি পুরুষের লাভকর সম্পত্তি। এমন কার্য্যে অবহেলা কি মানুষে করে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাগানের কথা।

বাগীচা করিতে হইলে, নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিষয় বিশেষ জানা থাকায় প্রয়োজন। যথা, জমি নির্ব্বাচনে, সার প্রস্তুত প্রণালী, কোন্ জিনিষের জন্ম কোন্ সারের প্রয়োজন জল সেচন ব্যবস্থা, বায়ু, তাপ, রোপন প্রণালী ও পাইট এবং কলম প্রস্তুত। এতদ্ভিন্ন কোন্ ঋতুতে কোন্ কোন জাতিয় বৃক্ষাদি রোপণ করিতে হয়, সে বিষয়েও জ্ঞান থাকার বিশেষ প্রয়োজন, অসময়ে কিছুই হয় না। এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে, হয়ত সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া যাইতে পারে।

যে সকল বৃক্ষাদি অধিক জল বায়ুতে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় বর্ষাকালে রোপণ করিতে হয়। যাহারা বর্ষাকালের অধিক জল বায়ুতে পচিয়া যায়, বা অত্যন্ত নিস্তেজ হয়, তাহাদিগের রোপণ শীতকালে করিবে। বিদেশীয় কোন বৃক্ষাদি এদেশে রোপণ করিয়া, যদি তাহাতে আশানুরূপ ফল পুষ্প না পাওয়া যায়; তবে দেখিতে হইবে, যে বৃক্ষ বা লতিকা লাগান হইয়াছে, তাহা উত্তাপাধিক্য বা শীতাধিক্য দেশজ। যদি উত্তাপাধিক্য দেশের হয়, তবে সেই বৃক্ষ বা লতিকার মূল দেশ খনন করিয়া শিকড় বাহির করিয়া দিবে, যেন তাহাতে বেশ রৌদ্র লাগিতে পায়। আর কিয়ৎ পরিমানে ডাল কাটিয়া দেওয়া ও জল। তদনন্তর একমাস পরে সার দ্বারা ঐ খনিত স্থান পূর্ণ করিয়া দিবে ইহাতে ঐ সকল বৃক্ষ হইতে আশানুরূপ ফলপুষ্প প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। আর যদি শীত প্রধান দেশজ বৃক্ষলতিকার ফলপুষ্প না হয়, তবে বৃক্ষ বা লাতিকার মূল দেশ অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া এবং খড় বা বিচালি পূর্ণ করিয়া জল সিঞ্চন করিবে।

দোঁয়াস মৃত্তিকাই চারা এবং কলম রোপণের উপযুক্ত। এঁটেল বা বেলে মাটি বাগীচার পক্ষে সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। মৃত্তিকা যখন নীরস থাকে, সে সময় চারা তুলিয়া রোপণ করা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে, ইহাতে চারা বাঁচে

না। খুব উচু কিম্বা গর্ত্তময় স্থানেও চারা বাঁচান সুকঠিন। চারায় জল দেওয়া ব্যবস্থা করা চাই। তদর্থে আর্য্যগণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন,—

> সায়ং প্রাতস্তু ঘর্ম্মান্তে শীত কালে দিনান্তরে।
> বর্ষাতৌতু ভুবঃ শোষে সেক্তব্যা রোপিতা ক্রমাঃ ॥

অর্থাৎ গ্রীষ্ম কালে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে রোপিত বৃক্ষাদিতে জল দিতে হয়। শীতকালে একদিন অন্তর একদিন জল দিবে, আর বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতে মৃত্তিকা আর্দ্রই থাকে, সুতরাং সে সময় জল না দিলেও কোন হানি নাই।

আর বাগীচা করিতে হইলে, বাগীচার ক্ষেত্র এরূপ করিয়া ঘিরিতে হয়। যাহাতে কোন রূপ জন্তু তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে। আবার ক্ষেত্রে গাছের বেড়া দিতে হইলে, এমন গাছের বেড়া দেওয়া আবশ্যক, যাহা অত্যন্ত বড় হয় আর যাহার শিকড় ক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করিতে না পায়।

এই সমস্ত গুলির প্রতি বিশেষ যত্ন রাখিয়া, কার্য্য করা বাগীচাকারীর পক্ষে বিধেয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলম বাঁধা প্রণালী।

অনেক গাছের আঁটিতে গাছ হয় না, আবার অনেক গাছের আঁটিতে গাছ হইলে, তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ কালে ফলিয়া থাকে, এবং কোন কোন গাছের আঁটির চারা রোপণ করিলে, ফল তেমন সুস্বাদু ও বৃহৎ হয় না। কাজেই সে সকল কলম করিয়া বৃক্ষ রোপনই উৎকৃষ্ট উপায়। কাজেই বাগীচা প্রস্তুত কারীর পক্ষে কলম বাঁধা প্রণালী শিক্ষা করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

আবার কলম বাঁধা প্রণালী অবগত থাকিলে, এবং কলম বাঁধিয়া বিক্রয় করিলে, লাভ যথেষ্ট হয়।

আমাদের পরিচিত একটী ভদ্রলোকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তিনি কলম বাঁধা প্রণালী অবগত হইয়া, প্রতি বৎসরে বর্ষাকালে উত্তম উত্তম আম্র, পিয়ারা, লেবু, পিচ, নিচু গোলাপজাম, কুল প্রভৃতির প্রায় ৫ হাজার কলম বাঁধিয়া, সেই কলম কাটিয়া গাড়ীতে করিয়া পাড়াগাঁয়ে লইয়া ফেরি করিয়া এখন সুন্দর দশ টাকা সংস্থান করিয়াছেন, বাড়ী ঘর দুয়ার উৎকৃষ্ট করিয়াছেন, নিজেও প্রায় কুড়ি বিঘার একটি বাগান এবং পুষ্করিণী করিয়াছেন, কাজেই ব্যবসাশিক্ষার পাঠকগণকে এ ব্যবসাটাও শিক্ষা দিয়া রাখিলাম, বিনা পুঁজিতে ইহা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। যেরূপে কলম বাঁধিতে হয়, এবং যত প্রকার কলম আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা প্রকাশিত করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যোড়কলম।

আঁটির চারা ও বৃক্ষের শাখায় যোড় লাগাইয়া, যে কলম প্রস্তুত হয়, তাহাকে যোড়কলম কহে।

যোড় কলম করিতে হইলে, এক বৎসরের সতেজ, মিষ্ট এবং বড় আম্রের আঁটির চারা তুলিয়া তাহার নিম্নের শিকড় সাবধানে কাটিয়া, একটা টবে সার মাটি গুড়াইয়া দিয়া, জল দ্বারা ঐ মাটি পাকাইয়া তাহাতে চারাটি পুতিয়া রাখিবে, প্রত্যহ তাহাতে জল দিবে। যখন দেখিবে, ঐ চারালাগিয়া গিয়াছে তখন যে গাছে কলম বাঁধিতে হইবে, তাহার একটা শাখা ঠিক করিয়া লইবে। সকল শাখাকেই যোড় কলম হয়, তাহা নহে। যে ডাল লতাইয়া

গিয়াছে, তাহারই প্রশাখা লইতে হয়, আর যে ডালে যোড় লাগাইতে হইবে, তাহা যেন চারার সমান বয়সি হয় পরস্পরের সমান বল, সমান বয়স, সব সমান না হইলে যোড় কখনই লাগিবে না।

এখন ঐরূপ ডালের নিচে মাচা বাঁধিয়া, তাহার উপর টব শুদ্ধ চারাটি তুলিয়া লও। তদনন্তর শাখা ও চারার যে অংশ যুড়িতে হইবে, তাহার মাপ লইয়া লম্বা ভাবে শাখার দশ আনা ও চারার ছয় আনা অংশ এরূপ নিয়মে কাটিবে যেন পরস্পর অতি সহজেই মিলিয়া যায়, একটুও ফাঁক না থাকে পরে উভয়কে একত্র করিয়া খুব শক্ত স্থতা দিয়া ঠাসিয়া বাঁধিয়া একটু মাটি দিয়া উহার গাত্র মালিস করিয়া দিবে। তদনন্তর প্রত্যহ চারার টবে জল দিবে—আর দৃষ্টি রাখিবে, কোন প্রকারে যেন চারা বা শাখা নড়িয়া যোড় ছাড়িয়া না যায়। এইরূপ যোড় লাগিতে বৃক্ষ ভেদে এক হইতে তিন মাস সময় লাগে।

যোড় কলম কাটিয়া লইবার, একমাস আগে চারার যে স্থলে যোড় বাঁধা থাকে, তাহার দুই তিন অঙ্গুলি উপরে কাটিয়া দিতে হয়, ইহাতে চারার মস্তকের দিকে যে রসাকর্ষণ করিত, সে রস যোড়াস্থানে লাগিয়া পুষ্টি করিয়া থাকে। উত্তমরূপ যখন যোড় লাগিয়া গিয়াছে, জানা যাইবে; তখন ঐ বন্ধনের দুই তিন অঙ্গুলি নিম্নে কাটিয়া যথা স্থানে লাগান বা বিক্রয় করা যাইতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুটি বা গুল কলম।

এই কলম করিতে হইলে, ফল বৃক্ষের সতেজ শাখা, এক কি দেড় হাত নিম্নের গাঁইটে স্থতীক্ষ্ণ ছুরিদ্বারা গোলাকার করিয়া একটা দাগ দিবে, যেন ডালের ছাল উঠিয়া যায়, এইরূপ উহার এক অঙ্গুলি উপরে দাগ দিয়া কাটিবে।

এখন দোঁয়াস মৃত্তিকা খইলের সারের সহিত উত্তম রূপে চট্‌কাইয়া ডালের গায় সুন্দর রূপে লাগে, এরূপ করিয়া ঐ স্থানে গোলাকার করতঃ লাগাইয়া দিবে। তদনন্তর নারিকেলের ছোবড়া বা ছিঁড়া চট দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। আম্র প্রভৃতির গুল কলম করিতে ঐ মাটীর সহিত ক্ষুদ্র জাতিয় পচা মৎস্য চট্‌কাইয়া দিতে হয়। সর্ব্ব প্রকার কলমই প্রায় বর্ষার প্রারম্ভে বাঁধিতে হয়। এরূপ কলম বাঁধা হইলে, যদি সেরূপ ভাল না হয়, তবে একটা পাত্রের নিম্নছিদ্র করিয়া, তাহাতে গুটি কয়েক খড় প্রবিষ্ট করিয়া জলপূর্ণ করতঃ কলম করা স্থানের উপরে ঝুলাইয়া রাখিবে,---তাহা হইতে কিছু কিছু জল পতিত হইয়া শিকড় গজাইবে।

যখন ঐ চট ভেদ করিয়া শিকড় বহির্গত হইবে, তখন টানিয়া একবার কার শিকড় ছিঁড়িয়া দিয়া, পুনরায় শিকড় গজাইলে তিন চারি অঙ্গুলি নিম্নে সাবধানে কাটিয়া লইবে।

প্রথম বৎসরে এই কলম একটা সমতল জমিতে গভীর খাত করিয়া সেই জমিতে হাপর করিয়া তাহাতে লাগাইবে। একবৎসর পরে, সেইচারা তুলিয়া যথা স্থানে লাগাইতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

খোঁচা বা শাখাকলম।

এই কলম করিতে হইলে, মূল শাখার কিয়দংশের সহিত একটা হেলিত শাখা কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া লইবে। তদনন্তর হাপর করা জমিতে তাহা রোপণ করিতে হইবে। রোপণ করিবার আগে, ঐ শাখার নিম্নদিকের পত্রগ্রন্থী সকল সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া দিবে, এবং ঐ শাখাকে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত রাখিয়া, উপরে হইতে কাটিয়া দিবে, যে সময় রোপণ করিতেছ, সে

সময়টা উত্তাপাধিক্য বুঝিলে, ঐ শাখার মস্তকে একটু গোবর ভালমন্ত করিয়া লাগাইয়া দিবে। আর শাখার যে টুকু মাটির মধ্যে থাকিবে, সেই টুকু কেবল নিষ্পত্র করিয়া দিবে, তদ্ভিন্ন উপরিভাগের সমস্ত পাতার অর্দ্ধেক কাটিয়া দিবে, সতন্ত্র পত্র যেন কদাচ তুলিয়া ফেলা না হয়। ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই শাখাকলম হইল,—এখন প্রত্যহ যাহাতে- জল, পায়, উত্তাপ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তিন চারি মাসের মধ্যে শাখা কলমে শিকড় ও পত্রাদি হইয়া থাকে।

বৃক্ষের প্রকৃতি বুঝিয়া শাখা কলম করিবার সময় নির্দ্দেশ করিতে হয়। যে সকল গাছ বর্ষা কালে জন্মে, তাহাদিগের কলম বর্ষাকালে করিবে, আর যাহারা শীতকালে জন্মে তাহাদিগের কলম বর্ষার অবসানে বসাইবে। গোলাপ প্রভৃতির কলম কার্ত্তিক মাসেই বসান হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দাবা বা মাটী কলম।

বৃক্ষের হেলিত এক বৎসরের একটি শাখা নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া, তাহার একপত্র গাঁইট হইয়া অপর পত্র গাঁইট পর্য্যন্ত গুল কলমের মত করিয়া ছাল তুলিয়া দিবে। যাহাতে ঐ উভয় অংশ আবার জোড় লাগিয়া না যাইতে পারে, তজ্জন্য ঐ স্থানে খোলা ভাঙ্গা দিয়া রাখিবে। তদনন্তর উহার নিম্নে চৌকা কাটিয়া তাহাতে খিলদিয়া হাপোর প্রস্তুত করিয়া ঐ স্থান পুঁতিয়া দিবে। ডালটি যাহাতে বাতাস লাগিয়া বা অন্য কোন কারণে উঠিয়া না পড়ে, এজন্য ছোট ছোট কাষ্ঠখণ্ড বা বাঁশের কাচারি দুইপার্শ্বে দুই চারি খানি করিয়া পুঁতিয়া সুতাদিয়া ডাল বাঁধিয়া, উহার সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। ইহাতে ঐ চিরিত অংশের উপরিভাগে শিকড় বাহির হইবে—তখন তিন চারি

অঙ্গুলী নিম্নে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া লইয়া টবে বা ক্ষেত্রে পুঁতিয়া দিবে।

কতকগুলি বৃক্ষ এরূপ প্রকৃতির আছে, তাঁহাদিগের ডালের ছাল না তুলিয়া কেবল হাপোরে পুঁতিয়া রাখিলেই শিকড় গজায়।

এতদ্ভিন্ন চোক কলম, চুলীকলম, জিবে কলম প্রভৃতি কয়েক প্রকার কলম প্রস্তুত প্রণালী আছে। কিন্তু সে সকল অতিশয় কঠিন সর্ব্বদা প্রয়োজন হয় না। সখ করিয়া লোকে যেরূপ করিয়া থাকে। তাহা শিক্ষা পুস্তক পড়িয়া হয়, এরূপ বিশ্বাস আমাদের না থাকায়, এস্থলে লীপিবদ্ধ করিলাম না। প্রয়োজন হইলে কোন সুশিক্ষিত মালীর নিকট হইতে দেখিয়া লইলেই চলিতে পারে। কিন্তু সে সকল কলম প্রস্তুত প্রণালী গৃহস্থের তত প্রয়োজনে আইসে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আম্র বাগীচা।

আম্র আমাদের দেশের অতি উৎকৃষ্ট ফল। ইহার আদর এবং মূল্য যথেষ্ট। তবে কতক গুলি আম্র আছে, যাহা অতি উপাদেয় আর কতক গুলি আছে, যাহা তত ভাল এবং আদরণীয় নহে। যাহা ভালএবং উপাদেয় বলিয়া বিখ্যাত, বাগীচা করিতে হইলে, তাহারই আবাদ করা কর্ত্তব্য। উপাদেয় বলিয়া যে গুলি পরিচিত তাহা এই—ল্যাংড়া, ধুমবোম্বাই, সুরতবোম্বাই, আলফ্রান্স, কবাটভাঙ্গা, নাজীবদ্দীন্ হাইদর, বেলখাস, সুন্দরসা, ক্ষীরপুলী, হিমসাগর, কালাপাহাড়, গোপালধোপা, বৃন্দাবনী, তোয়াসেখ, আভা, ফজলি, বিষমটক, লক্ষ্মীজনার্দ্দন, মেতামমরিচসহর, দো ফলা, কাঁচামিঠা, কুলি, চালতাখাস্, বাটাঘোড়া, আঙ্গালে, বিশ্বনাথমুখো, ক্ষীরসাপাতি,

কুমড়াজালি, বড় মালদহ, আচাভো, আন্দার মানিক, খেজুরি, মোজা খাস, ওয়াটারগঞ্জ, প্রতাপপুরে, গোপালভোগ, ছাতারে, খেজুরগুড়, জালিবাঁধ, গোলাপগন্ধ, সরিখাস, প্যায়ারীখাস, রুইমুড়, পরাণকলে, আসমানতারা, ধূমখাস, গোলাবখাস, ইত্যাদি।

আম্রের বাগান করিতে হইলে এইসকল আম্রের গাছ প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য। ইহাতে লাভ যথেষ্ট হয়। তবে এসকল আম্রের মধ্যে অধিকাংশেরই আঁটিতে চারা আদৌ বাহির হয় না, আর আঁটির চারা হইতে কলমের চারার ফল শীঘ্রই হয় সুতরাং এ সকল আম্রের কলমের চারার গাছই অধিক এবং করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু কলমের গাছে সমান ভাবে ফল অধিক দিন হয় না ৪০।৫০ বৎসরের পর ধরন বড়ই কম হইয়া যায়, আর গাছ কাটিয়া বিক্রয় করিতে গেলে, চারার গাছ যেরূপ দরে বিক্রয় হয়, কলমের গাছ তাহার সিকি মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। তাহার কারণ আঁটির গাছ একরূপ তক্তী হয় কলমের গাছে তাহা হয় না। আর আঁটির গাছে, একশত বৎসর পর্য্যন্ত সমান ফলন হয়। অনেকে বলেন, চারার গাছ বেশী দিনে ফলে সেটা ভুল, আমরা চারিবৎসরে আম্রের আঁটির চারায় ফল ধরাইয়াছি। যত্ন ও তদ্বির করিলেই ইহা হয়। তবে যে সকল আম্রের আঁটিতে আদৌ চারা বাহির হয় না, তাহাদিগেরই কলম করিয়া গাছ করিবে।

আম্রের জন্য যোড়কলম এবং গুল কলম বাঁধাই কর্ত্তব্য মিষ্ট জাতির আম্রের চারার সহিত মিষ্ট জাতির আম্রবৃক্ষের শাখার কলম করিবে নতুবা আম্রের আস্বাদন ইতর বিশেষ হইয়া যায়। কলমের চারা শ্রাবন মাসে রোপন করিলে, তাহা প্রায় মরেনা। জল সেচন, পাইট এবং সার দেওয়ার রীতিমত ব্যবস্থা করিলে, ৩।৪ বৎসরেই কলমের চারা হইতে মুকুলোদ্গম হইয়া থাকে। মুকুল কিন্তু দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। নতুবা আম্র মোটা এবং সুস্বাদ বিশিষ্ট হয় না। দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত মুকুল ভঙ্গিয়া দিলে, আম্রও মোটা হয়, এবং চারারও তেজ হয়। আমড়া এবং বেলের চারা সহিত আম্রের যোড় কলম প্রস্তুত হইতে পারে, ইহাতে আম্র আমড়া ও বেলের গন্ধময় হয়।

আমের বাগীচা প্রস্তুত করিলে তাহাতে যথেষ্ট লাভ আছে, তাহা বলাই বাহুল্য তথাপি এস্থলে একটা মোটামুটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

জমা—————————————খরচ—————————————

জমা

প্রথম বৎসরে
বেড়ার কোনে
মান কচু
বসাইলে
অন্ততঃ ১০০০
কচু হইতে
পারে, হাজার
কচুর মুল্য
গড় পড়তা
প্রতি ৶০ আনা
হইলেও

———

১৮৭৷০
শাক আলু
চতুস্পার্শের
বেড়ার পাযে
অন্ততঃ জন্মায়

———

১০০৲

———

২৮৭৷৷০

মধ্যে বিলাতি
কুমড়া অভাব
পক্ষে ২/০ বিঘা
জমীতে

———

২০০৲

———

৪৮৭৷৷০

দ্বিতীয় বৎসর

খরচ

দুই বিঘা জমীর
খাজানা প্রতি
বৎসরে ৪৲ হিসাবে
১০ বৎসরে

———

৪০৲

জমী ঘেরা অর্থাৎ
বেড়া দেওয়া
ব্যায——

———

৫০৲

এক জন লোক
বা মালি মাসীক্
বেতন ৬৲ হিসাবে
১০ বৎসরে

———

৭২০৲

কচুর চারা খরিদ্দ

———

৷০

———

৮১০৷৷০

শাক আলুর বীজ
খরিদ

———

/০

কুমড়ার বীজ খরিদ্দ

———

/০

দুবিঘা জমীর আদার-
বিচ বিঘা প্রতি

এই সকল দ্রব্য

———

৪৮৭॥০

তৃতীয় বৎসর
শাক আলুর আয়

———

১০০৲

কচুর পরিবর্ত্তে
আদার আয় সমগ্র
জমীতে——

———

৫০০৲

———

৬০০৲

———

১০৮৭॥০

৮৲ মণ হিসাবে
১৬/০ মন দর ৩৲
হারে——

———

৪৮৲

রোপন খরচ
তুলাই অতিরিক্ত
লোকের মজুরী

———

১০০৲

আম্রের চারা
ফজলি ৪০ টা
১॥০ হিসাবে

———

৬০৲

———

১০১৪॥৶০

জমা——————————খরচ——————————
জের——————————জের——————————

১০৮৭॥০ ১০১৪॥৶০

চতুর্থ বৎসরে
আলুর আয়

———

১০০৲

———

১১৮৭॥০

সমগ্র জমিতে
হলুদ করিলে

———

১৫০৲

———

[illegible]৭॥০

হলুদের বিচ
খরিদ দুই বিঘার
জন্য ১৬/০ মন
মূল্য——৪৲

হলুদ রোপন
ও তোলা ব্যায়
———২৫৲

———

১০৪৭॥৶০

জের————১৩৩৭৷৹

৫ পঞ্চম বৎসরে

আলুর আয়

১০০৲

আম্র প্রতি গাছে

২০টা হিসাবে ৪০টী গাছে ৮০০ মূল্য

প্রতিশত ৬৲ দরে

৪৮৲

১৪৮৲

৬ বৎসরে

আলুর আয়

১০০৲

আম্র প্রতি গাছে

৫০ হইলে ২০০০

মূল্য——

১২০৲

২২০৲

৭ বৎসরে

আম্রের আয় প্রতি

গাছে এক শত

হইলেও ৪০০০

মূল্য——

২৪০৲

আলুর আয়

১০০৲

৩৪০৲

৭০৮৲

২০৪৫৷৹

জমা—খরচ

জের—

২০৪৫৷৹

৮ অষ্টম বৎসরে

আলুর আয়

১০০৲

আম্র প্রতি গাছে

২০০হইলেও

৮০২০ মূল্য

৪৮০৲

৫৮০৲

৯ বৎসরে

আলুর আয়

১০০৲

আম্রের আয

প্রতিগাছে ২৫০

হইলেও ৪০ টী

হইলে ১০০০০

মূল্য—

৬০০৲

৭০০৲

১০ বৎসরে

আলুর আয়

১০০৲

১৩৮০৲

৩৪২৫৷৷০

আম্রের আয়

৩৪২৫৷৷০

বাদ খরচ

১০৪৭৷৷৶০

২৩৭৭৸৶০

পরে বৎসরে বৎসরে যে, গাছে ফল বেশী হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ইহাতে লোকসানের আশঙ্কা কিছু মাত্র নাই। দুই বিঘা জমিতে যত্ন করিয়া আম্র রাখিলে, এবং কলিকাতায় লইয়া বিক্রয় করিলে, প্রতি বৎসরে খরচাদি বাদে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। পল্লীগ্রামে ৪।৫ বিঘা আম্রের বাগীচা থাকিলে গৃহস্থের কোন ভাবনাই থাকে না।

কাঁঠাল।

সমতল, উচ্চ এবং দোঁয়াস জমি, উত্তমরূপে কোপাইয়া, বড় জাতের সুপক্ক কাঁঠালের চেপ্টা আকারের বীজ লইয়া সারি করিয়া এক বিঘা জমিতে কুড়িটি রোপণ করিবে। পঁচিশটা পুঁতিলেও হয়, কিন্তু কুড়িটির অধিক চারা রাখিবে না, গাছ ঘন হইলে, তেজাল এবং ফলবান হয় না।

কাঁঠালের কলম হয় না। অনেকে বলেন, বট বৃক্ষের সহিত কাঁঠালের যোড়কলম হয়, কিন্তু তাহা কতদূর বিশ্বাস যোগ্য বলা যায় না। তবে আমরা একবার চেষ্টা করিয়া গুল কলমে চারা উৎপাদন করিয়া ছিলাম, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও বাঁচাইতে পারি নাই। ফলতঃ চেষ্টাদি করিয়া যতদূর বুঝিয়াছি,

তাহাকে বলিতে পারি, কাঁঠালের কলম হয় না। পরিপুষ্ট বীজ দ্বারাই কাঁঠালের চারা করা কর্ত্তব্য।

চারা অঙ্কুরিত হইয়া দুই তিনটি পাতা ছাড়িলে, বাঁশের ঠোঙ্গা, অথবা কঞ্চির ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া, চারার উপরে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে, চারা ছাগল গরু প্রভৃতিতে খাইয়া ফেলিতে পারিবে না, আর চারা বেশ সোজা হইয়া উঠিবে কাঁঠালের গাছ সোজা হইয়া যাহাতে উঠে, তাহা করা উচিত, কারণ সোজা গাছের অনেক তক্তা হয়, এবং সেজন্য মূল্যাধিক্যও হইয়া থাকে।

পাঁচ বৎসরেই চারা ফলবান্ হয়। প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত কাঁঠাল গাছে সমান ভাবে ফল ধরিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

পল্লীগ্রামেও কাঁঠালের শ ৮।৯৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়। চারা গাছে প্রথম বৎসরে ২।৩টা কাঁঠাল ধরে, কিন্তু তৎপর বৎসর হইতে ২০।২৫ টা করিয়া কাঁঠাল ধরিয়া থাকে। আর গাছ একটু মোটা, এবং শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইলে, প্রতিগাছে ৩।৪ শত করিয়া কাঁঠাল হয়।

লেখকের পিতার রোপিত একটি কাঁঠাল গাছ আছে, তাহার নাম "হাজারি" তাহাতে হাজার, বার শত করিয়া কাঁঠাল ফলে। কাঁঠাল ও ছোট ছোট নহে, এক একটা ওজনে প্রায় ১০ সের। তবে গাছ একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বটে।

কাঁঠালের বাগান একটা খুব ভাল আওলাত্ত। চারি বিঘা কাঁঠালের বাগান থাকিলে, সহসা যদি টাকার প্রয়োজন হয়। একজনের নিকট আবদ্ধ রাখিলে, যথেষ্ট টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর বৎসরে বৎসরে ঐ চারি পাঁচ বিঘায় গাছে যে ফল ধরে, তাহাতে একটা গৃহস্থের অনেক সুসার হয়।

আর পুত্র পৌত্রাদির জন্য যাঁহারা কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যাইতে ইচ্ছুক, তাহারা যেন ৫।৬ বিঘা কাঁঠালের বাগান করেন। নিজের লোকসান নাই প্রতি বৎসরই লাভ। অবস্থা ভাল থাকিলে উত্তরাধিকারীরাও প্রতিবৎসর লাভ পাইবে। আর যদি পুত্রাদির অবস্থা মন্দ হয়, ৫।৬ বিঘা জমির কাঁঠাল গাছ গোড়া কর্ত্তন করিয়া বিক্রয় করিলে, অনেক টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে।

কাঁঠাল কাঠে বহুবিধ প্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পিঁড়া, খড়ম, বাক্স, সিন্দুক, দরজা, জানলা, আড়া বরগা প্রভৃতি কাঁঠাল কাঠের উত্তম হয় ইহাতে ঘুন লাগেনা কাষ্ঠ্যাদি সুন্দর পালিস হয়, আর রঙও অতি শোভাময় এবং উজ্জ্বল। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের কম কাঁঠালগাছ সারে না। সুতরাং কার্য্যপযুক্ত হয় না কাঁঠাল গাছ সোজা ও সারবান হইলে ৫০।৬০্ মূল্যে বিক্রয় হয়, পঞ্চাশ বৎসর পরে ৫।৬ বিঘার কাঁঠালগাছের গোড়া কর্ত্তন করিয়া বিক্রয় করিলেও চারি পাঁচ হাজার টাকা এক কালীন পাওয়া যায়।

যে জমিতে বন্যার জল উঠে, সে জমীতে কাঁঠালের গাছ লাগাইতে নাই অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে বন্যার জল গোড়ায় লাগায়, কাঁঠাল গাছ মরিয়া যায়। কোন কোন গাছের কাঁঠাল কোয শূন্য হয়, ইহাকে ভুয়া কাঁঠাল বলে। এ দোষ নিবারণ করিতে হইলে, বর্ষার সময় ঐ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া দিবে, এবং ধানের চিটা দিয়া ঐ গর্ত্ত পুর্ণ করিয়া রাখিবে তদনন্তর কার্ত্তিক মাসে সারের মাটি দিয়া উহা পূর্ণ করিয়া দিবে।

অগ্রহায়ণ মাসে গাছের গায়ে কাঁটাবৃক্ষ এবং আসশেওড়া প্রভৃতি গাছ কাটিয়া ঠাসিরা বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহাকে 'ওম্' বান্ধা বলে। 'ওম্' বান্ধিলে গাছে কাঁঠালের ফলন বেশী এবং আকার বড় হয়।

যদি অত্যাধিক কাঁঠাল আইসে, তবে কিছু ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা আকার ছোট হইয়া যায়। একটু বড় করিয়া ভাঙ্গিলে লোকসান হয় না। কচি কাঁঠালকে ইঁচড় বলে—ইঁচড় তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা নিতান্ত মন্দ তরকারী নহে।

ডালিম।

দেশী ডালিম অপেক্ষা পাটনাই ডালিম সুস্বাদ এবং বড় হয়, সুতরাং মূল্যও অধিক। আবাদ করিতে হইলে, পাটনাই ডালিমের আবাদ করাই কর্ত্তব্য। রোপণ প্রণালী দেশী ও পাটনাই উভয় ডালিমেরই এক প্রকার।

বালির পরিমাণ অল্প এবং আবশ্যক মত রস থাকে, এরূপ জমিতে ডালিমের গাছ রোপণ করাই কর্ত্তব্য। যে জমিতে রসের ভাগ অল্প, এরূপ জমিতে গাছ ভাল সতেজ হয় না,—আবার রসাধিক্য হইলে অর্থাৎ জমিতে জলির ভাগ অধিক থাকিলে, সে গাছের ডালিম পাকিবার আগে ফাটিয়া যায়।

এক বিঘা জমিতে চাষ করিতে হইলে কুড়ি গাড়ি অর্থাৎ প্রায় ১০০ এক-

দশ মণ গোরু মহিষ বিষ্ঠার সার দিয়া, জমি কুপাইয়া এরূপ করিবে, যেন সারে ও মাটিতে মিশ্রিত হইয়া যায়।

তদনন্তর সুপক্ক ডালিমের টাট্‌কা বীজ ১০।১২ হাত অন্তর পুঁতিয়া প্রত্যহ আবশ্যক মত জল দিবে। অথবা অন্য কোন সারযুক্ত জমিতে ঐরূপ করিয়া ঘনরূপ বীজ পুঁতিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া লইয়া শেষ নির্দ্দিষ্ট সার দেওয়া, ও পাট করা জমিতে ১০।১২ হাত অন্তর চারা রোপণ করিয়া দিবে, এবং মধ্যে মধ্যে জল দিবে।

ডালিমের চারা বর্ষার প্রথমে রোপণ করিতে হয়। বর্ষা ভাল না হইলে মধ্যে মধ্যে চারার গোড়ায় জল দিবার ব্যবস্থা করিবে। শীতকালে একবার নিড়িন দিয়া, সমস্ত জমি খুঁড়িয়া একদিন অন্তর চারার গোড়ায় জল দিতে হয়। বীজের চারা ভিন্ন ডালিমের কলমের চারা ও হয়। বীজের চারায় বরং গুনান্তর হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু কলমের চারার স্বাদ ও আকৃতি মূল বৃক্ষের ডালিমের মতই হয়। কলম করিতে হইলে, ইহার গুল কলম করিবে। কলমের চারার একবৎসরেই ফল ধরে, আর চারার গাছ, দুই বৎসরেই ধরে, তবে সেরূপ যত্নও তদ্বির করিলে, একবৎসরে ও ফল ধারণ করিতে পারে।

ডালিম যখন হরিদ্রাবর্ণ হইয়া উঠে, সেই সময় পুরাতন কাপড়ের নেকড়া দিয়া প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে মুড়াইয়া বাঁধিতে পারিলে, রং খুব ভাল হয়,—দেখিতে বড়ই সুশ্রী ডালিম হয়। আরও ভ্রমরা প্রভৃতি পোকায় কাটিয়া ফেলিতে বা ছিদ্র করিতে পারে না।

ডালিমের একটা শত্রু আছে। পোকা ধরা। ডালিমে পোকা ধরিলে, কেরোসিন তৈলের ছিটা দিলে, আর পোকা ধরিতে পারে না।

এক বিঘা জমিতে একশত ত্রিশটা ডালিমের গাছ হয়। প্রতি গাছে গড় পড়তায় ৫০টি ডালিমের কম হয় না। ডালিমের সের কলিকাতায় পাইকেরী দরে ৷৷০ আট আনাই প্রায় বিক্রয় হয়। গড়ে ৪ হইতে ৫টি ডালিমে প্রায় সের হয়। অতএব প্রতিগাছে গড় পড়তায় প্রায় দশ সের ডালিম হইয়া থাকে। তাহা হইলে,—এক বিঘা জমিতে গড়ে প্রতি বর্ষে খরচ খরচা বাদে অনেক লাভই থাকে। এরূপ অল্প পয়সা খরচের প্রচুর লাভ কর ব্যবসায়ে ও আমরা নারাজ।

নিচু।

নিচুর বীজে যে চারা হয়, তাহাতে ফল ভাল হয় না। আর ফলবান হইতেও সে গাছের প্রায় দশবৎসর লাগে;—অতএব নিচুর কলমের চারা রোপণ কর্ত্তব্য।

গুল কলম করিয়া নিচুর চারা উৎপাদন করিয়া লইতে হয়। যেরূপ ক্ষুদ্র জাতিয় পচা মৎস্যের সহিত মাটি চট্‌কাইয়া, আম্রের গুল কলম হয় নিচুর তাহা হয় না; খৈলের সহিত দোয়াস মৃত্তিকা চট্‌কাইয়া তাহাতে নিচুর গুল কলম করিবে। অন্যান্য সকলের গুল কলম বাঁধিবার যে প্রণালী পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সেই প্রকারই। সচরাচর তিনমাসের মধ্যেই নিচুর কলম হইয়া থাকে।

এক বিঘা জমিতে ২০।২৫টী নিচুর চারা লাগান যাইতে পারে। নিচুর কলম কাটিয়া একটু স্বতন্ত্র প্রকারের হাপোরে লাগাইতে হয়। হাপোরের মৃত্তিকা অধিক গভীর করিয়া খনন করিলে চারার পক্ষে অনিষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য মৃত্তিকার উপরি ভাগের কেবল মাত্র তৃনাদি তুলিয়া ফেলিয়া তথায় গর্ত্ত খনন করতঃ চারা রোপণ করিবে এবং উহার মুলদেশে ভাল করিয়া মাটি চাপা দিবে।

খোলের সার যুক্ত এটেল মাটিতে নিচুর কলম লাগাইতে হয়। দোঁয়াস মৃত্তিকায় নিচুর গাছ হয়। কলমের চারায় তিন চারি বৎসরেই ফল ধরিয়া থাকে। কলম বাঁধিবার পূর্ব্বে ভাল এবং বড় নিচু ধরে, এরূপ গাছেই কলম বাঁধিতে হয়। বোম্বাই, মেকলিন, ইমার সন্, গোলা প্রভৃতি কয়েক জাতিয় নিচু উৎকৃষ্ট। বিহারী এবং মজঃফর পুরী নিচু অতি উপাদেয় অতএব এই সকল জাতিয় নিচুর কলম বাঁধিয়া চারা উৎপাদন করিয়া লইবে।

এক একটা গাছে অভাব পক্ষে ২০।২৫ হাজার নিচু আইসে। নিচু শত-করা ৵০ দুই আনার কমে কখন বিক্রয় হয় না। প্রতি বৃক্ষে ৩০।৩৫ টাকার নিচু হইয়া থাকে। অতএব দেখুন, এক বিঘা নিচুর গাছ থাকিলে, বাৎসরিক কত আয় হয়। ইহার ব্যয় মাত্র, ফল পাকিলে পাখীতে না খাইয়া যায়, এজন্য জাল দিয়া গাছ ঘেরা—ও পাহারায় একজন লোক। জাল একবার প্রস্তুত করিয়া রাখিলে, আর খরচ নাই।

কলিকাতায় লইয়া গেলে, এক কালীন দুশ পাঁচশ গাড়ি নিচু বিক্রয় হইয়া যায়। নিচু, আম্র প্রভৃতির আড়ত গুড়বৈঠকখানায় আছে।

সপেটা।

এই ফল সাহেবেরা অত্যন্ত ভালবাসেন—এবং বাঙ্গালিরাও আগ্রহ পূর্ব্বক ক্রয় করিয়া থাকেন, কলিকাতায় সপেটা টাকায় ১৬টা হইতে ২৫টী পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার আস্বাদন মিষ্ট। ফলের মধ্যে বালির মত শাঁস থাকে। আষাড় শ্রাবণে ইহার ফল হইয়া ফাল্গুণ চৈত্র মাসে পাকিয়া উঠে।

কলমে এবং বীজে উভয় প্রকারেই সপেটার চারা হইয়া থাকে। যোড় কলমে চারা উৎপাদনই সপেটার পক্ষে প্রশস্ত। কলিকাতায় সপেটার কলমের চারা।০ চারি আনায় এক একটা বিক্রয় হয়। কলমের চারায় তিন চারি বৎসরেই ফল ধরে—কিন্তু বীজের চারায় সাত আট বৎসরে ফল ধরিয়া থাকে।

সপেটার আবাদ দোঁয়াস মৃত্তিকাতেই ভাল হয়। বেলে মাটির গাছে, ফল ও অনেক ধরে এবং মিষ্ট ও ভাল হয়, কিন্তু গাছ ফলবান হইতে অধিক দিন লাগিয়া থাকে। আর এঁটেল মাটির গাছে যে ফল হয়, তাহা বড় এবং সুস্বাদু হয় না।

একবিঘা জমিতে ২৫টা গাছের কমে রোপণ করিতে হয় না। ইহার ফল, আম্র বা নিচুর মত ঝড়ে পড়িয়া যায় না কিম্বা ইহার ডাল ভাঙ্গেনা, ডাল এবং ফল বৃন্ত খুব শক্ত। পাইকেরী দরে সপেটা বিক্রয় করিলেও প্রতি বৃক্ষে ১০।১৫৲ টাকার কমে আয় হয় না। প্রতি বিঘায় বাৎসরিক ৩।৪ শত টাকা আয় হইতে পারে।

কুল।

দেশী, নারিকেলী, এবং কাশীর কুলই আমাদের দেশে এখন প্রচলিত। বীজের দ্বারা এবং কলমের দ্বারা ইহার চারা উৎপাদন করিতে হয়। মিষ্ট এবং বড় বড় কুলের আবাদ করিলে, অন্যান্য ফলের মত ইহাও অত্যন্ত লাভ কর হয়। কুলের চারার পক্ষে খইলের সারই অত্যন্ত অনুকূল।

কাশীর কুলবৃক্ষের পক্ষে দোঁয়াস, এবং দেশীয় কুলগাছের পক্ষে বেলে মাটিই প্রশস্ত।

আঁস ফল।

আঁইস ফল নিচুর মত এক প্রকার ফল। ইহা আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পাকে। বীজ এবং গুল কলম উভয় প্রকারেই ইহার চারা উৎপাদন করিতে পারা যায়। তবে বীজের চারায় মূল গাছের ফল হইতে গুণের ও আকারের তারতম্য হয়, অতএব গুলকলম করিয়া চারা করাই যুক্তি সঙ্গত। ইহার রোপণ প্রণালী প্রভৃতি সমস্তই নিচুর মত। ইহার গাছ নিচুগাছ হইতেও আকারে বৃহৎ হয়। ইহার এক একটা প্রমাণ গাছে দশ বার গাড়ি ফল ধরিয়া থাকে। আঁইস ফলের প্রতিশত কলিকাতায় পাইকেরী দরে এক আনার কমে কখনই বিক্রয় হয় না। প্রতি গাছে ইহাতেও ১০।১২৲ টাকা আয় হয়।

জাম।

জাম অতি উপাদেয় এবং উপকারী ফল। ইহার বীজে চারা জন্মে। গুল কলম করিয়া মোগু জাতিয় জামের চারা প্রস্তুত করিয়া লইলে তাহাতে উৎকৃষ্ট ফল ফলিয়া থাকে। ভাল দেশী জামের দর কম নহে। সর্ব্বত্রই ইহা আদরের সহিত বিক্রীত হইয়া থাকে।

জামের গাছ ৩০ বৎসরের হইলে, তাহাতে এক প্রকার সার জন্মে। তখন ইহা বহুবিধ কার্য্যের উপযুক্ত হয়, এবং অধিক মূল্যেও বিক্রয় হইয়া থাকে।

গোলাপ জাম।

গোলাপ জামের আবাদ জন্য এঁটেল, এবং ছায়াযুক্ত মাটীর প্রয়োজন। ইহার বীজে গাছ লাগাইলে ফল অধিক হয় বটে, কিন্তু আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র হয়, এবং পাকিবার বহু পূর্ব্বেই ঝরিয়া পড়িয়া যায়। অতএব গুল কলমে ইহার চারা প্রস্তুত করিয়া রোপণ করিতে হয়। অন্যান্য প্রণালী সমস্তই নিচু প্রভৃতি গাছের মত।

জামরুল।

জামরুল দুই প্রকারের বর্ণ বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এক লালবর্ণের, অপর সাদা। শ্রাবণ মাসে গুল কলম করিয়া ইহার চারা প্রস্তুত করিতে হয়। তিন চারি বৎসরে জামরুলের কলমের চারা ফলবান হয়। এক একটায় বহুল

পরিমাণে ফল ধরিয়া থাকে,—চৈত্র বৈশাখ মাসে, আমরুল খাদ্যের উপযুক্ত হয়। ইহার ও আয় কম নহে।

লকট।

লকট ফল খাইতে অম্ল মধুর ন্যায় আস্বাদ লাগে। ইহার মূল্য ও কম নহে। প্রতিশত ফলের মূল্য কলিকাতায় দুই আনা, তিন আনা।

গুল কলমে ইহার চারা প্রস্তুত করিয়া রোপণ করা কর্ত্তব্য। বীজে যে গাছ হয়, তাহার ফল ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত অম্লরস বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পাইট আদি অন্যান্য ফল বৃক্ষের মত।

পেয়ারা।

ভাল পেয়ারা অতি আদরের সহিত উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। আমাদের দেশী পেয়ারা তত ভাল নহে। আবাদ করিতে হইলে, কাশীর, কাফ্রি বা চিনের পেয়ারার বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহারই চারা দেওয়া কর্ত্তব্য। গুল কলমে ইহার চারা ভালই হয়। বীজের চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, পেয়ারার বোঁটার দিকে এবং মুখের দিকে অনেক খানি করিয়া, কাটিয়া বাদ দিবে। মাঝ খানে যে বীজ থাকে, তাহা লইয়া, একটা টবে খইলের সার যুক্ত দোঁয়াস মৃত্তিকা ধুলার মত গুড়াইয়া তাহাতে ঐ বীজ বপন করিয়া প্রত্যহ জল দিবে। শেষে চারা কিছু বড় হইলে, তুলিয়া দোঁয়াস জমিতে খইলের সার দিয়া উত্তম রূপে কোপাইয়া, তাহাতে লাগাইয়া দিবে। কলমের চারার পাইট, অন্যান্য গাছেরই মতন। পেয়ারা লম্বাটে এবং মুখের দিকে হইতে গোল গোল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেয়ারা হয়।

তুঁত ফল।

তুঁত ফল বৎসরে দুইবার হয়। একবার আশ্বিন মাসে, আর একবার ফাল্গুণ মাসে ইহার ফল ধরিয়া থাকে। গুল কলমে ইহার চারা প্রস্তুত করিতে হয়। তুঁত ফল আবার দুই জাতিয়। এক জাতিয় কে মালাচরি, অপর জাতিয় কে দেশী বলে। এঁটেল মাটিতে ইহা ভাল হয়। খইলের সার ইহার পক্ষে ভাল।

বিল্ব বা শ্রীফল।

বেলের আবাদ কম লাভ জনক নহে। ইহা যদি বড় এবং সুস্বাদু হয়, তবে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহার বীচিতে চারা হয়, কিন্তু

বৈঁচাপ্রার বেল বড় হয় না, এবং তাহার মধ্যে অত্যন্ত বীচি এবং আটা থাকে।

বেল বড় ও সুস্বাদ বিশিষ্ট করিতে হইলে, বড় এবং সুস্বাদ বেল যে বৃক্ষে হয়, তাঁহার শিকড়ের চারা লইয়া রোপণ করা কর্ত্তব্য. বেল গাছের শিকড় মাটীর মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সেই শিকড় হইতে চারা গজায়, ঐ চারা কিঞ্চিৎ শিকড় সমেৎ ছিড়িয়া লইয়া হাপরে লাগাইবে। রংপুরের বেল খুব ভাল এবং বড় বাগীচা করিতে হইলে তদ্দেশ হইতে চারা আনিয়া লাগানই উচিৎ।

ভাল এবং বড় বেল কলিকাতায় পাইকারী দরে প্রতিশত ৪।৫ টাকা বিক্রয় হয়। এক একটা গাছে ৭।৮ শত বেল হইয়া থাকে। একবিঘা জমিতে ২৫ টার কমে গাছ হয় না।

তদ্ভিন্ন কাঁকা পুর্ কুলে বেলের শাঁস বাহির করিয়া, উহার খোলা হইতে এক প্রকার মালা প্রস্তুত হয়, তাহা সকলে গলায় দেয়। আর ঐ সার লইয়া একটা উচ্চ ব্যবসা করা যাইতে পারে।

ঐ বেলের শষ্য ১ পাউণ্ড, ফুটিত ১২ পাইন্ট জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে, তদনন্তর উহাকে মৃদু অগ্নির উত্তাপে গাঢ় করিয়া, তাহাতে ২ আউন্স সোধিত সুরা মিশ্রিত করিয়া বোতলে পুরিয়া উত্তমরূপে ছিপি বন্ধ করতঃ বিক্রয় করিতে পারা যায়। ইহাকে, লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব বেল বলে। ইহা বৃটিশ ফার্ম্মোকোপীয়ায় গৃহীত। দুঃখের বিষয় ইহা বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া আমাদের দেশে বহুল পরিমানে বিক্রীত হইতেছে। ইহার গুণ বিরেচক, সংকোচক। কোষ্ঠবদ্ধ রোগে এবং ডিসেন্টিূতে ইহা মহোপকারক। কোষ্ঠবদ্ধ রোগে বেলের সরবতও সমূহ উপকারী। তদ্ভিন্ন বেলের মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে, যথেষ্ট লাভ হইতে পারে।

লেবু।

লেবু অনেক জাতিয়। বাতাবি, দেশী পাতি, চীনের পাতি, কাগ্‌জী, দেশী কাগ্‌জী, চীনের গোঁড়া, সরবতি কলম্বা, এলাচি, টাবা, নরকুলি, সাত্রী, কমকোয়াট, কাশীর কেওনা, শ্রীহট্টের কমলা, নারাঙ্গী—প্রভৃতি প্রাগুক্ত সমস্ত লেবুই বীচি এবং কলম দ্বারা হইয়া থাকে। কিন্তু বীচির লেবু ভাল হয় না

গুণের ব্যত্যয় হয়। কলম করিয়া লেবুর চারা করিলে, তাহার লেবু পূর্ব্ব গাছের মতই হয়। লেবুর গুলকলম করিতে হয়।

কলিকাতায় সর্ব্ব প্রকার লেবুই অতি আদরের সহিত বিক্রিত হইয়া থাকে। দরও কম নহে।

বিলাতী আমড়া।

বিলাতী আমড়ার প্রচলন আমাদের দেশে নিতান্ত কম হয় নাই। ইহা বিক্রয়ও হয় খুব, বিলাতীআমড়ার আঁটি ও কলম উভয় প্রকারেই চারা হইয়া থাকে। সর্ব্বদা যাহাতে রৌদ্র পায় এরূপ বেলে মাটিতে আমড়ার গাছ লাগাইলে ফল শীঘ্র ধরে এবং আমড়াও ভাল হয়।

বিলাতী ও দেশী উভয় প্রকারের আমড়ারই রোপন প্রণালী একই প্রকার।

বিলাতী আমড়া অপেক্ষা দেশী আমড়া যদিও টক কিন্তু উহার মধ্যে বাছিয়া লইতে পারিলে, অতিশয় অম্ল মধুর রস যুক্ত উত্তম স্বাদ বিশিষ্ট আমড়া পাওয়া যাইতে পারে, তাহারই চারা কিম্বা কলম লাগান কর্ত্তব্য। আর দেশী আমড়া কচি বেলা হইতে পক্ক ফল পর্য্যন্ত অতি আদরের সহিত বিক্রয় হয়। কলিকাতায় ইহা পাইকেরি বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার অম্ল, ও মাছ দিয়া চড়চড়ী অতি উপাদেয়।

মাদার।

মাদার বা ভেঁকল সর্ব্ব প্রকার মাটীতেই হইয়া থাকে। বীচে ইহার গাছ হয়। ইহা অম্লাস্বাদ প্রযুক্ত অনেক প্রকার তরকারীতে, ব্যবহার হয়।

কথ্‌বেল বা কপিত্থ।

ইহার গাছ বেলে মাটিতে হইলে শীঘ্র ফলবান হয় ও সুস্বাদু ফল প্রসব করিয়া থাকে। বীচি ও গুল কলম এই উভয় প্রকারেই গাছ হইয়া থাকে।

কথ্‌বেলের গন্ধ অতিশয় মনোরম। ইহা অম্লের জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহার চাটনী অতিশয় উপাদেয় ও সদ্গন্ধশালী। কলিকাতায় কথবেল দরেই বিক্রিত হইয়া থাকে।

করমচা।

ইহা আকারে ছোট, এবং খাইতে অম্ল মধুর স্বাদ আস্বাদ লাগে। বীচিতে ও গুল কলমে ইহার চারা হয়। এর একটা গাছে বহুতর ফল ধরিয়া থাকে।

পানি আলা।

বিচি ও গুল কলমে পানি আলার চারা হইয়া থাকে। ইহারও আস্বাদন অম্ল মধু। পানি আলার গাছে এত কাঁটা যে, ইহার উপর পাখী বসিলে আর উড়িয়া যাইতে পারে না।

নাস পাতি।

নাস পাতি আমাদের দেশীয় ফল নহে, উহা কাবুল অঞ্চলের ফল। এখন কিন্তু আমাদের দেশে জন্মাইতেছে। গুল কলমে ইহার চারা করিতে হয়। এই ফল ফাল্গুণে হইয়া বর্ষাকালে পাকে। কলিকাতায় ইহার কলম কিনিতে পাওয়া যায়।

আম পীচ।

আমপীচের বীজে যে চারা হয়, তাহা ফলিতে অনেক দিন লাগে। গুল কলমে চারা প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে, শীঘ্র ফলবান হয়। দোঁয়াস মৃত্তিকায় ইহার চারা রোপণ করিবে। এই ফলের আস্বাদন অম্লমধুর রস সংযুক্ত। বৈশাখ মাসে এই ফল পাকে।

পীচ।

পীচ ফল কলিকাতায় পাইকেরী দরে এক কালীন বহুসংখ্যক বিক্রয় হইতে পারে। এবং ইহার আয়ও নিচু হইতে নিতান্ত কম নহে।

ইহার বীজ ও কলম উভয় প্রকার হইতে চারা হইতে পারে। কিন্তু বীজের চারায় ফল ধরিতে অধিক দিন লাগিয়া থাকে আর ফল আস্বাদনে ও আকারে পূর্ব্ব বৃক্ষের অনুরূপ হয় না অতএব কলম করাই যুক্তি সঙ্গত। ইহার যোড় কলম করিতে হয়। আম্রের চারার সহিত যে নিয়মে আম্রের যোড় কলম প্রস্তুত করিতে হয়, ইহার যোড় কলম বাঁধিতেও সেই প্রকার নিয়ম আবশ্যক। এবং পাইট প্রভৃতি ও সমস্ত সেইরূপ।

পীচ একে বারে বহু সংখ্যক ধরিয়া থাকে, তজ্জন্য কিছু কিছু ভাঙ্গিয়া দেওয়া ভাল তাহা হইলে বৃক্ষস্থ ফল বেশ বড় হয়। পাকিবার পূর্ব্বে ফলে পোকা ধরিয়া থাকে, এরূপ হইলে, থলিয়া প্রভৃতি দ্বারা ফল আবৃত করিয়া রাখিতে হয়। তাহা হইলে আর পোকা ধরিতে পারে না।

আতা।

আতা অতি আদরের ফল। ইহা খাইতে অতিশয় সুস্বাদু। কলিকাতায় খরচা এক একটা আতা চারি পাঁচ পয়সা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। আতা ভাদ্র আশ্বিন মাসে পাকে।

আতার বীচি এবং গুল কলম উভয় প্রকারেই চারা হইতে পারে। দোঁয়াস মৃত্তিকা ইহার সমধিক উপযোগী। পাইট আদি অন্যান্য ফল বৃক্ষের ন্যায়।

নোনা।

নোনা চৈত্র বৈশাখ মাসে পাকে। বীজে গাছ হয়, গুল কলমেও চারা করা যাইতে পারে। রোপণাদি আতার মত।

এনোনামিউরেকেটা।

এই ফল চিন দেশে হইত, এক্ষণে সমস্ত দেশেই প্রায় জন্মিতেছে। ইহার আকার কাঠালের মত লম্বা ধরণের, কিন্তু ইহার কোয়ার মধ্যে আতার বীচির মত বীজ। নোনা অথবা আতার চারা সহিত ইহার যোড়কলম বাঁধিতে হয়। দোঁয়াস মৃত্তিকা ইহার সমধিক উপযোগী। অন্যান্য ফলবৃক্ষের মত ইহারও পাইটাদি করিতে হয়। খইলের সার এনোনামিউরেকেটার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল।

পেঁপে।

পেঁপের দাম খুব, ইহা যথেষ্ট রুচিকর, সুখাদ্য এবং উপকারী। কাঁচা পেঁপে তরকারী রূপেও ব্যবহার হয়।

ইহার বীজেই গাছ হয়। বর্ষাকালে সুপক্ক পেঁপের বীজ সার যুক্ত ও কিঞ্চিৎ সজল জমিতে ছড়াইয়া দিলেই গাছ হয়। তবে বীজ ফলের মধ্য ভাগের হওয়াই কর্ত্তব্য। নতুবা ফলের আকার ছোট হয়। চারা হইলে তুলিয়া অন্য স্থানেও রোপণ করা যায়, কিন্তু যে দিকে যে পাতা ছিল, সেই দিকে সেই পাতা রাখিয়াই রোপণ করিলে ভাল হয়। নতুবা ফল ছোট ও তিক্তাস্বাদ যুক্ত হয়।

যে গাছে থোল থোল ফল হয়। তাহা পুরুষ জাতির। সে গাছে পেঁপে হয় না, তাহা কাটিয়া দিবে। ৮। ৯ মাসেই প্রায় পেঁপে গাছে ফল ধরে। এক একটা গাছে বৎসরে অনেক পেঁপে ধরে।

জল পাই।

বীজ ও গুল কলমে ইহার চারা হয়। ইহা এক প্রকার আমড়া জাতিয়, রোপণ ও পাইটাদিও আমড়ার মত।

ফলসা।

বইচ জাতিয় ফল। বীচে জন্মে।

মোঙ্গষ্টিন।

আমাদের দেশে অনেক স্থলে ইহাকে বিলাতী গাব বলে। বস্তুতও প্রায় তাহাই। ইহার বীচি এবং গুল কলম উভয় প্রকারেই চারা হয়।

নোড়।

–বেলে মাটিতে ইহার বীচি পুঁতিয়া চারা করিতে হয়। ইহার বিশেষ কোন পাইট আদি না করিলেও চলে।

সেঁউ ফল।

দাবা কলমে ইহার চারা প্রস্তুত করিয়া, দোঁয়াস মৃত্তিকায় রোপণ করিতে হয়। সজল এবং কিছু নীচু ভূমিতে ইহার গাছ ভাল হয়, ও শীঘ্র ফলবান্ হয়।

আঙ্গুর।

আঙ্গুর অতি উৎকৃষ্ট ফল। ইহার স্বাদ ও মূল্য উচ্চ। আঙ্গুর বিদেশীয় ফল, কিন্তু এদেশে আবাদ করিলে, যথেষ্ট ফলিতে পারে। লাভও যথেষ্ট হয়।

আঙ্গুরের চারা রোপণের জমি কাঁকুরে হওয়া প্রয়োজন। মাছ পচা সার ইহার অত্যন্ত অনুকূল। দাবা এবং গুল কলমে চারা প্রস্তুত করিতে হয়।

মৌফল।

মৌয়া মদ পশ্চিম দেশে অধিক প্রচলন। মৌফলের আবাদে তাহারা মদ প্রস্তুত জন্য বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করে। ইহার ফুল অত্যন্ত সুগন্ধি বিশিষ্ট তদর্থে ইহার এসেন্ট প্রস্তুত করিলে যথেষ্ট লাভ করিতে পারা যায়। ফল ও বেশ সুমিষ্ট—বিক্রয় হয়। বিচি ও গুল কলম উভয় প্রকারেই চারা হয়। পাইটাদি অন্যান্য ফল বৃক্ষেরই মত।

কমলালেবু।

প্রদেশীয় জল বায়ুর গুণে কমলালেবুর স্বাদের তারতম্য হইয়া থাকে। অন্যান্য লেবুর মত ইহার রোপণ প্রণালী। ডাক্তার বোনাভিয়া অস্মদ্দেশ প্রচলিত কমলালেবুকে প্রধান পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) মান্‌-ডারিন, সিলেট, নাগপুর, পারেন বাগ ও মালটা। কিন্তু সিলেটের কমলাই সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়।

জায়ফল।

জায় ফল নানাবিধ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়, বলিয়া ইহার মূল্য ও আদর যথেষ্ট, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে জায়ফলের কলম বাঁধাই উচিৎ। গুলকলমে ইহার চারা করিতে হয়।

হরিতকী।

হরিতকীর বীচিতে ও গুলকলমে চারা হইয়া থাকে। সকল প্রকার মাটীতেই প্রায় হরিতকী গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমলকী।

গুলকলম ও বীচিতে চারা হয়। আষাঢ় শ্রাবণ কলম করিয়া, আশ্বিন্ কার্ত্তিক মাসে হাপোর লাগাইতে হয়। দোঁয়াস মৃত্তিকা এবং খইলের সার আমলকীর অনুকুল।

আলিগট।

আলিগক ফলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় এবং মূল্যবান। বিচি দ্বারা আলিগটের চারা প্রস্তুত করিয়া, ঈষৎ সেঁত সেঁতে মাটিতে লাগাইবে। বর্ষা কালে আলিগট পাকে। অন্যান্য ফল বৃক্ষের মত ইহারও পাটাদি করিতে হয়।

আখ্‌রট।

আখ্‌রট কাবুল দেশীয় ফল। গুল কলমে চারা করিতে হয়। কাঁকর বিশিষ্ট জমিতে যত্ন করিয়া লাগাইলে এদেশেও যথেষ্ট ফল ফলে।

তাল।

আঁটিতে চারা হয়। আট হইতে দশ বৎসরে তাল গাছ ফলিয়া থাকে। তাল গাছ খুব বড় হইলে, ইহার এক একটা গাছ দশ বার টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। অন্যান্য বৃক্ষের বাগীচা করিয়া তাহার বেড়ার কোলে কোলে তাল গাছ লাগাইয়া দিলে যথেষ্ট লাভ হয়। ইহার পাইটাদি এমন কিছুই করিতে হয় না।

বিবিধ দ্রব্যাদি তৈয়ারি প্রণালি।

নস্য।—

ভাল তামাকের পাতা মিহি করিয়া গুঁড়াইয়া গোলাপজলে সিক্ত করিয়া সূর্য্যকিরণে শুকাইতে হইবে। তিন চারিবার এই প্রকারে সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া মিহি চালুনি দ্বারা ছাঁকিলেই ইহা প্রস্তুত হইল। গোলাপ-জল ব্যতীত ল্যাভেণ্ডার ও অন্যপ্রকার পুষ্পজলেও নস্য সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

কাচ আঁটিবার পুটীন।——

ফুলখড়ি চূর্ণ ১০ তোলা এবং মসিনার তৈল ২॥০ তোলা একত্রে মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে সুন্দর পুটীন প্রস্তুত হয়।

ঝুটা স্বর্ণ।——

ঠিক সোনার ন্যায় উজ্জ্বল একরূপ ধাতু প্রস্তুত করিতে পারা যায়,— ইহাকে ইমিটেসন অব গোল্ড (Imitation of gold) কহে। নিম্নলিখিত নিয়মে এই ধাতু নির্ম্মিত হয়।—১৬ অংশ প্লাটিনম্ (Platinum) সাত অংশ তামা (Copper) ২১ অংশ দস্তা (Zinc) এই তিন দ্রব্য একটী মাটীর পাত্রে রাখিয়া তাহার চারিদিক আবদ্ধ করিয়া দিয়া উহাকে কয়লার আঁচে পুড়াইতে হইবেক; যখন তিনটী গলিয়া একটী চাপ হইয়াছে দেখিবে, তখন নামাইবে। ইহাতে যে ধাতু নির্ম্মিত হইবে, তাহার রং যে কেবল স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে এরূপ নহে, অন্যান্য অনেক গুণেও ইহা স্বর্ণের সমতুল হইবে।

মিলক অব রোজ।——

গ্লিসারিণ, ২॥০ তোলা, গোলাপজল, ৫ ছটাক: শোধিত গন্ধকচূর্ণ, পাঁচ আনা; এই কয়েক দ্রব্য একত্রে মিশাইয়া একটী শিশিতে ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে; ব্যবহার সময়ে শিশিটী নাড়িয়া একটী তুলি কিম্বা পালক দিয়া প্রত্যহ ৩।৪ বার লাগাইবে।

ধাতু নির্ম্মিত মোহরের লাল কালী।——

ম্যাজেন্টা আধ ভরি ও গ্লিসারিণ ১ ছটাক, একত্র মিশ্রিত করিলে মোহর ছাপা কালী হয়।

উৎকৃষ্ট জার্ম্মান রৌপ্য।——

তাম্র, ৫০ ভাগ ; দস্তা, ২৫ ভাগ ; নিকেল ধাতু, ২৫ ভাগ ; এই কয়েক দ্রব্য একত্রে গলাইলে উৎকৃষ্ট জার্ম্মাণ রৌপ্য হয়।

স্পিরিট্ ক্যাম্ফর্।——

পাঁচ আনা আন্দাজ কর্পূর, দেড় কাঁচ্চা আন্দাজ পরিশ্রুত (শোধিত) সুরায় দ্রব কর। সহজে দ্রব না হইলে, কোন উষ্ণ স্থানে রাখিলেই দ্রব হইয়া যাইবে। এইরূপ করিয়া একটী পরিষ্কার শিশিতে ছিপি বন্ধ করিয়া শীতল স্থানে রাখিবে। (কলেরার মহৌষধ)

টিনের বার্ণিস।

খানিকটা রজন, গর্জ্জন তৈলের সহিত অগ্নিতাপে গলাইয়া লও। উহাতে ইচ্ছামত সিন্দুর, জাঙ্গাল অথবা হরিতালচূর্ণ মিশাইয়া টিন বাক্স বার্ণিস কর। বার্ণিস অধিক ঘন হইলে টার্পিন দিয়া পাতলা কর।

দদ্রু নাশন।—

থাইমল, ১৫ ফোঁটা ; ক্লোরোফরম, ৬০ ফোঁটা ; অলিভ তৈল, ১৮০ ফোঁটা একত্র মিশাইলে, দদ্রু নাশক ঔষধ প্রস্তুত হইবে। উত্তম গব্য ঘৃতে সোহাগার খৈ মাড়িয়া দিলেও সকল প্রকার দাদ ভাল হয়।

টাকের সুগন্ধ তৈল।——

অলিভ বা সুইট অয়েল, আধ সের ; জলপাই কিম্বা বাদাম তৈল, আধসের ; ওরিগেনম, আধকাঁচ্চা ; রোজমেরি তৈল, ৬০ ফোঁটা ; ইংলিস্ ল্যাভেণ্ডার তৈল ৪০ ফোঁটা, একত্রে মিশাইলে টাকের চমৎকার ঔষধ হইবে।

রবার ষ্ট্যাম্পের লাল কালী।——

গেলেনার ১০ ড্রাম ও পরিশ্রুত সুরা ১ আউন্স একত্র মিশ্রিত করিলে রবার ষ্ট্যাম্পের লাল কালী প্রস্তুত হইবে।

মাছি মারা কাগজ।——

চিনি, রজন, রেড়ির তৈল, সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, অগ্নি তাপে গলাইয়া ম্যানিলা কাগজের উপর মাখাইয়া লইবে।

ইঁদুর মারা ঔষধ।—

চিনি, ২ পাউণ্ড; মাখন, ১ পাউণ্ড; সর্ষপ চূর্ণ ২ পাউণ্ড; ফস্‌ফরাস্‌, ২ আউন্স; গরম জল, ২ পাউণ্ড। প্রথমে ফস্‌ফরাস্‌ গরমজলে গলাইয়া সর্ষপ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে, তৎপরে বাকী দ্রব্য গুলি দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। রুটি কিম্বা অপর কোন দ্রব্যে মাখাইয়া রাখিতে হইবে; খাইবা মাত্র ইঁদুরবংশ ধ্বংস হইবে।

বিলাতী দীয়াশলাই।——

চিনি, ৪ কাঁচ্চা; গন্ধক, ৫ কাঁচ্চা; অতি মিহি গুঁড়ান ক্লোরাইড় অব পটাস্‌, ১৫ কাঁচ্চা ও গঁদ, আড়াই কাঁচ্চা; ক্রমে ক্রমে অতি সাবধানে ছুরি দ্বারা মিশ্রিত করিয়া রঙ করিবার নিমিত্ত একটু হিঙ্গুল দিবে। পরে সামান্য জল দিয়া সমস্ত দ্রব্যগুলি মর্দ্দন করিয়া কাইয়ের ন্যায় হইলে দেবদারু কাষ্ঠের কাটি প্রস্তুত করিয়া তাহার অগ্রভাগে উক্ত কাইয়ের ন্যায় দ্রব্য মাখাইয়া শুকাইবে। গঁদের সহিত পরিষ্কার বালি মিশাইয়া কাগজের উপর লাগাইলেই ‘বালি কাগজ’ প্রস্তুত হয়; এই কাগজে উক্ত দীয়াশলাই ঘষিলেই জ্বলিয়া উঠে।

কাঁচ প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়।——

পরিষ্কার সাদা বালি, মাটি, সোরা এবং কলা গাছ দগ্ধ করিয়া তাহার খার একত্র করিয়া অগ্নিতাপে দিলে কাঁচ প্রস্তুত হব এবং কিছু মেটে সিন্দুর দিলে শীঘ্র গলিয়া যায় ও অল্প হরিতাল মিশাইলে অতি পরিষ্কার কাচ হয়।

এসেন্স হোযাইট রোজ।——

গোলাপী আরক ৪ আউন্স; ভাওলেট আরক ৪ আউন্স; জেস্‌মিন্‌ আরক১ আউন্স; মৃগনাভি ২ গ্রেণ; টিংচার গ্রাস (রং করিবার জন্য যতটা আবশ্যক)। এই কয়েক দ্রব্য একত্র মিশাইলে, সুপ্রসিদ্ধ হোয়াইট রোজ সুগন্ধ আরক প্রস্তুত হইবে।

এসেন্স ভিক্টোরিয়া।——

আটো ডি রোজ ২ ড্রাম; নিরোলিতৈল ২ ড্রাম; অয়েল বার্গমট্‌ ৪ আউন্স; অটো পাইমেন্ট ২৪ ফোঁটা; আটো অফ্‌ ল্যাভেণ্ডার ১৬ ফোঁটা; এসেন্সজেস্‌মিন ২ আউন্স; টিংচার অরিস্‌রুট ১৬ আউন্স;

এসেন্স মস্ক্ ২ আউন্স; লেবু ফুলের জল ৪ আউন্স; স্পিরিট দেড় সের। অটো গুলি ম্যাগ্নিসিয়ার সহিত মাড়িয়া, এসেন্স গুলি ও লেবু ফুলের জল তাহাতে মিশ্রিত করিয়া ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে; অবশেষে স্পিরিট মিশ্রিত করিতে হইবে।

সুগন্ধি নারিকেল তৈল।——

নারিকেল তৈল ১ সের, চন্দন তৈল আধ ছটাক, পচাপাতা আধ পোয়া, বেনার মূল আধ পোয়া, গোলাপফুল (শুষ্ক) আধ পোয়া, হেনার আতর ২ ভরি। প্রথমে নারিকেল তৈলে পচাপাত, বেনার মূল এবং গোলাপ ফুল দিয়া ১৫ দিবস ভিজাইয়া রাখিবে; যখন দেখিবে; তৈলের গন্ধ আর পাওয়া যায় না, তখন হেনার আতর এবং চন্দন তৈল মিশ্রিত করিবে; রং করিবার নিমিত্ত য়্যালক্যানেট রুট্ ব্যবহার করিবে, আর তৈলকে রিফাইন করিবার জন্য ফ্লানেল কিম্বা ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে।

রোজ পাউডার।——

এরারুট,	১ পাউণ্ড,
রোজ পিঙ্ক,	৫ গ্রেণ,
অয়েল অব রোজ,	১০ ফোঁটা,
চন্দনতৈল,	৫ ফোঁটা,

একত্র মিশ্রিত করিবে।

সাদা সাবান।——

সাজিমাটী ও নারিকেল তৈল সমান ভাগে এবং কলিচুণ অর্দ্ধেক একত্র করিয়া জলে গুলিতে হইবে। সেই গোলা আগুণে চড়াইলে ফুটিতে ফুটিতে যখন গাঢ় হইয়া আসিবে, তখনই নামাইয়া তাহাকে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ ছাঁচে ঢালিলে সাবান প্রস্তুত হইবে।

হনি সাবান।——

সাদা সাবানে ভার্ব্বেনা ও রোজ জিরেনিয়ম মিশাইলেই হনিসোপ তৈয়ারি হইবে। উৎকৃষ্ট হরিদ্রাবর্ণ বারসোপ আগুণে গলাইয়া তাহাতে সাইট্রন্ তৈল দিয়া ছাঁচে ঢালিলেও হয়।

গোলাপী সাবান।——

একটী তামার পাত্রে যতটা আবশ্যক জল দিয়া ২০ আউন্স ভাল সাদা

সাবান ও ৩০ আউন্স অলিভ তৈল দ্বারা আগুণে সিদ্ধ করিবে। যখন উত্তমরূপে মিশ্রিত হইবে তখন ১২ আউন্স ভার্মিলিয়ান দিয়া রং করিবে এবং অগ্নি হইতে নামাইয়া ১ আউন্স গোলাপী আতর, আধ আউন্স দারুচিনির তৈল, আধ আউন্স ক্লোভ্স্ তৈল দিয়া ছাঁচে ঢালিবে। গলা সাবান ঠাণ্ডা হইলে ঐ সকল সুগন্ধিতৈল দিতে হইবে।

কার্ব্বলিক সাবান।——

বার ভাগ সাদা সাবান ও এক ভাগ কার্ব্বলিক এ্যাসিড একত্রে মিশ্রিত করিলেই অতি উত্তম কার্ব্বলিক সাবান হয়।

অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি এসেন্স।——

ল্যাভেণ্ডার তৈল ৪৮ ফোঁটা, লবঙ্গের তৈল ৩২ ফোঁটা, কমলালেবুর খোসার তৈল ১৬ ফোঁটা, বার্গমট তৈল ৮ ফোঁটা, নাইট্রিক ইথার ৮ ফোঁটা, রক্তচন্দনের তৈল ২ ফোঁটা, নিরোলি তৈল ২ ফোঁটা, দারুচিনির তৈল ১ ফোঁটা, এবং রেক্‌টীফাইড্ স্পিরিট, অ্যাম্বার গ্রিজ এসেন্স ও মৃগনাভির এসেন্স প্রত্যেকে অর্দ্ধ ছটাক। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত হইলে, তাহাতে অল্প পরিমাণে মধু ও ৮ আউন্স পরিস্কৃত জল মিশ্রিত করিলেই, এই এসেন্স প্রস্তুত হইবে।

কর্পূরের খেলানা।——

একটী ছাঁচে কর্পূর চাপে চাপে পুরিয়া, অপর ছাঁচ দ্বারা চাপা দিয়া, জোড়ামুখ বেশ করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। অনন্তর উনানের মধ্যে ঐ ছাঁচটী রাখিয়া অল্প অল্প প্রদীপ কি স্পিরিটের উত্তাপে জাল দিবে। তৎপরে নিম্ন ছাঁচের কর্পূর বাষ্পাকারে উপরের ছাঁচে লাগিয়া জমিয়া গিয়া তদাকার ধারণ করিবে। পরে বাষ্প তিরোহিত হইলে এবং ছাঁচ শীতল হইলে, ছুরি দ্বারা আস্তে আস্তে ছাঁচ খুলিয়া কি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।

হাতির দাঁতের খেলনা।——

মেজ নামক ইংলণ্ডের বৃক্ষের কাষ্ঠ খানিকটা ভিনিগারে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে, তৎপরে উহাদিগকে একত্রে সিদ্ধ করিতে হইবে। পরে ঐ কাথে গজদন্ত চূর্ণ করিয়া ২।১ দিন রাখিয়া দিলে বেশ নরম হইবে। আমন ঐ গজদন্তে যথা অভিরুচি দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে।

জুতায় মাখাইবার কালী।——

মাজুফল	১ ড্রাম।
শিরীষ	১ ঔন্স।
বকমকাষ্ঠ	৪ ঔন্স।
নরম সোপ	অর্দ্ধড্রাম।
স্পিরিট রেক্টিফায়েড্	১২ ঔন্স।

স্পিরিটে এই সকল দ্রব্য ৬।৭ দিন ভিজাইয়া রাখিবে। বকমকাষ্ঠ অগ্রে ভিজাইয়া পরে অন্যান্য দ্রব্য গুলি ভিজাইবে, পরে কাপড়দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া জুতায় মাখাইবে। এই কালি প্রত্যহই এক একবার নাড়া উচিত।

কাপড়ে লিখিবার কালী।——

ভেলার কস লইয়া ছুঁচ দিয়া কাপড়ে লিখিয়া চূণ মাখাইলে কাপড় হইতে দাগ সহজে উঠে না। ইংরাজি মার্কিং ইঙ্ক প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত দ্রব্য কয়েটী একত্র মিশ্রিত করিলেই হয়। পরিষ্কার জল একসের প্রথমে দুইটী কাঁচের বাটীতে রাখ। তৎপরে উহাদের একটাতে ২॥০ ভরি কাষ্টকি ও অপরটীতে তিনভরি চারি আনা সোডা দেও। যখন উভয় দ্রব্য জলে বেশ মিশিয়া যাইবে, তখন ঐ দুইটী একত্র কর। করিলে দেখিতে পাইবে পাত্রের তলায় দইয়ের মত একটী পদার্থ জমিয়াছে। ব্লটিং কাগজে জল ছাঁকিয়া ফেলিয়া, ঐ দইয়ের মত পদার্থটী বাহির করিয়া লইবে। তৎপরে উহার সহিত এক ভরি টারটারিক্ এসিড্ ও এক ছটাক ডিস্টিল্ড ওয়াটার উত্তমরূপে মিশাইয়া উহাতে দুই ভরি চিনি, তিন ভরি পাঁচ আনা আন্দাজ বাব্লার আঠা ও এক তোলা আর্চ্চিল দেও। আর্চ্চিলের পরিবর্ত্তে ভূষা কালিও দিতে পার। এইরূপ করিলে সুন্দর মার্কিং ইঙ্ক প্রস্তুত হইবে।

কাচ ও চিনের বাসনাদি যুড়িবার পুটিন।——

হাঁস কিম্বা মুরগী প্রভৃতির ডিমের শ্বেতাংশ পরিষ্কার করিয়া গরম গোঁড়া চূণের গুঁড়ার সহিত পেষণ করিতে হইবে। এই মিশ্রিত পদার্থে যে পুটিন প্রস্তুত হইবে, তদ্দারা ভাঙা বাসনাদি যুড়িলে উহা বেশ আঁটিয়া যাইবে। ডিমের ভিতরের তরলাংশ ও সফেদা সমান পরিমাণে লইয়া

একসঙ্গে পেষণ করিলে যে পুটিন প্রস্তুত হইবে, তদ্দারাও উত্তম যোড়া হইতে পারে। কাচ পাত্রের পরিমাণানুসারে রসুনের খোসা ছাড়াইয়া ছেঁচিয়া তদ্দারা ফাটা কিম্বা ভগ্ন স্থানে যোড়া দিলে উত্তমরূপ আঁটিয়া যাইবে। গুগলি কিম্বা শামুকের ভিতর হইতে লালাবৎ যে এক প্রকার রস নির্গত হয়, তদ্দারা কাচের পাত্র যুড়িলে উহা বেশ আঁটিয়া যায়।

চুলের কলপ।——

নিম্ন লিখিত দ্রব্য সকল একত্রে মিশ্রিত করিতে হইবে। মুদ্রাশঙ্খ ২ ভাগ, টাটকা শুষ্ক চূণ ১ ভাগ, খড়ি দুই ভাগ, এই চূর্ণ একত্র লইয়া গরম জলে গুলিয়া নেকড়া করিয়া চুলে মাখাইয়া রাখিতে হইবে। পরে দুই ঘণ্টা পরে চুল বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিলে চুল বেশ কাল হইবে। এই দ্রব্য খুব সাবধানে ব্যবহার করিতে হইবে; কারণ ইহা বিষাক্ত, সুতরাং যেন কোন মতে হাতে না লাগে, অথবা মুখে না যায়।

দেশী কালী।——

প্রথমে ভূষা বেশ করিয়া মাড়িতে থাক। পরে তাহাতে গঁদের জল দিয়া পুনর্ব্বার মাড়িয়া লও। যখন দেখা যাইবে যে, উহা উত্তম মিশ্রিত হইয়াছে, তখন তাহাতে চাল চুয়ান জল মিশাইয়া লইবে, ইহাতে বেশ দেশী কালি প্রস্তুত হইবে।

লাল কালী।——

ক্রিম্‌দানা	আধছটাক।
গরম জল	আধসের।
লাইকার এমোনিয়া	আধছটাক।

গরম জলে ক্রিম্‌দানা ভিজাইয়া রাখিবে। যখন দেখিবে উহা শীতল হইয়াছে, তখন আধ পোয়া জলে লাইকার এমোনিয়া মিশাইয়া দিবে। অনন্তর এক সপ্তাহ পরে উহা ছাঁকিয়া লইবে, ইহাতে উত্তম লাল কালী প্রস্তুত হইবে। উপরে জলের যে পরিমাণ লিখিত হইয়াছে, এমোনিয়া গুলিতে স্বতন্ত্র জল না লইয়া ঐ জল হইতে লইতে হইবে।

বেগুণে কালী।——

বকম কাষ্ঠের সিদ্ধ জলে ফট্‌কিরি মিশাইলে বেগুণে কালী প্রস্তুত হইবে।

হল্‌দে কালী।——

গাবুজ (আধগুঁড়া)	আধছটাক।
গরম জল	তিন ছটাক।
স্পিরিট	দেড় কাঁচ্চা।

প্রথমে গরম জলে গাবুজ ভিজাইবে। উহা উত্তমরূপ ভিজিলে তাহাতে স্পিরিট দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লইবে।

সোনালি কালী।——

গঁদের জলে সোনার স্তবক (ডাকের সাজে ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে) বা গুঁড়া উত্তমরূপে মাড়িয়া লইলেই এই কালী প্রস্তুত হইবে।

সাদা কালী।——

মিউরাটীক এসিড	১ ড্রাম।
জল	৭ ড্রাম।
আরবীয় গঁদ চূর্ণ	১০ গ্রেণ।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পেন কলমের দ্বারা লাল, নীল কিম্বা হরিদ্বর্ণের কাগজে লিখিবে।

নীল কালী।——

প্রুসিয়ান্ ব্লু ৬ ভাগ এবং অকজ্যালিক এসিড ১ ভাগ অত্যল্প মিশ্রিত করিয়া কাইএর মত করিবে ; পরে অধিক পরিমানে জল মিশ্রিত করিবে।

সবুজ কালী।——

ভার্‌দিগ্রিন্ ২ আউন্স ; ক্রিম্ অব্ টার্টার ১ আউন্স ; এই উভয় দ্রব্যকে ৮ আউন্স জলে দ্রব করিয়া, অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে এবং শীতল হইলে বোতলে পুরিবে।

শিরীষ কাগজ।——

কয়েকখানি শিরীষ শীতল জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া নরম হইলে, উষ্ণ জলের তাপে দ্রব করিবে। মধুর মত ঘন হইলে গরম থাকিতে একটা মোটা কাগজে মাখাইয়া তাহার উপর গুঁড়া কাঁচ ছড়াইয়া শুকাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট শিরীষ কাগজ হইবে।

বরফ।——

স্পিরিট্ অব্ ইথর ও কার্ব্বলিক এসিড্ মিশাইয়া একটি গরম ধাতুপাত্রে

রাখিলে শীতল হইয়া বরফের ন্যায় জমিয়া যায় এবং, তাহাতে জল দিলে সেই জলও তৎক্ষণাৎ বরফ হইয়া উঠে। ইহা পানীয় নহে।

আবির।——

রক্তবর্ণের ম্যাজেণ্টা আধপোয়া এবং দশ সের এরারুট লইয়া পরিমিত জলে উভয়কে মিশ্রিত করিবে;* তৎপরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই আবির প্রস্তুত হয়।

কপিং কাগজ।——

কোন আবশ্যকীয় পত্রাদির বা দলিল পত্রের নকল রাখিবার জন্য আজ কাল যে এক প্রকার কাল কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়।—ব্ল্যাকুলেড্ নামক ঔষধ কিঞ্চিৎ জলে মিশাইয়া ঐ জল একখণ্ড সাদা বস্ত্রে ভিজাইয়া, সাদা কাগজে মাখাইয়া শুকাইয়া লইলেই, কপিং কাগজ প্রস্তুত হইল। কোন কাগজের নীচে ঐ কাগজ দিয়া পেনসিল দ্বারা লিখিলে তিন চারি খানি কাগজে লেখা উঠে।

কৃত্রিম রৌপ্য।——

রাঙ্গ ৭।।০ ভরি ও তামা দুই সের একত্রে গলাইলে কৃত্রিম রূপা প্রস্তুত হয়।

বিলাতী বারুদ।——

সোরা ৭৫ ভাগ, গন্ধক ১০ ভাগ, কয়লা ১৫ ভাগ মিশাইলে বিলাতী বারুদ প্রস্তুত হয়।

এরারুট বিস্কুট।——

এরারুট আধ পাউণ্ড, মাখন ২ আউন্স, চিনি ২ আউন্স, ছির্কার সহিত কর্দ্দমাকারে মাখিয়া ছোট করিয়া অগ্নিতাপে ভালরূপ ভাজিলে এই বিস্কুট প্রস্তুত হয়। ইহা শিশুদিগের পক্ষে বড়ই মুখপ্রিয় ও উপকারী।

লাল গালা।——

ভিনিস্ টার্পিণ দেড় আউন্স, চাঁচ গালা ৪ আউন্স, আমেরিকান ভার্মি-লিয়ান রং ১ আউন্স, বাল্সাম্ পেরু ২ ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া গলাই-লেই লাল রঙের গালা প্রস্তুত হইবে।

ঘড়ির তৈল।——

একটী শিশির মধ্যে জল পাইয়ের তৈল রাখিয়া কতক পরিমাণ সীসার

গুঁড়া দিবে; এমত পরিমাণে দিবে যেন শিশির তলদেশ ঢাকা পড়ে। শিশির মুখ ছিপিবদ্ধ করিয়া ২০ দিবস পর্য্যন্ত সূর্য্যতাপে রাখিলে শিশির নিম্নে সরের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হইবে। সেই অংশ বাদ দিয়া অতি সাবধানে উপরের তৈল ঢালিয়া ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে ঘড়ির তৈল প্রস্তুত হয়। এই তৈল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা; কারণ ইহার ৬০ ফোঁটার মূল্য ১৲ টাকা।

রোলার।—

কিছু সুজি কিম্বা ময়দা লইয়া জল দিয়া মাখিবে। পরে উহাকে ডেলা পাকাইয়া, এক বাটী জলে অল্পে অল্পে ধৌত করিবে। শেষে যে সার পদার্থ হস্তের মধ্যে থাকিবে, তাহার সহিত সম পরিমাণে কলি চুণ মিশাইয়া কাষ্ঠাদি জোড়া দিবে। এই রোলার আটা শিরীষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

পাঁউরুটী।—

ময়দা বা সুজি আধপোয়া লইয়া উহার সহিত ১৮ গ্রেণ বা প্রায় ⁄১০ দেড় আনা ওজন বাই কার্ব্বনেট অফ্ সোডা মিলাইতে হইবে, তাহার পর টার্টারিক্ এ্যাসিড্ ১৫ গ্রেণ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত মিশাইবে ও ঐ মিশ্রণ জল দিয়া যত শীঘ্র পার মাখিয়া লইবে; সওয়া ছটাক জল লইলেই চলিবে। খুব গরম উনানের উপর গরম কড়া বা গরম গাম্‌লা ঢাকা দিয়া উহার আগুণ ও ছাই শীঘ্র বাহির করিয়া লইবে, পরে একটী ছোট পিতলের রেকাব কিম্বা লোহার হাতা কিম্বা তাওয়াতে করিয়া উনানের মধ্যে রুটীখানি শীঘ্র দিবে এবং উনানের মুখ একখানি ইট বা তাওয়া দ্বারা বন্ধ করিবে। এই উপায়ে পাঁউরুটী অতি উত্তম প্রস্তুত হয়। দ্রব্যগুলি মিশাইবার কৌশল জানা আবশ্যক এবং আগাগোড়া সকল কার্য্যই তৎপরতার সহিত করা উচিত।

উড্ পেন্‌সীল।—

প্লমবেগোর চাপ উত্তমরূপে আবৃত মুচীতে রাখিয়া খুব উত্তাপ দিবে। তাপে উষ্ণ হইয়া লাল হইলে পৃথক্ করিয়া শীতল করিবে, পরে তীক্ষ্ণ সরু করাতে সরু চতুষ্কোণ খণ্ডে বিভক্ত করত সিডার বা "সাটীন উড" নামক কাঠের মধ্যে গর্ত্ত কাটিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে।

দুগ্ধ গুঁড়া।——

সোডাকার্ব্ব অর্দ্ধ ড্রাম ও জল অর্দ্ধ ছটাক একত্র মিশাও। টাট্‌কা দুগ্ধ ১ কোয়ার্ট ও চিনি এক পাউণ্ড উহাতে মিশাও; অগ্নিতাপে জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া, উহাকে থালার উপর রাখিয়া উনানের উত্তাপে শুষ্ক কর। এই উপায়ে অতি উৎকৃষ্ট দুগ্ধগুঁড়া প্রস্তুত হইবে।

দন্তমঞ্জন।——

ক্রিম্ অফ্ টার্টার এবং চাখড়ি প্রত্যেকে আট আউন্স, গুঁড়া মার্ এক ড্রাম, গুঁড়া অরিস্‌রুট আধ ড্রাম ও গুঁড়া বার্ক ২ ড্রাম একত্রে মিশাইয়া খলে মাড়িয়া লইলেই পরিষ্কার দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হয়।

মহিষের শৃঙ্গের খেলনা।——

মহিষশৃঙ্গ দ্রব করিয়া তাহাতে বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা দ্রব করিবার সহজ উপায় নিম্নে লিখিত হইল।—কোন মৃত্তিকা পাত্রে এক সের গরম চূণ, আধ সের কাঠের ছাই, আর এক সের জল, এই তিন দ্রব্য মিশাইয়া সিদ্ধ কর; পরে তিন ভাগের একভাগ থাকিতে নামাইয়া কতকগুলি মহিষের শিং খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাতে তিন দিন ভিজাইয়া রাখিলে বেশ নরম হইয়া পিণ্ডাকৃতি হইবে। তখন উহাতে যদৃচ্ছা দ্রব্যাদি প্রস্তুত কর।

কাঁচকড়ার খেলানা।——

মহিষের শিং যে প্রণালীতে নরম হয়, কাঁচ কড়াও ঠিক সেইরূপ ভাবে গলাইতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত এইরূপ পদার্থে প্রস্তুত কোন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া গেলে একটী লৌহ শলাকা আগুনে লাল করিয়া দুইটী দ্রব্যের মুখ এক করিয়া সেই স্থানে লাগাইলে জুড়িয়া যায়।

দন্তমঞ্জন।——

সুপারি জাঁতিতে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে; তৎপরে ঐ গুলি বেশ করিয়া খোলায় ভাজিতে হইবে। ঘোর কটা রং হইলে নামাইয়া, ঐ গুলিকে বেশ চূর্ণ করিতে হইবে। তৎপরে ঐ চূর্ণকে কাপড়ে বেশ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই চূর্ণ ইচ্ছামত ওডিকলম বা কর্পূর দ্বারা সুবাসিত করিয়া লইলেই চলিবে।

এসেন্স অব রোজ।——

আড়াই পোয়া আন্দাজ রেক্টিফাইড স্পিরিটে আধ কাঁচ্চা গোলাপী আতর মিশাইয়া শিশিতে পূর্ণ করিয়া রাখিলেই সুন্দর এসেন্স অব রোজ প্রস্তুত হইল।

উৎকৃষ্ট ইউডিকলোন।——

আড়াই পোয়া আন্দাজ স্পিরিটে বার আনা ছোট এলাচের দানা, অয়েল অব নিরোলি, অয়েল অব সাইট্রম্, অয়েল অব বর্গামট, অয়েল অব অরেঞ্জ ও অয়েল অব রোজমেরি, প্রত্যেকে বার ফোঁটা যোগ করিয়া এক সপ্তাহ পরে ছাঁকিয়া অন্য বোতলে রাখিলেই ইউডিকলোন প্রস্তুত হইল।

মিল্ক অব রোজ।——

গোলাপজল ৫০ তোলা, টিংচার ষ্টোরাক্স ও টিংচার বেল্‌কুইল, প্রত্যেকে দুই তোলা, স্পিরিট অব রোজ ২৷৷০ ভরী, পরিষ্কার জল আড়াই পোয়া, এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র মিলিত করিতে হইবে। এইরূপ মিশ্রিত দ্রব্য-কেই মিল্ক অব রোজ বলে; ইহা দ্বারা চর্ম্ম মসৃণ ও ব্রণ প্রভৃতি দূর হয়।

লেবুর সাবান।——

দুই আউন্স বিটারএ্যাল্‌মণ্ড তৈল, এক আউন্স টার্‌টার্ তৈল, দুই আউন্স ভিনিস্ সোপ, এই কয় দ্রব্য অতি উত্তমরূপ নাড়িয়া নাড়িয়া মিশ্রিত কর। পরে এই গুলিকে ছোট বাক্সে রাখিলেই সুন্দর সাবান প্রস্তুত হইল। এই সাবানে চর্ম্ম সাদা ও নরম হয়।

গোলাপী লজেঞ্জ।——

অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ সাদা চিনি ৪ আউন্স, কারমাইন রং ২ গ্রেণ, গোলাপী আতর ১ ফোঁটা গঁদের সহিত উপরি উক্ত দ্রব্য কয়টী মিশাইয়া কর্দ্দমাকার করিয়া ছাঁচ দ্বারা চক্রাকার করিয়া শুকাইলে গোলাপী লজেঞ্জ প্রস্তুত হয়। ইহা বালকদিগের বড়ই মুখ প্রিয় দ্রব্য।

পিপার্‌মেণ্ট লজেঞ্জ।——

২টী ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ শ্বেতাংশের সহিত ৩ আউন্স অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ সাদা চিনি এবং ১৮ ফোঁটা পিপার্‌মেণ্ট অয়েল সংযোগ করিয়া গোলাপী লজেঞ্জ করিবার প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে।

উৎকৃষ্ট পমেটম।——

শূকর বা মেষের পরিষ্কার চর্ব্বি লইয়া কোন একটী পাত্রে জাল দিয়া গলাইতে হইবে। তৎপরে চর্ব্বি হইতে কেবল মাত্র তরলাংশ লইয়া ফ্লানেল কাপড়ে ছাঁকিতে হইবে। পরে নাইট্রিক ইথার কিয়ৎ পরিমাণে ইহার সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। ইহাতে চর্ব্বি পচে না ও সম্পূর্ণ গন্ধশূন্য হয়। তৎপরে এইরূপ চর্ব্বিকে প্রথমে রং করিতে হইবে। র‍্যাল্‌ক্যানেট্ রুট, ক্রিমদানা, কার্ম্মাইন প্রভৃতি দ্বারা লাল রং, পনাটো দ্বারা পীত রং হইয়া থাকে। এইরূপে পমেটম রং হইলে তৎপরে এসেন্স অব লেমন, এসেন্স অব বার্গামট, রোজমেরি অয়েল, ল্যাভেণ্ডার অয়েল প্রভৃতি যে কোন সৌগন্ধ দ্রব্য ইহার সহিত উত্তম রূপ মিশ্রিত করিলেই অতি সুন্দর পমেটম হইল।

উৎকৃষ্ট ল্যাভেণ্ডার।——

অটোডি রোজ, আধ ড্রাম; এস্তেন্‌সিয়্যাল্ অয়েল অব ইংলিশ ল্যাভেণ্ডার, ৪ আউন্স; রেক্টীফায়েড স্পিরিট, ১০০ আউন্স; এই ৩টী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে অতি উৎকৃষ্ট ল্যাভেণ্ডার প্রস্তুত হইবে।

লেমন সিরাপ।——

লেবুর রস ১০ আউন্স; পাতি লেবুর খোসা ১ আউন্স; রিফাইন্ চিনি ১৮ আউন্স। প্রথমে লেবুর সহিত লেবুর খোসা গুলি মৃদু তাপে সিদ্ধ করিবে; পরে চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনরায় সিদ্ধ করিয়া বোতলে আবদ্ধ করিবে।

রোজ সিরাপ।——

১৫ পাউণ্ড রিফাইন্ চিনি ও ১ পাউণ্ড লাল গোলাপ ফুলের পাপড়ি। ১০ পাউণ্ড জলের সহিত পাপড়ি গুলি ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া চিনি দিয়া সিরাপ প্রস্তুত করিবে।

গোলাপী আতর।——

গোলাপ পুষ্প সমূহ সম্পূর্ণ বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই তাহা তুলিতে হয় এবং পাপড়ি গুলি বাছিয়া লইয়া তাহাদিগের গাত্র হইতে ধূলা প্রভৃতি অপরিষ্কার পদার্থ অতি সতর্কতার সহিত পুঁছিয়া ফেলিতে হইবে। এ বিষয়ে বিলক্ষণ সাবধানতার আবশ্যক, নতুবা পাপড়িতে কোনরূপ

অপরিষ্কার পদার্থ সংযুক্ত থাকিলে আতর নির্গমের পক্ষে বিলক্ষণ বাধা জন্মে। গোলাপের পরিষ্কৃত পাপড়ি গুলি একটি পরিষ্কৃত কাঁচ, প্রস্তর কিম্বা মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া, তাহা নির্ম্মল জল দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। এখন এই পাত্রটী কোন অনাবৃত অর্থাৎ খোলা স্থানে ছয় সাত দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত রৌদ্রের উত্তাপে রাখিতে হইবে। তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ দিবস হইতেই জলের উপরিভাগে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ ভাসিতে থাকিবে। উহা আবার দুই এক দিবস পরেই ফেণার আকার ধারণ করিবে। এই পদার্থ গোলাপী আতর নামে খ্যাত। যতবার জলের উপরে ঐরূপ পদার্থ ভাসিতে থাকিবে, ততবারই তাহা পরিষ্কৃত তুলায় ভিজাইয়া তুলিয়া লইতে হইবে। আড়াই তোলা পরিমিত অতি উৎকৃষ্ট গোলাপী আতর প্রস্তুত করিতে হইলে প্রায় দুই লক্ষ গোলাপের প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণতঃ সেরূপ আতর দৃষ্ট হয় না।

গোলাপ জল।—

গোলাপী আতর প্রস্তুত করিবার সকল প্রক্রিয়াই ইহাতে প্রয়োগ করিতে হইবে। শেষে তুলায় ভিজাইয়া সমস্ত আতর তুলিয়া লইলে, যে জল অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই উৎকৃষ্ট গোলাপ জল। এইরূপ জলকে আরও সৌগন্ধযুক্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ যে জলে একবার আতর প্রস্তুত হইল, তাহাতে আবার গোলাপফুল ভিজাইয়া রাখিলে আবার আতর জন্মে, পরে ঐ আতর তুলিযা লইলে পূর্ব্বে জলের সৌগন্ধ ছিল, এক্ষণে তাহা হইতে আরও সৌগন্ধ যুক্ত হইবে;—এইরূপে গোলাপজল, ডবল, ট্রিবিল ডিষ্টিলড (double, treble, distilled) হইয়া থাকে।

ফুলেল তৈল।—

তিল কিম্বা বাদাম তৈলে কাপড় ভিজাইয়া তাহার উপর সুরভি ফুল সাজাইতে হয়। এক্ষণে ঐ পুষ্প স্তবকের উপর আবার তৈলাক্ত বস্ত্র আচ্ছাদন করিতে হইবে। এইরূপে স্তবকে ফুল ও কাপড় সাজাইয়া রাখিলে ফুলের গন্ধ ঐ বস্ত্রে আকৃষ্ট হইবে। যে পর্য্যন্ত বস্ত্রে উত্তমরূপ গন্ধ সঞ্চার না হইবে, সেই অবধি ঐরূপ করিতে হইবে। যখন বেশ বুঝিতে পারা যাইবে, বস্ত্রে উত্তম গন্ধ হইয়াছে, তখন সেই বস্ত্র নিংড়াইয়া লইলে সেই তৈল সুগন্ধবিশিষ্ট হইবে। সহজ উপায়ে ফুলেল তৈল প্রস্তুত করিতে

হইলে এই নিয়মটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। পুষ্প সম্বন্ধে একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক,—যে কোন ফুলহউক না কেন, উহা যেন এক জাতীয় হয়।

গোলাপী ফুলেল।——

ওলিভ অয়েল	আধসের।
গোলাপের পাপ্‌ড়ি বাটা	দুইছটাক।

বাসি ফুল অথবা কেবলমাত্র বিকাশ হইয়া আসিতেছে, এরূপ ফুল সংগ্রহ করিতে হইবে; ফুলের বোঁটা প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে; এখন ঐ পাপড়ি গুলি একটী পরিষ্কৃত পাত্রে বাটিয়া তাহা উপরি উক্ত পরিমাণে তৈলে মিশাইতে হইবে। যে পর্য্যন্ত তৈলে উত্তমরূপ গন্ধ না হয় সে অবধি তৈল ছাঁকিয়া পূর্ব্ববৎ পাপ্‌ড়ি বাটা মিশাইতে হইবে। যখন দেখা যাইবে তৈলের অতি সুঘ্রাণ হইয়াছে, তখন তাহা ছাঁকিয়া লইলেই গোলাপী তৈল প্রস্তুত হইল। যদি তৈলের লাল রং করিতে ইচ্ছা কর, তবে য়্যাল্‌ক্যানেট্‌ দিতে হইবে।

ম্যাকাসার অয়েল।——

বাদাম তৈল	তিন পোয়া।
য়্যালক্যানেট্‌	আধ ছটাক।
ওরিগেনম্‌ তৈল	যাইট ফোঁটা।
রোজমেরি তৈল	যাইট ফোঁটা।
জায়ফল তৈল	পোনের ফোঁটা।
গোলাপী আতর	পোনের ফোঁটা।
নিরোলী তৈল	ছয় ফোঁটা।
মৃগনাভির আরক (এসেন্স)	চারি ফোঁটা।

প্রথমে বাদাম তৈলে য়্যাল্‌ক্যানেট্‌ ভিজাইয়া উহার রং লাল করিয়া লইবে। পরে তাহাতে তালিকার লিখিত দ্রব্যগুলি একে একে মিশাইয়া বোতলে পূরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলেই অতি উৎকৃষ্ট ম্যাকাসার তৈল প্রস্তুত হইল।

টাকের তৈল।——

অলিভ বা সুইট অয়েল	আধসের।

জলপাই কিম্বা বাদামের তৈল	আধসের।
ওরিগেনাম্	আধ কাঁচ্চা।
রোজমেরি অয়েল	বাইট ফোঁটা।
ইংলিস্ ল্যাভেণ্ডার তৈল	চল্লিশ ফোঁটা।

এই কয়েকটী দ্রব্য এক সঙ্গে মিশাইলে টাকের চমৎকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই তৈল টাকের উপর মাথাইলে টাক ভাল হয়।

সুবাসিত গোলাপী নারিকেল তৈল।——

নারিকেল তৈল ৭॥০ আউন্স; অটো ডি রোজ ৫ ফোঁটা; অয়েল অফ নিরোলি ৫ ফোঁটা। প্রথমে নারিকেল তৈলকে য়্যালক্যানেট্ রুট (ইহা সকল বেণের দোকানে প্রাপ্তব্য) দ্বারা ভিজাইয়া রং করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে তৈলকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য ব্লটিং কাগজের একটী ঠোঙা করিয়া তাহার মধ্যে তৈল ঢালিয়া দিয়া একটী বোতলের মুখে বসাইয়া রাখিবে; ফোঁটা ফোঁটা করিয়া সমস্ত তৈল পড়িয়া গেলে উহা অতি পরিষ্কার হইয়া যাইবে; তখন উহাতে ঐ দুইটী গন্ধতৈল মিশাইলেই উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত হইবে।

অত্যুৎকৃষ্ট তৈল।——

বার্গমট অয়েল ১ ড্রাম; রোজমেরি ৩ ড্রাম; ল্যাভেণ্ডার ২ আউন্স; হেনা ২ আউন্স। ঐ ৪টী দ্রব্য একত্র মিশাইয়া ২।৪ ফোঁটা করিয়া মাথায় দিলে গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিবে।

সুবাসিত তৈল।——

নারিকেল, তিল, বাদাম অথবা মিঠা তৈল (সুইট অয়েল) ইহার যে কোন একটীর অর্দ্ধসের, ৫০ ফোঁটা রোজমেরি তৈলের সহিত মিশ্রিত করিলেই সুবাসিত তৈল হইবে।

স্বর্ণ ও রৌপের ব্যবসা।

স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনিময় হয় এজন্য এই ব্যবসায় খরিদ এবং বিক্রয় উভয়ে লাভ হয় স্বর্ণ খরিদ করিবার সময়, পাড়া গ্রামে যে দরে বিক্রয় হয় তাহা হইতে কলিকাতায় অফিষে খরিদ করিলে প্রতি ভরিতে নিশ্চয় ২৲ কমে পাইবেন রৌপ্য ও ঐ রূপ কমে পাওয়া যায় ইহা ভিন্ন পুরাতন অলঙ্কার খরিদে আর বেশী লাভ যথা বানিয়াদ, পান বাক্স, ময়লাবাদ, দরে ভরিপ্রতি—

১৲ টাকা কম পুরাতন গহনা নূতন রং করিলে প্রতিভরি বানিতে লাভ ২৲ টাকা পান মরতা প্রতি ভরি ২৷৷৹ টাকা, ময়লা ঝাড়াই ৷৷৹ আনা স্বর্ণে লাভ ১৲ মোট প্রতি ভরিতে গড়পরতা ৬৲ টাকা রৌপ্যের গহনায় যদিচ অত লাভ হয় না তথাপী অল্পমূল ধনে লাভ বেশী স্বর্ণএবং রৌপ্য উভয় ব্যবসায় কোন মতে লোকসানের ভয় নাই তবে স্বর্ণ চিনিয়া লওয়া আবশ্যক আজকাল কেমিকেল স্বর্ণ রৌপ্যের গহনার উপর স্বর্ণ পাত মোড়া নানাপ্রকার ধরনের গহনা হইয়াছে কেমিকেল রং করা গহনা পোড়দিয়া এসিড লাগাইলে ধরাপড়িবে পাতমোড়া গহনা চাপিয়া ধরিয়া তিনবার একস্থানে কশ লইলে ধরা পড়িবে এক স্থানে তিনবার কশ লইলে যদি ধরা না পরে তবে যে পাথরে কশ লওয়া হইবে সেইপাথরের উপর যে স্বর্ণ চিহ্ন দেখা যাইবে সেই রেখার উপর এসিড দিলে স্বর্ণ যদিহয় তবে রেখা থাকিবে অপর রং হইলে তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যাইবে স্বর্ণের ব্যবসায় বিস্তর জুয়াচুরি চলে অতএব সতর্ক হইয়া ব্যবসা করা আবশ্যক এই ব্যবসা নিষ্কলঙ্ক ভাবে চালাইলে লোক-সানের ভয় নাই অথচ নিশ্চয় লাভ হইবে পসার বাড়িবে ক্রমে আয় বৃদ্ধি হইবে যত দিন না জুয়াচুরিতে মন যায় ততদিন ব্যবসা কোন মতে পড়িবে না বরং দিন দিন সাধারণের নিকট বিশ্বাসী হইতে পারাযায় গহনার বায়না লওয়ার পূর্ব্বে এমৎ একটী আদান প্রদানের ফর্দ্দকরা দরকার যেন পরস্পর কোন প্রকারে ভুল ক্রমে কথান্তর না হয় যে ব্যক্তি গহনা গড়িতে দিবেন তিনি যদি ঘর হইতে স্বর্ণ দেন তাহা হইলে সেই স্বর্ণের কিঞ্চিৎ তাহাকে দেওয়া হয় কারণ গহনা গঠন হইলে সেই স্বর্ণের সহিত স্বর্ণ মিল করিয়া দিতে হয় মুল ধনি স্বর্ণ বা রৌপ্য ওজন করিয়া অধিনস্থ কর্ম্ম চারির সহি লইয়া স্বর্ণ বা রৌপ্য অলঙ্কার করিতে দিবেন পানও সতন্ত্র ওজন করিয়া দিবেন গহনা তৈয়ারি হইলে, গালা পোরার অগ্রে মুল ধনি কর্ম্মচারির নিকট হইতে ওজন করিয়া লইবেন ইহাতে যদি ওজনে কমবেশী হয় তবে নিশ্চয় জানিতে হইবে কর্ম্মচারি চুরি করিয়াছে কর্ম্মচারির নিকট ওজন করিবার কোন রূপ যন্ত্র থাকিতে দেওয়া উচিৎ নয় কর্ম্মচারিগণ যে ঘরে কার্য্য করিবে সে ঘরে অন্য লোক যাহাতে না যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা দরকার যে কর্ম্মচারির উপর সন্দেহ হইবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম হইতে অবসর করা হিতকর।

বাসনের ব্যবসা।

এই ব্যবসায় লোকসানের ভয় আদৌ নাই অথচ খরিদেও লাভ বিক্রয়ে ও লাভ যেমন স্বর্ণ রৌপ্যর ব্যবসায় কেহ ফেল হয় না প্রায়ই বড় হয় সেইরূপ বাসনের ব্যবসা করিয়া কেহ ফেল হয় না বরং দিন দিন উন্নতি দেখা যায় তবে লোকসানের ভয় আছে যদি অধিক টাকার মাল খরিদ করিয়া রাখা হয় আর সেই সময় যদি বাজার নরম হয় কিন্তু ইহাতে লাভও আছে কেননা বাজার যেমন নরম হয় তেমনি গরমও হয় গরম হইলে লাভহয় যাহারা ১০।২০ হাজার টাকা লইয়া ব্যবসা করেন তাহাদের ভয়ের কারণ নাই যে হেতু বাজারদরে পাইকেরী হিসাবে খরিদ হয় তেমনি বিক্রয় হয় লাভ নিশ্চয় হয় বাসনের দর অধিকাংশ লোকে জানেন না এই ব্যবসা অদ্যাবধি কেহ বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় করেন নাই ইহার বিজ্ঞাপন এইরূপভাবে প্রচার করিলে বিস্তর খরিদ্দার জুটিবে এবং লাভ ও প্রচুর হইবে। পুরাতন বাসন লইলে টাকার চরিআনা লাভ হয়।

সৎব্যবসায়ি বিজ্ঞাপন।

একদরে বিক্রয় করি কাহার ঠকিবার ভয় নাই পছন্দ না হয় বা দরে ঠকা হয় ফেরত দিবেন যাবতীয় রকম অর্থাৎ ঘড়া, ঘটী, বোগুনা, থালা, রেকাবী, বাটী, পীলশুজ, পুজার বাসন ইত্যাদী আমার দোকানে বিক্রয় হয় বাটীর চাকর চাকরানী পাঠাইয়া খরিদ করিতে ও ভয় করিবেন না ওজনে দর ঠিক পাইবেন চালান দৃষ্টে জাচাই করিয়া লইবেন অপছন্দ হয় বদলাইয়া লইবেন দর বেশী বোধ হয় ফেরত দিবেন মূল্য ফেরত দিব বেশী টাকার বাসনের ফর্দ্দ পাঠাইলে গ্রাহকের বাটীতে বসিয়া মাল ওজন করিয়া দিব বিদেশবাসী ভদ্র লোকের কর্ম্মচারিগণ চুরি করিতে পারিবেনা চালান দৃষ্টে বুঝিয়া লইতে পারিবেন অগ্রিম টাকা পাঠাইলে আমি মাল রেলে ষ্টীমারে পাঠাইয়া থাকি এবং পুরাতন ভাঙ্গা ফুটা বাসন বদল লই।

ঠিকানা——

দোকানে এক খানি সাইন বোর্ড দেওয়া আবশ্যক নতুবা কোন দোকান খরিদ্দারের চিনিয়া লওয়া অসুবিধা হয় সাইন বোর্ড এই বলিয়া লিখুন।

সংব্যবসায়ি।

এক দরে উচিৎ মূল্যে সর্ব্ববিধ তাঁবা, পিত্তল, কাঁসার বাসন এই ঘরে বিক্রয় হয়।

নং

নারিকেল তৈল বিক্রয়ে লাভ।

পাড়া গ্রামে বা সহরে সকলেই নারিকেল তৈল ব্যবহার করেন দোকান-দারগণও ইহাতে দশটাকা লাভ করিয়া থাকেন কিন্তু কিসে যে ইহার কাটতি বেশী হয় তাহা এ কাল পর্য্যন্ত কেহই চেষ্টা করেন না যে দোকানে মাসে ৫ মণ তৈল বিক্রয় হয় সামান্য ব্যয় করিয়া নিম্নলিখিত মসলা গুলি দিলে অভাব পক্ষে ২৫ মন তৈল বিক্রয় হয় মসলা দেওয়া সুগন্ধি তৈল দরে সের করা ১০ পয়সা বেশী লইলেও গ্রাহক সন্তুষ্ট হইবে অথচ লাভ বেশী হয় যথা মসলা প্রতিসের তৈলে পচা পাতা ৻২॥ একাঙ্গী ৻২॥ গোলাপ ফুল ৻১।

এই তৈল খালি দোকানে বিক্রয় করিতে পরামর্শ দেই না কলের মহাজন কেও এইরূপ ভাবে তৈল প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করি ইহাতে নিশ্চয় পাইকার বেশী হইবে যাহাদের দোকান নাই বাটীতে তৈল তৈয়ারি করিয়া ভদ্র লোকের বাটীতে বাটীতে বিক্রয় করিলেও বেশ লাভ হইবে ইহাতে বেশী পুঁজির দরকার নাই। নিম্নের হিসাব দেখুন আজকাল যে সকল তৈল সুগন্ধ বলিয়া বাজারে ৸৹ আনা শিশি ১৲ টাকা দেড় পোওয়া শিশি বিক্রয় হয় সেই সকল তৈল ফেলিয়া লোকে ।৶৹ সের খরিদ করিতে নারাজ হইবেন না বরং দিন দিন উন্নতি হইবে নারিকেল তৈল মণ ১০।৹ টাকায় পাওয়া যায় প্রতিসের যদি ।৶৹ হয় তবে মণ ১৩৸৹ বিক্রয় হয় মণ করা ৩।৹ লাভ থাকে ইহার মধ্যে খরচা ফেরি করিয়া বিক্রয় করিলে একটী লোকের বেতন প্রতি দিন ।৹ আনা মসলা মণ করা ১।৹ মোট ১॥৹ ব্যয় বাদে প্রতি দিন ২৲ টাকা উপায় হইবে।

অল্পপুঁজিতে বড় লোক হইবার উপায়।

এক আনার পয়সা লইয়া একটী ক্যারাসিন তৈলের বাক্স খরিদ কর ৻১। পয়সার কলার পাতা খরিদ করু ৻১। চুন খরিদ কর এক আনার পান খরিদ

কর। ৴১০ গোলাপজল খরিদ কর ৴১০ পয়সার সুপারি ও ৴১০ পয়সার ছোট এলাচ ৴৫ পয়সার ধোনের চাউল মোট ৶২৭॥ খরচ কর এক খানি পানের দোকান খোল ইহাতে যেমন করিয়া হউক প্রতি দিন ১৲ টাকা হইবে খরচ বাদে ৸৹ আনা থাকিবে ঐ ৸৹ আনার মধ্যে প্রতি দিন ৶৹ খাও বাকি নয় আনার সোডা ওয়াটার, লিমনেট, চুরট, দেসালাই, রুমাল, বুট মুক্ত, ছোট ছোট জামা দিন দোকানে আন ক্রমে ভাল জামা বুটজরী সাচ্চাজরি আসল মুক্ত, ভাল তালা চাবি সুগন্ধী দ্রব্য দোকানে আমদানী কর প্রত্যেক দ্রব্যতে বেশ লাভ আছে রুমাল ।৶৹ আনা ডজন ৸৹ বিক্রয়; সোডা ওয়াটার ৶১০ ডজন ।/৹ বিক্রয়; লিমনেট ।৶৹ ডজন ৸৹ বিক্রয়; এইরূপ সকল দ্রব্যতে লাভ হইবে এক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয় খরচ বাদে ১৫০০ দেড় হাজার টাকা আয় হইবে।

বানরের পাখাটানায় আয়।

যদি পুঁজি না থাকে তবে বাদা অঞ্চলে গাও জাল পাতিয়া কৌশল করিয়া বাঁদর ধর বাঁদর যে অন্য জীব অপেক্ষা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ট তাহা সকলেই অবগত আছেন ঐ বাঁদর ১৪টা লইয়া বাড়িতে আন বাঁদরকে তরকারীর খোসা বেগুণ সস্তা ফল কুমড়া নাউ ইত্যাদি খাইতে দিতে হইবে বাটীতে ৫।৭ দিন রাখিলে বানর গুলা বশীভূত হইবে পরে ২টী বাঁস বাগালের খুঁটী পুতিয়া তক্তা ঝুলাও ঠিক যেন পাখা ঝোলা গোছের হইবে ঐ পাখায় রসী লাগাইয়া বানরের হাতে রসী বান্ধিয়া দাও বানরগুলাকে পৃথক পৃথক খুটায় বাঁধ পালাইতে না পারে খুটাগুলি একসার হইবে নিজে পাখা টানিতে থাক বানরের হাতে টান লাগিলে বানরও তখন টানিতে আরম্ভ করিবে এইরূপে ১৫ দিনের মধ্যে বানরে পাখা টানিতে শিক্ষা পাইবে শিক্ষিত বানর একদিন কোন একটী বড় সাহেবের বাটীতে পাখা টানা দেখাইবে সাহেব মেমেরা বানরের পাখা টানা দেখিলে তৎক্ষণাৎ খরিদ করিবে সাহেবেরা ফাল্গুন মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত পাখার হাওয়া খাইয়া থাকেন অতএব ৮ মাসে পাখাটানা ২ লোককে বেতন দিতে হইলে অভাবপক্ষে দিন রাত্র জন্য ৯৬ টাকা ব্যয় পড়ে ৯৬ টাকার স্থলে ৫০৲ টাকার বানর বিক্রয় হইবে টাকার কম অথচ নূতন কাণ্ড সাহেব মহলে বানরের খাব নিশ্চয় হইবে এমন কি কিছু দিন বাদে ইংলণ্ড; এমেরিকা; ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি দেশে বানর চালান হইবে।

ছাগলের ব্যবসা।

ছাগের ব্যবসা পাড়া গ্রামের লোকের পক্ষে যেমন লাভজনক সহরের লোকের পক্ষে তেমন নয় একটী ছাগ বৎসরে ২ বার প্রসব করে কোন বারে ৩টী কোন বারে ৪টী বাচ্ছা হয় গড় পড়তা মরা ছাড়া বাদে বৎসরে ৪টী বাচ্ছা পাওয়া জায় মাদী ছাগ অপেক্ষা পুরুষ ছাগের মূল্য বেশী মাদী ছাগ গড় পড়তা প্রতি ছাগ ৷৵০ বার আনা ১০০০ হাজার ছাগ ৭৫০ টাকায় খরিদ কর ছাগ রাখিবার জন্য প্রাচির দেওয়া একটী বাটী প্রস্তত কর প্রাচিরের গাছে চালা তৈয়ারি করিয়া তাহাতে ছাগ রাখ এমত স্থানে ছাগের গৃহ করিবে যে স্থলে বাণের জল ২।৩ ক্রোশের মধ্যে না উঠে এবং ঘাস থাকে ইহা ভিন্ন খাজানা করিয়া ১০ বিঘা জমী লও ঐ জমিতে জিউনি গাছ কাঁঠাল গাছ সজীনা গাছ লাগাও ছাগে এই তিন গাছের পাতা খাইতে ভাল বাসে দেখিবে একবৎসরে কত লাভ হয় হিসাব দেখ, ছাগের পরম শত্রু শৃগাল, সেই জন্য প্রাচির আবশ্যক।

ছাগের আয় ব্যয়।

জমা	খরচ
প্রথম বৎসরে	এক হাজার একবিয়া-
এক হাজার ছাগে	নের মাদী ছাগ
যদি গড় পড়তা	৷৵০ হিসাবে——
৪টী ছানা হয	————
তবে মোট ৪০০০	৭৫০৲
ছানা ইহার মধ্যে	প্রাচির ও ঘর
অনুমান ২০০০	অনুমান——
হাজার নর ২০০০	————
হাজার মারী। নারী	২০০৲
২ হাজার ঘরে থাকিলে	খাজানা ১২ বিঘা
ঘরে ৩ হাজার	জমী একবৎসরে
মাদী ছাগ থাকিল	————
২০০০ হাজার পুরুষ	১২৲

ছাগ বিক্রয় করিলে
এক বৎসরের বাচ্ছা
১॥০ টাকা হিসাবে

৩০০০৲
দ্বিতীয় বৎসরে
আয়—

৪৫০০৲

৭৫০০৲
তৃতীয় বৎসরে
আয়—

১১২৫০৲

১৮৭৫০৲
বাদে খরচ

২৩৫০৲

১৬৪০০৲

চারালাগান খরচ

১৲
হাজারে ছাগ চরাই
বার জন্য স্ত্রীলোক
ও ছোকরা ৮ জন
গড় পড়তা বেতন
মাসিক ৪৲ দরে
এক মাসে ৩২৲ টাকা
এক বৎসরে—

১৯২৲

১১৬৬৲
এক জন মুহুরি ছাগের
জন্ম মৃত্যু বিক্রয় ও
প্রত্যহ গুনিয়া লওয়া
এবং মনিবের নিকট
দৈনিক রিপর্ট দেওয়ার
জন্য মাসিক বেতন
১২ হিসাবে ১২ মাসে

১৪৪৲
ছাতা, কাগজ, তৈল
তামাক, পুজার
সময় চাকর গণের
পার্ব্বনি ইত্যাদী
ব্যয়—

৫০৲

১৩৫০৲
দ্বিতীয় বৎসরে
ব্যয় ছাগ খরিদ

ও ঘর বান্ধান ৫০
টাকা বাদে

৪০০৲
অতিরিক্ত লোক
ছাগ চরাইবার
জন্য ৪ জন
বেতন——

১০০৲

৫০০৲
তৃতীয় বৎসরে
ব্যয়——

৫০০৲

২৩৫০৲

তিনবৎসর কারবার করিয়া যদি ষোল হাজার চারিশত টাকা লওয়া যায় তথাপি মুল ধনে হাত পড়িল না। বরং মূলধন ৭৫০৲ টাকা ছিল এইক্ষণে ব্যয় হাজার মাদী ছাগ হওয়ায় মুলধন ৯০০০ নয় হাজার টাকা দাঁড়াইল এই কারবার দশ বৎসর চালাইলে দশ বৎসর বাদে ফেলে ছোড়িয়ে প্রতি বৎসর লক্ষ টাকার উপর আয় হয় ছাগ বিক্রয়ের ভাবনা নাই কলিকাতায় আনিলে এক দিনেই বিক্রয় হয় বড় খাসী করিয়া রেঙ্গুনে চালান দিলে আর ও লাভ হয় স্মরণ রাখিবেন হিজড়া ছাগল প্রতিটা ৪০।৫০ টাকা বিক্রয় হয়।

শূকরের ব্যবসা।

শূকরের ব্যবসায় ছাগের ব্যবসা অপেক্ষা দ্বিগুন আয় শূকরের কারবার করিতে হইলে বড় বিলের নিকট করা আবশ্যক। কারণ শূকরে চেচ, কোচু, শালু ইত্যাদি খাইতে ভালবাসে ইহাদের সর্ব্বদা জলের আবশ্যক শূকর বৎসরে একবার প্রসব করে কিন্তু সেই এক বারেতেই ১০।১২ টি বাচ্ছা পাওয়া যায় শূকরের বয়ক্রম ১ বৎসর তাহার মুল্য ২৲ টাকা যাহার বয়ক্রম ২ বৎসর তাহার মুল্য ৫৲ টাকা যাহার বয়ক্রম ৫ বৎসর তাহার মুল্য ২০৲ টাকা

ছাগের যেরূপ হিসাব রাখা দরকার শূকরের ব্যবসায় সেইরূপ হিসাব রাখা আবশ্যক ছাগের খাইবার জন্য পাতা সংগ্রহ রাখিতে হয় শূকরের খাইবার জন্য ধানের কুঁড় রাখিতে হয় শূকরে অন্যান্য ফল অপেক্ষা খেজুর ভাল বাসে শূকর বিক্রয়ের ভাবনা নাই কলিকাতায় ভারি কাটতি এবং দরে বিক্রয় হয়।

মৎসের ব্যবসা।

মৎসের ব্যবসায় সমাজে কোন প্রকার নিন্দা নাই অথচ বিলক্ষণ লাভ পরিশ্রম ও নাই আসাড় মাসের শেষে বা শ্রাবনের প্রথমে নদীতে যে বান আসে ঐ বানে রুই, মিরগেল, কাতলা প্রভৃতির ডিম্ব ফেনার সহিত ভাসিয়া আসে সেই ফেনা ধরিয়া ছোট ডোবা যাহার জল ঘোলা সেই ডোবায় ফেলিলে কার্ত্তিক মাষের মধ্যে ডিম্ব হইতে পোনা হইয়া সেই পোনা অর্দ্ধ পোওয়া পর্য্যন্ত হয় (স্মরণ রাখা উচিত ডোবায় পুষ্করিনিতে বোওয়াল বা গজাড় থাকিলে তথায় পোনা ফেলা উচিতনয় তথায় পোনা ফেলিলে সব বোয়ালে ও গজাড়ে ভক্ষণ করিবে) কার্ত্তিক মাসে ঐ বড় পোনা বড় পুষ্করিনিতে ফেলিলে এক বৎসরে /২ সের /২॥ সের হইবে দ্বিতীয় বৎসরে মৎস্য /৩॥ সের /৪ সের হইবে ৫ বৎসরে ॥৫ সের হইবে মৎস্যের পুষ্করিণি রেলের ধারে হইলে রেলের শব্দে মৎস্য দৌড়াদৌড়ি করে ইহাতে মৎস্য শিগ্র শিগ্র বাড়ে যেখানে রেল নাই সেস্থলে পুষ্করিনির চারি ধারে তাল বাগান করিলে ভাল হয় যে পুষ্করিনিতে মৎস্য থাকিবে সেই পুষ্করিনিতে লোক স্নান করিলে লাভ আছে মৎস্যর পুষ্করিনিতে সেহালা দিলে জল শুখায় না এবং মৎস্য সেহালা খাইয়া বড় হয় এক পুষ্করিনিতে অধিক পোনা থাকিলে মৎস্য বাড়েনা বা মৎসর আস্বাদন কম হয়।

মৎসর আয় ব্যয় দেখুন।

জমা	খরচ
পাঁচবৎসর	প্রথম বৎসরে
বাদে সম্ভব	ডিম্ব খরিদ
প্রতি মৎস্য	১/ বিঘা জলাশয়ের
॥০ অর্দ্ধমণ	জন্য——
হইলে	————
২০০০ মৎস্য	

ওজন ১০০০ মণ
প্রতিমণ ৫৲ দর
হইলেও

৫০০০৲
দ্বিতীয় বারে
আয়

৫০০০৲

এক বিঘা জমী কাটাই

১০০০৲
ডোবা কাটাই।

৫০৲
পোনা ধরা ব্যয়।

১৲
মৎস্য ৫ বৎসর
বাদে ধরাই খরচ

৫৲
খাজনা ৫ বৎসর
রের ২৲ হিসাবে

১০৲

১০৬৭৲
দ্বিতীয় বারে
পুষ্করিণি কাটাই
খরচা বাদে

৬৭৲

১১৩৪৲

দেখুন প্রতি বৎসরে হাজার টাকা ঘরে বসিয়া আয় হয় কি না যাহাদের ৫।৭।১০ টা পুষ্করিণি থাকে তাহাদের কত আয় জমীদারিতে বা তেজারতের স্থলে বা অন্য কারবারের স্থানে মৎস্যার চাষ (করা যায়) করিলে বিলক্ষণ লাভ হয় ইটতোলা গর্ত্তে বা পুরাতন পুষ্করিণি কাটীয়া মৎস্য ছাড়িলে ব্যয় কম হয় ইহার তুল্য সুখের ব্যবসা অতি কম কারণ মামলা মকদ্দমা বা তাগাদা ধার দেওয়া নাই একবার শ্রাবণ মাসে একদিন ডিম্ব খরিদ করা আর এক

বার কার্ত্তিক মাসে পোনা লোকদ্বারা ধরাইয়া বড় পুষ্করিণিতে ফেলা পরে এক দিন মৎস্য ধরা মোটের উপর বৎসরের মধ্যে ৭ দিন পরিশ্রম করিলে হাজার টাকা আয় হয়। এই ব্যবসা ৫টী পুষ্করিণি লইয়া করিলে বৎসর বৎসর ৫০০০৲ হাজার টাকা আয় হয় যাহারা বেশী তাস, পাসা, দাবা খেলিতে ভাল বাসেন তাহাদের পক্ষে এই ব্যবসা উৎকৃষ্ট। মৎসর পুষ্করিণিতে হাঁস রাখিলে মৎস্য বাড়ে এবং হাঁসে ও যথেষ্ট আয় হয় এমন কি হংসের ডিম্ব, হংস বিক্রয় করিয়া খরচা উঠিতে পারে হংস ব্যবসা ও মন্দ নহে হংসের ডিম্ব কলিকাতায় ২০ বিক্রয় হয় ।০ চারি আনা হংস বিক্রয় হয় জোড়া ।।৵০ আনা ৮০ আনা হংস মাসের মধ্যে ১৫ টী ডিম্ব পাড়ে ২।৩ শত হংস থাকিলে প্রত্যহ কলিকাতায় ডিম্বর চালান দেওয়া চলে।

সম্পূর্ণ বিনা পুঁজিতে অর্থ উপার্জ্জন।

১। বিবাহের ঘট কালি।

২। কাপড়ের দালালি।

৩। লাল, হিরা, মুক্তা, জহরতের দালালি।

৪। মসলার দালালি।

৫। জমী ও বাটী বিক্রয়ের দালালি;

৬। লবণের দালালি।

৭। ঔষধের দালালি।

৮। ভুষ মালের দালালি।

৯। চিনির দালালি।

১০। ঘৃতের দালালি।

১১। ক্যারাসিন তৈল ও সুগন্ধীদ্রব্যের দালালি।

১২। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন পাঠাইবার দালালি।

১৩। মৎসর দালালি।

১৪। টাকা ধার দেওয়ানর দালালি।

দালালি কার্য্য বড় পরিশ্রমের সর্ব্বদা সত্য কথা বলা চাই লোকের নিকট বিশ্বাসী হইলে নমুনার মাল ছাড়িয়া দিবে সেই নমুনা লইয়া দোকান দারকে দেখাইয়া খরিদ্দার জোটাইতে হইবে ইহাতে পসার হইলে মাসে

২।৪ হাজার টাকা আয় হইতে পারে কিন্তু এই ব্যবসা কলিকাতা ভিন্ন অন্য স্থানে খাটে না।

সোনা রং করা।——

অলঙ্কারের পরিমাণ অনুসারে ছির্কাতে (ভিনিগার) কিঞ্চিৎ জাঙ্গালের গুঁড়া মিশাও। যখন দেখিবে উহা বেশ মিশিয়াছে, তখন তাহা অলঙ্কারে উত্তমরূপ মাখাও। এখন ঐ অলঙ্কার আগুণে বেশ করিয়া গরম কর। এই সময় একটী পাত্রে গরু কিম্বা ঘোঁড়ার চোনা রাখ। গহনাগুলি উত্তপ্ত হইলেই ঐ চোনাতে ডুবাইয়া দেও এবং তাহা শীতল হইলেই পরিষ্কার নেকড়ায় পুঁছিয়া লও, তখন দেখিবে তোমার সেই মলিন অলঙ্কারগুলিতে কেমন টকটকে রং ধরিয়াছে। একগোছা চুল জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিলে ধুম উঠিবে, তাহার উপর সোণার গহনা চিম্‌টা দ্বারা ধরিয়া রাখিলেই সোনার রং হইবে।

সোনার গিল্‌টি।——

প্রথমতঃ রসকর্পূর এবং নিশাদল সমভাগে নাইট্রিক্ এ্যাসিডে্ দ্রব করিয়া স্বর্ণ যোগ করিলে উহার ঘন দ্রব প্রস্তুত হইবে। ইহা রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্যের উপর মাখাইলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু উহাকে অগ্নিতাপ দিলে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিবে।

রূপার গিল্‌টি।——

বাই টার্টারেট্ অব পটাশ্ ২০ আউন্স ও ক্লোরাইড্ অব সিল্‌ভার ৯ আউন্স, এবং দশ হইতে ১৩ আউন্স পর্য্যন্ত জল দ্বারা কর্দ্দমাকারে মিশ্রিত করিবে। ইহা পিত্তল, তাম্র প্রভৃতি ধাতুপাত্রে তুলি দ্বারা লাগাইলে উৎকৃষ্ট রূপার গিল্‌টি হয়। ব্যবহার কালে ইহকে জল দ্বারা তরল করিয়া লইবে।

খোরাসনি পোলাও।——

চাউল একসের, মাংস এক সের, ঘৃত দেড় পোয়া, দারুচিনি, লবঙ্গ, জাফরাণ ও ছোট এলাচ বাটা প্রত্যেকে দুই আনা, ধনেবাটা তিন তোলা, পিঁয়াজ বাটা আধ পোয়া, মরিচ বাটা চারি আনা, কালজীরা দুই তোলা, আদার রস দেড় তোলা, লবণ তিন তোলা, এবং দধি এক পোয়া। প্রথমে মাংসে লবণ, পিঁয়াজ বাটা ও আদার রস মাখাইয়া দুই

দণ্ড আন্দাজ ঢাকা দিয়া রাখিবে, পরে ঢাকা খুলিয়া জাফরাণ, এলাচ, মরিচ, ধনে বাটা এবং দধি মাখাইয়া লও। পরে একটী পাক পাত্রে জীরা ছড়াইয়া উক্ত মাংস, দারুচিনি, লবঙ্গ এবং অর্দ্ধেক ঘৃত দিয়া আগুণে বসাইবে। অনন্তর অন্য একটী হাঁড়িতে চাউল গুলি আদ সিদ্ধ করিয়া ফেন গড়াইয়া অবশিষ্ট ঘৃতের সহিত মাংস ঢালিয়া দিবে। পরে ময়দা দ্বারা একখানি বড় রকম রুটী প্রস্তুত করিয়া পাক পাত্রের মুখে ঢাকা দিবে এবং তাহার উপর সরা কিম্বা অন্য কোন পাত্র আচ্ছাদন দিয়া চারি দিকে ময়দা দ্বারা বেশ করিয়া আঁটিয়া দিবে যেন ভিতরকার ভাপ বাহির হইয়া আসিতে না পারে। অনন্তর পাক পাত্রটী নামাইয়া নীচে উপরে কয়লার আগুণ চাপা দিবে। এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ রাখিলেই ভিতরকার জল মরিয়া চূড় চূড় শব্দ করিতে থাকিলে নামাইয়া লইবে।

হিন্দুস্থানি পোলাও।——

মাছ দেড়সের, ঘৃত এক পোয়া, চাউল এক সের, আদা আধ পোয়া, ধনে আধ পোয়া মরিচ সওয়া তোলা, তেজপাতা দুই তোলা, বাদাম আধ পোয়া, পেস্তা আধ পোয়া, কিস্‌মিস্ আধ পোয়া, লবঙ্গ ছয় আনা, ছোট এলাচ ছয় আনা, দারুচিনি ছয় আনা, ও লবণ সাড়ে চারি তোলা। এক সের জলে ধনে, মরিচ ও আদা দিয়া আঁক্‌নী কর; এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধেক লবঙ্গ ঘৃতে ফোড়ন দিয়া সাঁতলাও; পোলাওর হাঁড়িতে অল্প ঘৃত দিয়া তেজপাত বিছাইয়া মসলা, কিস্‌মিস্, বাদাম এবং মৎস্য সাজাও; এই থাকের উপরে অর্দ্ধসিদ্ধ চাউল সাজাও। এইরূপে মৎস্য ও অন্নাদি সাজাইয়া সর্ব্বোপরি সমুদয় ঘৃত ও আঁক্‌নীর জল ঢালিয়া হাঁড়ির মুখ ভালরূপে ঢাকিয়া হাঁড়ি দমে বসাও। আধ ঘণ্টা পরে নামাইয়া লইলেই হিন্দুস্থানি পোলাও হইল।

দুধের পোলাও।——

দুগ্ধ দুইসের, চাউল একসের, মাংস একসের, ঘৃত দেড় পোয়া, বাদাম আধপোয়া, কিস্‌মিস্ এক পোয়া, পেস্তা আধ পোয়া, ধনে দুই তোলা, তেজপাতা আধ তোলা, আদা দুই তোলা, মরিচ আট আনা, গন্ধ দ্রব্য আট আনা, মিছিরী এক তোলা, লবণ তিন তোলা। যেরূপ প্রকরণে মাংসের কোর্ম্মা রান্ধিতে হয় সেইরূপ ঘৃত ও মসলার সহিত চাউল

গুলি আধসিদ্ধ করিয়া পাত্রান্তরে রাখ। পরে একটী হাঁড়িতে আধ পোয়া ঘৃতে কিস্‌মিস্, পেস্তা ও বাদাম গুলি ভাজিয়া লইবে। অনন্তর হাঁড়িটী নামাইয়া তাহাতে যে ঘৃত থাকিবে সেই ঘৃতের উপর তেজপাতা গুলি সাজাইয়া তাহার উপর মাংস ও অন্নগুলি, থাকে থাকে সাজাও এবং অবশিষ্ট ঘৃত, কিস্‌মিস্ ভাজা ইত্যাদি এবং মিছিরীর গুঁড়া উপরে ছড়াইয়া দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দমে বসাও; কিঞ্চিৎ পরে জল মরিয়া আসিলে নামাইয়া রাখ।

কাবাব।——

হাড়শূন্য মাংস এক সের, পিঁয়াজ কুচি আধ পোয়া, দধি এক পোয়া, ঘৃত এক পোয়া, এলাচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি বাটা প্রত্যেকে দুই আনা, লবণ আড়াই তোলা, আদার রস দেড় ছটাক, ধনে বাটা দেড় তোলা, মরিচ বাটা চারি আনা। প্রথমতঃ মংসগুলিকে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইবে, পরে উহাতে দধি, লবণ ও অর্দ্ধেক আদার রস মাখাইয়া এক ঘণ্টা কাল ঢাকা দিয়া রাখিবে। অনন্তর ঘৃতে মাংসগুলি ফেলিয়া দিয়া নাড়া চাড়া করিতে থাকিবে; এই সময় আগুণের জ্বাল কমাইয়া দিবে। জ্বালে থাকিয়া মাংসের রস মরিয়া আসিলে নামাইয়া সমস্ত ধনে বাটা, অর্দ্ধেক মসলা ও দধি মাখাইয়া পুনরায় জ্বালে চড়াইবে; জ্বালে শুষ্ক হইয়া আসিলে নামাইয়া লইবে। অনন্তর একটী সরু শিকে, একখণ্ড মাংস ও একটি পিঁয়াজ কুচি গাঁথিয়া কয়লার আগুণ করিয়া, তাহার উপর ঘুরাইতে থাক এবং মধ্যে মধ্যে মসলা ও ঘৃত মাখাও। যখন দেখিবে মাংস সুসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন শিক হইতে মাংস খুলিয়া পাত্রান্তরে রাখ; যদি দুএক বারে সমস্ত মাংস শিকে গাঁথিতে না কুলায়, পুনরায় ঐরূপ করিয়া গাঁথিয়া, ঐ রূপে আগুণে ঘুরাইতে থাক।

ইংরাজী কাবাব।——

একসের আন্দাজ খুব থোড়া মাংস লইয়া, লবণ, জল ও গোল মরিচের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইবে, পরে সিদ্ধমাংস বাটিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে। অনন্তর আদা বাটা, এলাচ বাটা, দারুচিনি বাটা, এবং পুদিনা শাকের কুচি ও কিঞ্চিৎ লেবুর রসে ঐ মাংস মাখিয়া এক একটী লাড়ুর ন্যায় প্রস্তুত কর। এদিকে তিন চারিটী ডিম্বের

হরিদ্রাংশ একটী পাত্রে এবং কিঞ্চিৎ সুজি অপর একটী পাত্রে রাখিয়া, ঐ লাড়ু গুলির মধ্য হইতে এক একটী লইয়া, একবার ডিম্বের হরিদ্রাংশে ডুবাইয়া তাহাতে সুজি মাখাও; পুনরায় ডিম্বের হরিদ্রাংশে ডুবাইয়া আবার সুজি মাখাও। এইবার ঐ গুলিকে ঘৃতে ভাজিয়া লইলেই ইংরাজী কাবাব প্রস্তুত হইল।

চাকা কাবাব।——

হাড়শূন্য কোমল মাংসের চাকা একসের, লবণ দেড় তোলা, দধি এক পোয়া, পিঁয়াজ বাটা, ধনে বাটা দেড় তোলা, আদার রস দেড় তোলা, এলাচ লবঙ্গ ও দারুচিনি চূর্ণ প্রত্যেকে দুই আন, মরিচ গুঁড়া সিকি তোলা এবং ঘৃত আধ পোয়া। চাকা চাকা মাংসগুলির একপীঠ কোন অস্ত্র দ্বারা থেঁতলিয়া লও, পরে তাহাতে পিঁয়াজ বাটা, আদার রস, মরিচ, লবঙ্গ বর্ণ, ধনে বাটা ও গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ মাখাইয়া ঘৃতে অল্পমাত্রায় সাঁতলাইয়া লও। অনন্তর উহা শিকে গাঁথিয়া আগুণে ঘুরাইতে থাক ও মধ্যে মধ্যে ঘৃত ও দধি মাখাও; সিদ্ধ হইলে নামাইয়া লও।

মাংসের মোরব্বা।——

মেষের মাংস একসের, মাখন, ছোট এলাচ, লবঙ্গ দারুচিনি ও ধনে বাটা, লবণ, পাতিলেবুর রস এবং পরিমাণ মত জল। মাংস তিন খণ্ড করিয়া ধুইয়া লও এবং পরিমিত জলে চারিঘণ্টা কাল সিদ্ধ কর, অনন্তর নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে হাড়গুলি বাছিয়া লও। তৎপরে ঐ মাংসের সহিত সমুদয় মসলা ও লবণ মিশ্রিত করিয়া মাখনের সহিত জ্বালে চড়াও। যখন দেখিবে চুঁই চুঁই শব্দ হইতেছে, তখন উহাতে পরিমিত জল ঢালিয়া দিয়া ক্রমাগত নাড়া চাড়া করিতে থাক। যখন দেখিবে জল মরিয়া কাদার মত হইয়াছে, তখন লেবুর রস দিয়া নামাইয়া লও।

পাঁউরুটীর পুডিং।——

কিস্‌মিস্, চিনি, লবণ, ডিম এবং পরিমাণমত দুগ্ধ। একটী পাকপত্রে মাখন দিয়া কিস্‌মিস্ ও রুটী থাক্ থাক্ সাজাইয়া পাত্রটী পূর্ণ কর, পরে তাহাতে দুগ্ধ, চিনি ও ডিমের কুসুমাংশ ঢালিয়া দাও। কিয়ৎক্ষণ পরে অল্পমাত্রায় লবণ দিয়া অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা কাল জ্বালে রাখিয়া নামাইয়া লও।

পাঁউরুটীর পুডিং।——

কিস্‌মিস্‌, চিনি, লবণ, ডিম এবং পরিমাণমত দুগ্ধ। একটী পাকপাত্রে মাখন দিয়া কিস্‌মিস্‌ ও রুটী থাক্‌ থাক্‌ সাজাইয়া পাত্রটী পূর্ণ কর, পরে তাহাতে দুগ্ধ, চিনি ও ডিমের কুসুমাংশ ঢালিয়া দাও। কিয়ৎক্ষণ পরে অল্পমাত্রায় লবণ দিয়া অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা কাল জ্বালে রাখিয়া নামাইয়া লও।

বাজী তৈয়ারি ব্যবসা লাভ অল্প নহে ইহাতে বিলক্ষণ লাভ আছে।

হাউয়ের বারুদ।——

সোরা	১৬ ভাগ,
গন্ধক	৪ ভাগ,
কয়লা	২ ভাগ।

উল্লিখিত ভাগানুসারে সোরা, গন্ধক ও কয়লা ওজন করিয়া উত্তমরূপে গুঁড়াইবে। গন্ধকের দানা অদৃশ্য হইলেই জানিবে যে উত্তম গুঁড়ান হইয়াছে। তখন হাউয়ের খোলে ঐ বারুদ উত্তমরূপে ঠাসিবে; ঠাসা উত্তম না হইলে আওয়াজ হইয়া যাইবে। বাঁশের খোল নিতান্ত ভারী হইলে হাউই উঠিবে না, আর অত্যন্ত পাতলা হইলে ফাটিয়া যাইবে। বাঁশের গাঁটের দিকের ছিদ্রে পুনরায় ছিদ্র করিবে। অধিক দূর লম্বা ছিদ্র করিলে হাউই উঠিবে না, অল্প ছিদ্র করিলে আওয়াজ হইয়া যাইবে। হাউয়ের মাথায় তারা, সর্প প্রভৃতি নানা প্রকার কৌতুকজনক বাজী দিলে দেখিতে অতি সুন্দর হয়। উল্লিখিত বাজী দিতে হইলে বারুদঠাসা খোলের উপর অল্প বন্দুকের বারুদ দিয়া তদুপরি তারা, সর্প ইত্যাদি দিয়া কাগজ দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পরে বারুদঠাসা খোলের গাঁটের দিক নিম্নভাগে রাখিয়া পাকাঠি কিম্বা ধঞ্চে কাঠি দিয়া উত্তমরূপে বান্ধিবে ও ছিদ্রে একটী পলিতা দিবে। হস্তে করিয়া এই বাজী ছুড়া অতি অন্যায়, কারণ ফাটিয়া যাইতে পারে, পুরু কাগজের খোলে তত ভয় নাই।

তারাবাজী।——

শক্ত তল্লা বাঁশকে এরূপে কাটিবে যেন উহার একদিকে গাঁট থাকে।

পরে উহাতে আঠা দিয়া উত্তমরূপে পাট জড়াইবে। এইরূপে খোল প্রস্তুত হইলে, প্রথমে কিঞ্চিৎ গুঁড়ান বন্দুকের বারুদ দিবে, তাহার উপর একটী তারা দিবে, আবার তাহার উপর এক ইঞ্চি তারাবাজীর বারুদ দিয়া অল্প ঠাসিবে। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন পূর্ব্বক যে কয়েকটী তারা বাঁশের খোলে দেওয়া যাইতে পারে, ততগুলি তারা দিবে; পরে মুখে একইঞ্চি তারাবাজীর বারুদ দিয়া কাগজ দিয়া মুখ বন্ধ করিবে। প্রত্যেক খোলের মুখে যেন তারাবাজীব বারুদ ও প্রত্যেক তারার নীচে যেন গুঁড়ান বন্দুকের বারুদ থাকে। তারাবাজীর তারা যেন স্তম্ভাকার বা গোলাকার হয় ও খোলের ব্যাসের সহিত সমান থাকে। ঢিলা কিম্বা কষা হইলে হইবে না; তারাগুলি কেবল বন্দুকের বারুদের তেজে উর্দ্ধে উঠে। বেশী বন্দুকের বারুদ হইলে ফাটিয়া যাইবে ও অল্প হইলে উঠিবে না। অতএব এরূপ পরিমাণে বন্দুকের বারুদ দিবে যে যাহাতে তেজের তারতম্য না হয়।

পলিতা।——

বন্দুকের বারুদ উত্তমরূপে গুঁড়াইয়া পাতলা কাগজের উপর জলসংযোগে উত্তমরূপে মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পলিতা প্রস্তুত করিতে গেলে, ঐ কাগজ দুই তিন বা ততোধিক ভাঁজ দিয়া সরু করিবে, দেখিও ছিদ্রে দিলে যেন খসিয়া না পড়ে। পাট কোশাতেও পলিতা প্রস্তুত হয়। কেবল উহাতে বন্দুকের বারুদ গুলিয়া মাখাইলেই হয়।

তারাবাজীর বারুদ।——

সোরা	১ সের,
গন্ধক	৩ ছটাক,
কয়লা	৬ ছটাক।

লাল তারা।——

ভূষা কালী	১ ভরী,
পোটাস্ ক্লোরস্	৪ ভরী,
গন্ধক	৪।॰ ভরী,
শুষ্ক নাইট্রেট্ অব ষ্ট্রন্সিয়া	১৬ ভরী।

সবুজ তারা।——

নাইট্রেট্ অব ব্যারাইটা	১৫০ ভরী,
গন্ধক	৪২ ভরী,
পোটাস্ ক্লোরস্	৯৩ ভরী,
কয়লা	৭ ভরী,
হরিতাল	৭ ভরী।

নীল তারা।——

পোটাস্ ক্লোরস্	৯ ভরী,
কাশ্মীরী আঙ্গাল	২ ভরী,
গন্ধক	১ ভরী।

তারা।——

সোরা	১৬ ভরী,
গন্ধক	৪ ভরী,
হরিতাল	৭ ভরী।

গুঁড়ান মিহি।

ধূমকেতুবৎ তারা।——

গুড়ান বন্দুকের বারুদ	৮ ভরী,
গন্ধক	৩ ভরী,
সোরা	৮ ভরী,
কয়লা	৩ ভরী।

ময়ূরপুচ্ছ বাজী।——

হাউয়ের বারুদের সহিত কিঞ্চিৎ কাচ চুণ, সূক্ষ্ম ইস্পাত ও কাষ্ঠের চূর্ণ মিশ্রিত করিলে ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় অবিকল ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় দেখাইবে।

স্বর্ণবৃষ্টি।——

সোরা	১ ভরী,
গন্ধক	৷৵০ আনা,
কয়লা	।০ আনা,
বন্দুকের বারুদ	১ ভরী,
ভূষাকালী	৵০ আনা।

রৌপ্যবৃষ্টি।——

সোরা	৩২ ভরী,
গন্ধক	৮ ভরী,
কয়লা	১৬ ভরী,
ইস্পাতচূর্ণ	১ ভরী।

স্বর্ণ ও রৌপ্যবৃষ্টির বারুদ, সরু কাগজের খোলে পুরিয়া হাউয়ের মাথায় দিতে হয়। তারার বারুদ মিহি করিয়া গুঁড়াইবে। স্পিরিট কিম্বা জল দিয়া গোলাকার বা ত্রিকোণ কিম্বা স্তম্ভাকার করিবে।

উড়ন তুবড়ী।——

সোরা	১৬ ভরী,
গন্ধক	২৷৵৹ আনা,
কয়লা	২৷৵৹ আনা।

পেষাই মধ্যম। আধ ছটাক ও এক ছটাক খোলে উত্তমরূপে ঠাসিবে।

উড়ন চর্কী।——

হাউয়ের খোলের মত একটী খোল প্রস্তুত করিবে, পরে দুই ইঞ্চি পরিমিত হাউয়ের বারুদ উহাতে উত্তমরূপে ঠাসিবে। পরে এক ইঞ্চি পরিমিত মাটী ঠাসিয়া আবার দুই ইঞ্চি হাউয়ের বারুদ উত্তমরূপে ঠাসিবে। দুধারের দুই ইঞ্চি পরিমিত হাউয়ের বারুদের মধ্যস্থলে, খোলের উপরিভাগে, দুইটী ছিদ্র এরূপ করিবে যে অপরদিকে ছিদ্র না হয়। পরে মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিয়া যেখানে মাটী আছে একখানি বাখারি এক মুখ সূক্ষ্ম করিয়া উহার উপর বসাইবে। দুই ছিদ্রে দুইটী পলিতা লাগাইবে, যেন একেবারে দুইটাতেই আগুন লাগে। এই বাজী অতি ভয়ানক; এক মুখে আগুন ধরিলে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়।

ফুলের মালা তুবড়ী।——

সোরা	১ সের,
গন্ধক	১ পোয়া,
কয়লা	২৷ ছটাক,
লোহাচুর	২১ ছটাক।

বাতাসা তুবড়ী।——

গন্ধক	৩ ভরী,
সোরা	১ ভরী,
করলা	।/০ আনা,
লোহাচুর	২ ভরী।

মক্তিয়া তুবড়ী।——

সোরা	১০ ভরী,
গন্ধক	৩॥০ ভরী,
কয়লা	১ ভরী,
লোহাচুর	৪ ভরী।

সর্পবাজী।——

সোরা	১৬ ভরী,
গন্ধক	৪ ভরী,
কয়লা (কচা)	২ ভরী,
বন্দুকের বারুদ	৪ ভরী,
সূক্ষ্ম ইস্পাত চূর্ণ	৬ ভরী।

সাপের খোল তাসের মত পুরু কাগজের ন্যায় ছোট ছোট হইবে।

লাট্টু তুবড়ী।——

সোরা	৪০ ভরী,
গন্ধক	১৪ ভরী,
কয়লা (আকন্দ)	৩ ভরী,
লোহাচুর	৪৮ ভরী,

আনারসী তুবড়ী।——

সোরা	১০ ভরী,
গন্ধক	৪ ভরী,
কয়লা	১ ভরী,
লোহাচুর	৩॥০ ভরী,

সবুজ আলো।——

গন্ধক	৩ ভরী,

নাইট্রেট্ অফ্ ব্যারাইটা	৭৭ ভরী,
পোটাস্ ক্লোরস্	৫ ভরী,
কয়লা	৩ ভরী,
ধাতব সেঁকো	১৬ ভরী।

চন্দ্রমল্লিকা তুবড়ী।——

পুরাতন সোরা	১৬ ভরী,
গন্ধক	৪ ভরী,
কয়লা	১০ ভরী,
লোহাচুর	১৬ ভরী।

দাউদী তুবড়ী।——

সোরা	২০ ভরী।
গন্ধক	৬ ভরী,
কয়লা	১।০ ভরী,
লোহাচুর	২০।২২ ভরী।

রং মশাল।——

সোরা	১ সের,
গন্ধক	১ পোয়া,
হরিতাল	২ ছটাক,
নীল	১ তোলা,
কর্পুর	৩ তোলা।

লাল আলো——

পোটাস্ ক্লোরস্	৪।০ ভরী,
নাইট্রেট্ অফ্ ষ্ট্রন্সিয়া	৬৭।০ ভরী,
কয়লা	১৮০ ভরী,
গন্ধক	২২।০ ভরী।

পোটাস্ ক্লোরস্ অন্য কোন দ্রব্যের সহিত গুঁড়াইবে না। কোন দ্রব্যের সহিত ঘর্ষণ হইলে ভয়ানক আওয়াজ হইয়া পুড়িয়া যাইবে, অতএব সাবধানতা আবশ্যক।

হাজারা তুবড়ী।—

সোরা	২০ ভরী,
গন্ধক	৬ ভরী,
কয়লা	।৶০ ভরী
লোহাচুর	৮ ভরী।

গাঁদা তুবড়ী।—

সোরা	১২ ভরী,
গন্ধক	৪ ভরী,
কয়লা	১ ভরী,
লোহাচুর	৬ ভরী।

যুঁই তুবড়ী।—

সোরা	১০ ভরী,
গন্ধক	২ ভরী
কয়লা	৸০ আনা,
লোহাচুর	৫ ভরী।

ভুঁই চাপা।—

সোরা	১৪ ভরী,
গন্ধক	৫ ভরী,
কয়লা	১ ভরী,
লোহাচুর	৫ ভরী।

বোমা।—

নারিকেলের ছোট খোলে ছিদ্র করিয়া বন্দুকের দানা বারুদ পুরিবে এবং ঐ ছিদ্রে লম্বা পলিতা দিয়া খোলের চতুর্দ্দিকে উত্তমরূপে পাট বা দড়ি জড়াইবে। এই বাজী পুষ্করিণীতে পোড়ান আবশ্যক। স্থলে পোড়াইলে বিপদজনক হইতে পারে।

নসৃরিন্ তুবড়ী।—

সোরা	১২ ভরী,
গন্ধক	৩ ভরী,
কয়লা	৯ ভরী,

লোহাচুর	২০ ভরী।

নীল আলো।——

কার্ব্বনেট্ অফ্ কপার	১৫ ভরী,
কট্‌কিরির খই	১৫ ভরী,
গন্ধক	১০ ভরী,
ক্লরেট্ অফ্ পটাস্	৭৫ ভরী।

বেগুনী আলো।——

পোটাস্ ক্লোরস্	৫ ভরী,
নাইট্রেট্ অফ্ ষ্ট্রন্সিরা	১৬ ভরী,
ভুষাকালী	১ ভরী
রিয়াল্‌গার	১ ভরী,
সোরা	১ ভরী,
গন্ধক	২ ভরী।

গোলাপী আলো।——

পোটাস্ ক্লোরস্	১২ ভরী,
গন্ধক	৬ ভরী,
শুষ্ক খড়ি	৫ ভরী,
ব্ল্যাক্ কল্পাইড্ অফ্ কপার	২ ভরী।

ফুলঝুরী।——

সোরা	২০ ভরী
গন্ধক	২১।০ ভরী,
কয়লা	২১।০ ভরী,
লোহাচুর মিহি	৫॥০ ভরী।

৪ ইঞ্চি লম্বা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি ঢুকিতে পারে এরূপ ছিদ্রযুক্ত কাগজের খোল লইবে।

জেস্‌মিন্ আরার।——

সোরা	১ ভরী।
গন্ধক	৩ ছটাক,
কয়লা	১ পোয়া,

লোহাচুর মিহি ৩ ছটাক,

বাঁশের খোলে পুরিবে।

গোল্ড রেঞ্জ।——

সোরা	১৬ ভরী,
গন্ধক	১ ভরী,
কয়লা	৮৵১ আনা,
লোহাচুর	৫ ভরী।

চর্কী বাজী।——

একটী গোলাকার বাঁশের ঠাট প্রস্তুত করিবে। পরে উহার মধ্যস্থলে একটী কাঠি পরিধির সহিত উত্তমরূপে দৃঢ় করিয়া বাঁধিবে। ঐ কাঠির ঠিক মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিয়া, একটী বাঁশের এক মুখ সূক্ষ্ম করিয়া উহার উপরে ঐ চক্র বসাইবে। হাউয়ের যেমন বাঁশটী বাঁধিতে হয়, ইহাতে তাহা না বাঁধিয়া ঐ খোল তিনটা বা চারিটা ঐ চক্রে এরূপে বাঁধিবে যে খোলের গাঁটের দিক এক দিকেই থাকিবে। প্রথমে একটীতে পলিতা লাগাইবে, পরে ঐ খোলের মাথার দিক হইতে আর একটী খোলের গাঁটের মুখ পর্য্যন্ত আর একটা পলিতা লাগাইবে। এইরূপে যত খোল চর্কীতে থাকিবে ততগুলিতে পলিতা লাগাইবে। পলিতাগুলি পাছে খুলিয়া যায় বা একেবারে ধরিয়া যায়, তজ্জন্য উত্তমরূপে কাগজ দিয়া মুড়িবে।

কদম ঝাড়।——

তলতা বাঁশ লইয়া ছিপের মত ৪০।৫০ বাখারি প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ বাখারিগুলির মোটাদিক একটী ৫।৬ হাত বাঁশের গায়ে চারি থাকে ১০।১২টী করিয়া বাঁধিবে, প্রত্যেক বাখারির অগ্রভাগে ছোট ছোট রংমশাল বাঁধিবে, এবং সমস্ত গুলির মুখে একটী করিয়া পলিতা লাগাইবে। পরে একটী বড় পলিতা লইয়া একটী থাকের সমুদয় রংমশালের পলিতার সহিত যোগ করিয়া বাঁশে এরূপে বাঁধিবে, যেন বাখারি বাঁশের সহিত লিপ্ত হয়। এইরূপে অপর থাকগুলিকে বাঁধিয়া আর একটী বড় পলিতা দিয়া সব কয় থাকের পলিতার সহিত যোগ করিবে। একটী পলিতার আগুণ লাগিলে সব পলিতায় লাগিবে, সুতরাং রংমশালগুলিও

একেবারে ধরিয়া যাইবে। বাখারি গুলির একমুখ বাঁশের সহিত বন্ধন জন্য খুলিয়া না পড়িয়া, রংমশালের ভারে অবনত হইয়া কদম্বপুষ্পের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিবে।

রেলওয়ে বাজী।——

একখানি বাঁশের রেলওয়ে প্রস্তুত করিয়া উহার পশ্চাৎভাগে (নিম্ন দেশে) একটী বা দুইটী সমান হাউয়ে (বারুদ ঠাসা ও গাঁটের দিকে ছিদ্র করা) খোল বাঁধিয়া এবং এক সমান পলিতা দিয়া সমান স্থানের উপর বসাইয়া আগুণ দিলে উহা বেগে চলিয়া যায়।

কুমীর বাজী।——

হাউয়ের খোলের মত কতকগুলি খোল প্রস্তুত করিবে, পরে উহাতে নিম্নলিখিত তিন ভাগেরই বারুদ ক্রমান্বয়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐ খোল পরিপূর্ণ হয়, ততক্ষণ ঠাসিবে। পরে কিঞ্চিৎ মাটী ঠাসিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিয়া গুটিকতক দানাদার বন্দুকের বারুদ দিয়া পুনর্ব্বার মাটী দিয়া মুখ বন্ধ করিবে। তৎপরে রজন বা গালা গলাইয়া উহাতে খোলের দুই মুখ ডুবাইয়া, হাউয়ের মত উহাতে পলিতা লাগাইবে। এই বাজী দেখিতে অতি সুন্দর।

১ নং

সোরা	১৬ ভরী,
গন্ধক	৮ ভরী,
কয়লা	৬ ভরী।

২ নং

সোরা	১ পাউণ্ড,
গন্ধক	৪৷৹ ঔন্স,
কয়লা	৬ ভরী।

৩ নং

গুঁড়ান বন্দুকের বারুদ	৮ ঔন্স
কয়লা	৩।১ ঔন্স,

কুমীর বাজীর খোল ৩ ঔন্স হইতে ৫ পৌণ্ড পর্য্যন্ত হওয়া আবশ্যক।

কলের জাহাজ।——

একখানি ছোট দেবদারু কাষ্ঠের জাহাজ প্রস্তুত করিয়া উহার পার্শ্বে দুটী (উল্লিখিত) হাউয়ের খোল বাঁধিয়া জলে ভাসাইয়া পলিতায় আগুণ দিলে জাহাজ আপনিই চলিতে থাকিবে।

ওডিকলোন্।——

এসেন্স অফ্ বার্গেমট্	৪০ ফোঁটা।
এসেন্স অফ্ লেমন্	৪৫ "
অয়েল রোজমেরি	৭ "
অয়েল অফ্ অরেঞ্জ	২৫ "
অয়েল অফ্ নিরোলি	১২ "
উত্তম রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্	৬ আউন্স।

ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া শিশির ভিতর উত্তমরূপে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিবে।

বেঙ্ বাজী।——

তিন ইঞ্চ চৌড়া ও এক ফুট লম্বা করিয়া মোটা কাগজ কাটিবে এবং উহার মধ্যস্থলে বন্দুকের বারুদ, কাগজের লম্বে অল্প করিয়া বরাবর দিবে; পরে ঐ কাগজে উপর্য্যুপরি তিন চারি থাক্ করিয়া মুড়িয়া শক্ত দড়ি দিয়া বাঁধিবে এবং মুখে একটা পলিতা লাগাইবে। এই বাজী দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা একবার এদিক একবার ওদিক লাফাইয়া যায়, প্রায় বেঙের মত লাফাইতে থাকে।

অমর প্রদীপ।——

সমুদ্রের ফেনা এবং গন্ধক সমান পরিমাণে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া তুলায় মাখাইবে। সেই তুলায় পলিতা প্রস্তুত করিযা তিলের তৈলে সেই পলিতা সহ প্রদীপ জ্বালিলে ঝড়েও প্রদীপ নিবিবে না।

অগ্নিভক্ষণ।——

কর্পূর কি আকরকোরা চর্ব্বণ করিয়া তাহার কতকটা মুখের এক পাশে রাখিবে, পরে দেবদারু বা এরণ্ডের কয়লার অগ্নি মুখে দিলে পুড়িবে না। বলা আবশ্যক যে এক একবার করিয়া অগ্নি মুখে ফেলিবে; আর যদি অধিক অগ্নি মুখে এককালে ফেলিতে হয়, তবে পূর্ব্বরক্ষিত কর্পূরের রস গলাধঃকরণ ও চর্ব্বণ করিবে।

ফলসহ বৃক্ষ।——

আঁকড় ফলের চূর্ণ তিল তৈলে পেষণ করিয়া সাত দিন রৌদ্রপক্ক করিবে; অর্থাৎ এক দিন মর্দ্দন করিয়া শুকাইবে পর দিন আবার মর্দ্দন করিয়া আবার শুকাইবে। সাত দিন উপর্য্যুপরি এইরূপ করিয়া শুষ্ক করিবে। যদি ভালরূপ চূর্ণ না হয়, তবে মাথা মাথা হইলে একটী কাঁসার পাত্রে লাগাইয়া আর একটী কাঁসার পাত্র চাপা দিবে। তাহার পরে সেই পাত্রদুইটী উল্টাইয়া অর্থাৎ যাহার গায়ে মসলা লাগান আছে, সেইটী উপরে ও খালি পাত্রটী নীচে করিয়া রৌদ্রে দিবে। এরূপ করায় যে তৈল নিম্নস্থ পাত্রে সঞ্চিত হইবে, সেই তৈল একটী আমের আঁটীতে মাখাইয়া শুষ্ক করিবে। পরে সেই আঁটী মৃত্তিকাতে পুতিলে ফলসহ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

অদৃশ্য লেখা।——

দুগ্ধ কিম্বা লেবুর রস অথবা পলাণ্ডুর রস দ্বারা কোন কাগজে লিখিলে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পরে একটু অগ্নির উত্তাপ দিলে লেখা স্পষ্ট পড়িতে পারা যায়।

আশ্চর্য্য পলিতা।——

একটী তুলার পলিতাকে উত্তমরূপে লবণ জলে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে; তাহার পর ঐ পলিতাকে একটী স্পিরিট ল্যাম্পে রাখিয়া যখন জ্বালিবে তখনই উজ্জ্বল পীতবর্ণ আলোক বাহির হইবে। চক্ষে নীল চশমা লাগাইয়া সেই আলোক দর্শন করিলে বেগুণে রঙ্গের আলোক দেখিবে এবং নীলচস্‌মার সম্মুখে একখানি পীতবর্ণ পরকলা ধরিলে আলোক দেখা যাইবেনা, কেবল পলিতাটী দেখিতে পাইবে।

কাগজের কড়া।——

কাগজের একটী টুপী বা ঠোঙা নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে খুব অধিক পরিমাণে তৈল দিয়া কোন দ্রব্য অগ্নিতে ভাজিলে বেশ ভাজা হইবে, অথচ কাগজ পুড়িবেনা।

কামানের মত শব্দ।——

যবক্ষার ২ আউন্স, ক্রিম্ অব্ টারটার্ ২ আউন্স, গন্ধক ১ আউন্স, পৃথক্ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। একগ্রেণ পরিমাণ এই মিশ্রিত দ্রব্য তামাক

থাইবার নলের মধ্যে রাখিয়া অগ্নিসংযোগ করিবামাত্র কামানের ন্যায় শব্দ হইবে।

ছিদ্র কলসীতে জল।——

প্রথমে একটী টিনের পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তলায় কতকগুলি ছিদ্র করিবে। পরে একগামলা জলে ঐ পাত্রকে অর্দ্ধেক ডুবাইয়া জলমধ্যে ধারন করিয়া একখান টিনের গোলাকৃতি পাত্রদ্বারা মুখ বন্ধ করিবে এবং আটা মাটীর দ্বারা আঁটিবে। পরে জল হইতে পাত্র যদি ঠিক সোজা ভাবে অর্থাৎ একটুও না হেলাইয়া তুলিতে পার, তবে ছিদ্র দিয়া একটুও জল পড়িবে না।

অদগ্ধনীয় অঙ্গুলি।——

আরসেনিক ২ আউন্স, পারা ১ আউন্স, কর্পূর আধ আউন্স, এই কয়েক দ্রব্য পিত্তলের হামানদিস্তাতে পেষণ করিয়া হস্তে মর্দ্দন করিয়া গলিত গরম সীসায় অঙ্গুলি ডুবাইলে দগ্ধ হইবে না।

জল জমান।——

অগ্নির সম্মুখে একখানি টুলের উপর কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিয়া /১ সের জলপূর্ণ এক ভাণ্ড বসাইবে। এক মুঠা লবণ ঐ পাত্রে দিয়া ঐ পরিমাণ বরফ সংযোগ করিয়া ১০ মিনিট কাল নাড়িলে জল জমিয়া যাইবে।

অঙ্গুরীর নৃত্য।——

পিতল, স্বর্ণ বা রৌপ্যের একটী ফাঁপা অঙ্গুরী নির্ম্মাণ করিয়া উহার ভিতর পারা পূরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তৎপরে ঐ অঙ্গুরী অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া প্লেন মেজেয় ছাড়িয়া দিলে আপনা আপনি নাচিতে থাকে, যতক্ষণ পারা গরম থাকে, ততক্ষণ নাচিতে থাকে; আবার নাচাইতে ইচ্ছা করিলে আবার অঙ্গুরী গরম করিয়া ছাড়িয়া দিলেই নাচিবে।

ফস্‌ফরস্।——

কতক পরিমাণ ফস্‌ফরস্ (Phosphorus) লইয়া বহুবিধ আলোক জ্বালিতে পারা যায়। ফস্‌ফরস্‌কে আলোক পদার্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একটী প্রদীপে একটু ফস্‌ফরস্ রাখিলে অন্ধকার গৃহে উহা এমনই জ্বলিবে যে তাহা দ্বারা গৃহের সমস্ত বস্তু দেখিতে পাওয়া যাইবে।

জলে শুষ্ক হস্ত।——

একটা বড় জলপূর্ণ পাত্রে লাইকোপডিয়াম্ গুঁড়া ফেলিয়া দিয়া হাত ডুবাইলে হাতে জল লাগিবে না।

বর্ণ পরিবর্ত্তন।——

বক্ম কাষ্ঠ গুঁড়া করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিলে সেই জল রক্তবর্ণ হইবে। পরে একটী গ্লাস ভিনিগারে বেশ করিয়া ধুইয়া যদি ঐ লাল রংএর জল উহাতে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ অতি সুন্দর হরিদ্রা বর্ণ হইবে। তৎপরে আর একটী গ্লাসে খুব ভাল করিয়া ফট্‌কিরি গুঁড়া করিয়া মাখাইতে হইবে, তৎপরে ঐ গ্লাসে যদি ঐ লাল জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণবর্ণ হইবে। কিন্তু এক খণ্ড লৌহ ভিনিগারে ভিজাইয়া ঐ লৌহখণ্ড ঐ জলে নাড়িতে থাকিলে কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই ঐ জল আবার লাল বর্ণ হইবে।

জিহ্বায় উত্তপ্ত লৌহ।——

লিকুইড্ ষ্টোরাক্স (Lipuid Storax) উত্তমরূপে জিহ্বায় লাগাইয়া উত্তপ্ত লৌহ পর্য্যন্ত জিহ্বার উপর নিরাপদে রাখা যায়, তাহাতে কোনরূপ কষ্ট হয় না।

অগ্নিতে লেখা।——

একটা কলমে খানিকটা ফস্‌ফরস্ লইয়া তাহার দ্বারা কোন কাগজে লিখিলে এবং ঐ লেখা যুক্ত কাগজ খানি অন্ধকার ঘরে লইয়া গেলে ঐ লেখা বেশ জ্বলিতে থাকে।

ডিম্বের নৃত্য।——

একটী হাঁসের ডিম উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া একদিকের কিঞ্চিৎ খোলা খুলিয়া যৎকিঞ্চিৎ পারা একটা পেন কলমের মধ্যে পূরিয়া উহার দুই দিক গালা দিয়া বন্ধ করিতে হইবে। তৎপরে ডিমের সহিত অগ্নি সংলগ্ন করিলে যতক্ষণ ডিমটী গরম থাকিবে, ততক্ষণ নাচিতে থাকিবে।

লাল ফুল সাদা করণ।——

খানিকটা গন্ধক চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপে করিলে ধূম নির্গত হইবে। ঐ ধূমে লাল ফুল ধারণ করিলে উহা দেখিতে সাদা হইয়া যাইবে; পরে

ঐ ফুলকে লাল করিতে চাহিলে, উহাকে কিয়ৎক্ষণ শীতল জলে ফেলিয়া রাখিলেইবেশ লাল রং হইবে।

বজ্রের ন্যায় শব্দ।——

একটা কাঁচকড়া অথবা সোডাওয়টরের বোতলে দুই ড্রাম পরিমাণ লৌহচূর্ণ এবং এক কাঁচ্চা আন্দাজ ভিট্রিয়ল্ (Vitriol) মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে বিশেষ আঁটিয়া ছিপি বন্ধ করিতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে ঐ বোতল নাড়িয়া ছিপি খুলিয়া উহার মুখে একটী বাতির আলো ধরিলে ভয়ানক বজ্রের ন্যায় শব্দ হইবে।

টাকা উড়ান।——

দুইটী টাকা লইয়া তাহাদের অপর পৃষ্ঠেদুইটী ডবল পয়সা, লেইবা বা গঁদ দিয়া উত্তমরূপে লাগাইয়া শুকাইয়া রাখিবে। বাজী দেখাইবার সময় দুই হাতে দুইটী লইয়া একটীর শুভ্রপৃষ্ঠ ও অপরটীর তাম্রপৃষ্ঠ দেখাইয়া দর্শককে বলিবে, "দেখুন এক হাতে ডবল পয়সা ও এক হাতে টাকা।" তাহার পর হাত মুঠা করিবে; মুঠা করিলে টাকা দুটী উল্টাইয়া লইবে।

অগ্নিতে বস্ত্র।——

কোন পক্ষীর ডিম্বের মধ্যস্থ লালার সহিত ফটকিরি মিশ্রিত করিয়া কোন বস্ত্র বা রুমালে মাখাইয়া লবণের জলে ধৌত করিলে ও তৎপরে উহা শুকাইলে ঐ বস্ত্র বা রুমাল কোন মতে আর আগুণে পুড়িবে না।

দুয়ানি উড়ান।——

তোমার মধ্যমাঙ্গুলির নখের উপর উত্তমরূপে একটু মোম লাগাইবে, তাহার পরে সেই হাতের চেটোর উপর একটী দুয়ানি লইয়া দর্শককে দেখাইয়া বলিবে "এই দেখুন দুআনিটী আমার হাতের উপর আছে।" তাহার পরে এরূপ ভাবে হাত মুঠা করিবে যেন, তোমার মধ্যমাঙ্গুলীর নখে মোম আছে, তাহা সেই দুআনির গায় লাগিয়া তাহাতে আঁটিয়া যায়। তাহার পরে মুঠা খুলিলেই দুআনি অদৃশ্য হইবে।

দগ্ধ নোট।——

একখানি নোট, ব্র্যাণ্ডি কিম্বা নাতিতীব্র একোয়া ভাইটীতে ডুবাইবে; পরে একটী প্রজ্বলিত বাতির শিখায় ধরিলে, উহা পুড়িতে থাকিবে।

যতক্ষণ নোটখানি ভিজা থাকিবে ততক্ষণ পুড়িয়া পুড়িয়া নিবিয়া যাইবে। ইহাতে নোটের কোন ক্ষতি হইবে না।

দগ্ধ সূত্রে অঙ্গুরী।——

খানিকটা সূতা লইয়া লোণা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে উহাকে শুকাইতে হইবে। ঐ সূত্রে অঙ্গুরী ঝুলাইয়া সূত্রটী প্রদীপের শিখায় ধরিলে বা আগুণ দিয়া পুড়াইলে উহা হইতে অঙ্গুরীটী পড়িয়া যাইবে না।

শব্দ কারী তাস।——

একখানা তাস লইয়া তাহার এক দিকটা একটু ফাঁক করিয়া ঐ ফাঁকের মধ্যে এক রতিপরিমাণ ফুলমিনেটিং সিল্‌ভার (Fulminating Silver) পূরিয়া কাগজের সেই অংশ বেশ করিয়া আঠা দিয়া আঁটিয়া ফেলিতে হইবে; তখন ঐ প্রস্তুত তাস কোন অগ্নিশিখার উপর রাখিলে ভয়ানক শব্দ হইয়া উঠিবে।

কৃত্রিম বিদ্যুৎ।——

এক টিননির্ম্মিত নল করিয়া তাহার এক মুখ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিবে এবং তাহাতে বহুছিদ্র করিবে। পরে ধুনা পূর্ণ করিয়া একটা মশালের শিখায় ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ করিলেই বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতিঃ উত্থিত হইবে।

জলমধ্যে অগ্নি।——

ফ্লোরেন্স দেশীয় বোতলের মধ্যে ১৩ গ্রেণ ফস্ফরস্‌ ও দেড় ছটাক নির্ম্মল জল রাখিয়া প্রদীপের শিখায় উত্তপ্ত করিলে ঐ বোতলের মধ্যে অগ্নির গোলা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।

বোতলে ডিম।——

একটা হাঁসের ডিম ছিরকায় (Vinegar) কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে ডিমটী এতই নরম হইবে যে, তখন ইহাকে অনায়াসেই একটী ছোট মুখ বোতলের ভিতর রাখিতে পারা যাইবে।

সম্পূর্ণ।